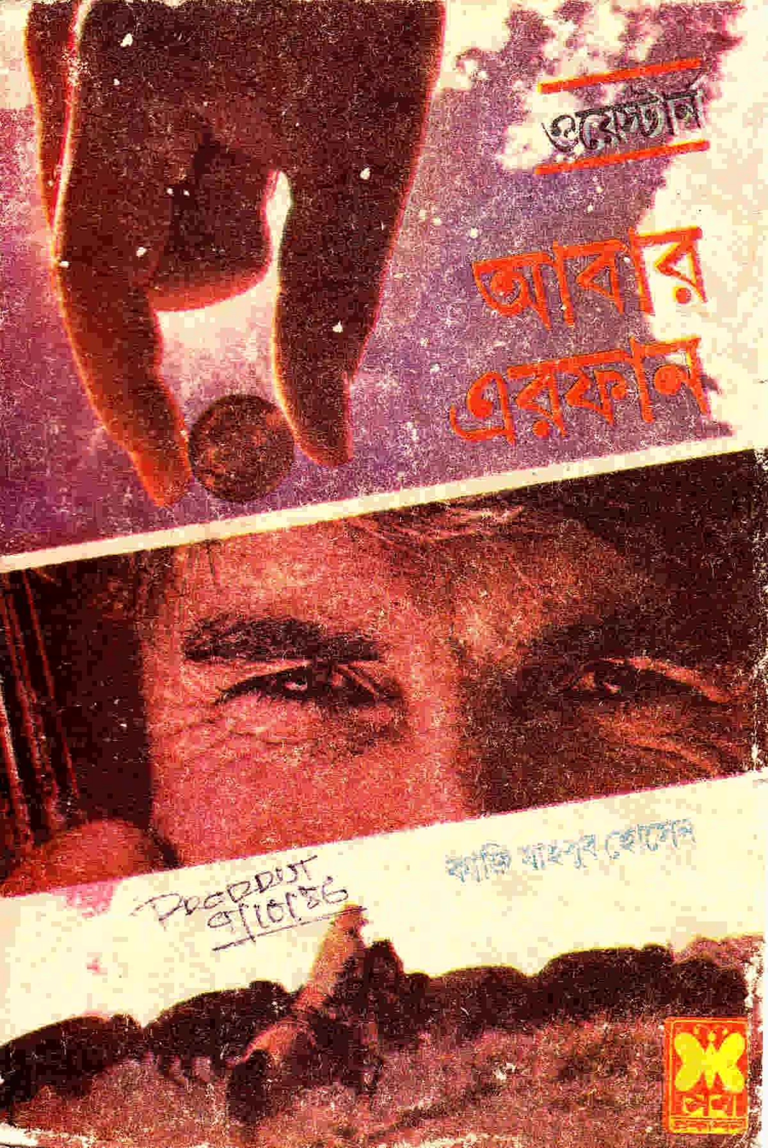

ওয়েস্টার্ন
আবার এরফান
কাজি মাহবুব হোসেন
সেবা

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

'আমি একজনকে খুঁজছি।'

পশ্চিমে কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। অর্থাৎ হত্যা করার উদ্দেশ্যে কাউকে খুঁজছে। তরুণ কাউবয়ের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে, তবু লোকজন কৌতূহল মেটাতে ওর চারপাশে ভিড় জমাল।

'ডাবল বার র‍্যাঞ্চের ল্যারি ডাউটি নিশ্চয় আমোদ-ফুর্তি করার জন্যে শহরে এসেছে,' মন্তব্য করল একজন।

'কিন্তু ওদের তো ছড়াবার মতো টাকা নেই,' অন্যজন জবাব দিলো।

'দেখে তো মনে হচ্ছে আছে।'

আরও লোক জড়ো করার উদ্দেশ্যে ল্যারি প্যারাডাইস সেলুনের উঁচু প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়াল। হ্যাটটা পিছন দিকে ঠেলে দিতেই গাঢ় লাল রঙের কোঁকড়া চুলগুলো বেরিয়ে এলো। পকেট থেকে দুটো স্বর্ণ-মুদ্রা আর একটা মেক্সিকান রুপার ডলার বের করে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করল যুবক। এমন কিছুই না, পুবের কোনো শহরে হলে কেউ ফিরেও তাকাত না। কিন্তু সীমান্তের দূরবর্তী পশ্চিমের শহরে এতে

কাজ হলো। ভিড় দেখে আরও লোক আকৃষ্ট হলো।

'আমি যাকে খুঁজছি তার শক্ত নার্ভ থাকতে হবে,' সামনের দর্শকদের দিকে যাচাই করার দৃষ্টিতে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। 'এবং তাকে পিস্তলের ব্যবহারও জানতে হবে। যে লোক পরীক্ষায় পাশ করবে, এই ছুটো সোনার মুদ্রার সাথে একটা ভালো চাকরিও পাবে।'

'সোনায় সোহাগা!' মন্তব্য করল একজন।

লোকটার বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল। কিন্তু ল্যারির চোখ একেএকে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখছে। ব্যবসায়ী, কাউহ্যাণ্ড, টীম-লীডার, বেকার—প্রত্যেককেই চেহারা দেখে চিনতে পারছে। মাথা নাড়ল সে।

'আমার কপাল খারাপ—যোগ্য লোক শহরে একটাও নেই,' বলল ল্যারি।

স্যাণ্ডি বেণ্ডকে ঠিক শহর বলা যায় না, তবে ওখানে রেল স্টেশন আছে বলে ওরা গর্ব বোধ করে। ওখান থেকে একটা মাত্র লাইন পুবে গেছে—গরু চালান দেয়ার জন্যে ওটা ব্যবহৃত হয়। সে যা খুঁজছে তা কেবল পশ্চিমের বেপরোয়া আরোহীদের মাঝেই পাওয়া সম্ভব। পয়সাগুলো ডান হাতে নিয়ে মুঠো পাকালো, তারপর মুঠো খুললে দেখা গেল একটা খোয়া গেছে।

'মেক্সিকান ডলারটা কোথায় গেল?' অবাক হবার ভান করে হাতের ছুপিঠেই খুঁজল। ছু'হাতই খালি। বাকি ছুটোও অদৃশ্য হয়েছে। 'হায় হায়, এবারে বিশ ডলারের চাকতিগুলোও গেছে। নিশ্চয় বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।' ডান হাতে তিনবার খামচি মারল সে। মুঠি খুলতে দেখা গেল তিনটেই ওখানে রয়েছে। 'খুব সোজা,' মন্তব্য

আবার এরকান

করল ল্যারি। 'তবে শুরু করার আগে সোনার কয়েন জোগাড় করা-টাই যা একটু কঠিন।'

হাততালি দিয়ে উঠল দর্শক। সবজান্তার হাসি হাসল ল্যারি।

দর্শক চলে যাওয়ার জোগাড় করছে দেখে তাড়াতাড়ি সে আবার বলে উঠল, 'আমি ফ্রি-শো দেখাচ্ছি, হ্যাট খুলে চাঁদা চাইতে আসব না। তোমাদের মধ্যে কি চল্লিশ ডলার উপার্জন করতে চায় এমন একজনও নেই?'

চওড়া কাঁধের লম্বা লোকটার দিকে চেয়ে কথাগুলো বলেছে ল্যারি। বয়স তিরিশের কাছাকাছি, সুগঠিত দেহ, চোখ আর চুল কালো। সামনের কিছু মানুষ সরে যাওয়ায় ওকে দেখতে পেয়েছে সে। পিছন দিকে একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। চোখে কৌতুক। কোমরের ছুপাশে ছুটো পিস্তল ঝুলছে—ছুটোই ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। লাল চুলের তরুণ হাতের পয়সাগুলো ঝনঝন শব্দে বাজাল।

'কে ঝুঁকি নেবে?' প্রশ্ন করল সে।

ল্যারির চাহনি সরাসরি খুঁটির সাথে দাঁড়ান লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করছে। সিংহের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো সে। মানুষ-টা যে প্রচণ্ড শক্তি রাখে, এটা তার এগিয়ে আসার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়।

'অনেক ঘাটে পানি খেয়েছি—এই ঘাটেও একবার খেতে আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার প্রস্তাবটা কি?' জানতে চাইল সে।

বিজয়ের হাসি চাপার চেষ্টা করছে তরুণ।' খুব সহজ,' জবাব দিলো সে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ফাঁকে রেখে রূপার পয়সা-টা দেহ থেকে দূরে সরিয়ে ধরল। 'আর কিছুই না, আমার এখান

আবার এরকান

থেকে বারো কদম দূরে এটা এইভাবে ধরে দাঁড়াবে তুমি। আমি পয়সাটা তোমার হাত থেকে গুলি করে উড়িয়ে দেবো।'

চওড়া কাঁধের লোকটা নির্বিকার। 'তোমার নিজের নার্ভও দেখছি কম শক্ত নয়,' ধীর গলায় বলল সে।

জনতাও স্বীকার করল। সামান্য এদিক ওদিক হলেই পয়সা ধরা হাতটা গুঁড়িয়ে যাবে। চল্লিশ ডলার উপস্থিত দর্শকদের অনেকের কাছেই লোভনীয় হলেও কেউ এতটা ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

'সোনার মুদ্রা দুটো নিছক বাড়তি প্রলোভন—আসল কথা হচ্ছে তুমি ঝুঁকি নিতে রাজি আছো কি না।'

কালো চোখে প্রশ্নকর্তাকে খুঁটিয়ে দেখল লোকটা। তারপর বলল, 'দেখছ তো আমার দুপাশে দুটো পিস্তল ঝুলছে? একটা হাত অকেজো হলেও অন্যটা ব্যবহার করায় কোনো বাধা নেই।'

'ওই ঝুঁকিটা আমার।' দাঁত বের করে হাসল ল্যারি।

'আমি রাজি,' শান্ত গলায় বলল সে। 'ওখানেই সবচেয়ে ভালো হবে।' একটা মজবুত কাঠের বাড়ির সামনে চওড়া দেয়ালের দিকে নির্দেশ করল।

ছুঁড়ে দেয়া পয়সাটা লুফে নিয়ে দেয়ালের দিকে এগোল কালো চুলের লোকটা। জনতা দুভাগ হয়ে ওকে জায়গা ছেড়ে দিলো। ল্যারি ডাউটিও ওর সাথে এগোল। শক্ত চেহারার লোক-টাকে জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিয়ে গুনেগুনে বারো কদম পিছিয়ে এলো।

'ব্যাপারটা কি?' দর্শকদের একজন প্রশ্ন করল। 'দেখে তো বড়াই করার পাত্র বলে মনে হয় না।'

'জানি না, তবে ঠিকমতো গুলি ছুঁড়তে না পারলে ওর বিপদ

আছে,' পাশেরজন জবাব দিলো। 'চেয়ে দেখো, একেবারে নির্বিকার।'

সত্যি তাই। নির্ভাবনায় দেয়ালে হেলান দিয়ে আয়েশ করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যজন জায়গায় তৈরি হয়ে দাঁড়াবার পর হেলায় পয়সাটা তুলে ধরলো।

'হায়, পুরো হাতটাই মিস না করলে ভুলের কোনো জায়গাই নেই,' মন্তব্য করলো একজন।

'মিস করবে না; এসব কাউবয়রা সবাই গুলি ছুঁড়তে ওস্তাদ।'

পিস্তল তুলল ল্যারি। দর্শকরা সবাই নীরব হয়ে গেছে। অনেক-ক্ষণ সময় নিয়ে তাক করল, তারপর ট্রিগার টেনে দিলো। গুলির শব্দের পরেই হর্ষধ্বনি উঠল—পয়সাটা আঙুলের ফাঁক থেকে ছুটে কাঠের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে বালুর ওপর পড়ল। হাততালির মধ্যে ওটা তুলে ল্যারির হাতে দিলো লোকটা।

'এবার তোমার পালা,' বলল সে।

তরুণের মুখে বিজয়ের হাসি কিছুটা ম্লান হলো।

'তার মানে?'

'তুমিই বলেছ, লোকটাকে গুলি ছোঁড়াও জানতে হবে,' মনে করিয়ে দিলো সে। 'তাই তোমার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করছি।'

হাসিটা এবার পুরো উবে গেছে, কিন্তু নিকটবর্তী একজনের টিটকারীতে আবার ফিরে এলো। তৈরি হলো যুবক। বলল, 'ঠিক আছে, তাই হোক।'

দর্শকরা সবাই নতুন উত্তেজনায় দম বন্ধ করে আছে। দুজনে জায়গা বদল করল। কালো চুলের লোকটার বাম হাত তখনও পকেটে। ল্যারি তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর···

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে কেউ লক্ষ্যও করেনি কখন লোকটার আলগাভাবে ঝুলন্ত ডান হাতে পিস্তলটা উঠে এলো। হাতটা কোমরের কাছে থাকতেই গুলি করল সে। পিস্তলের মুখে আগুন দেখা গেল। আবারও পয়সাটা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে বালুর ওপর এসে পড়ল। ক্রত ভ্রু এবং আপাতদৃষ্টিতে তাক না করেই গুলি ছোঁড়ায় সবাই থ হয়ে গেছে।

'দারুণ!' বলে উঠল একজন। 'একেই বলে শুটিং!'

ডাউটি নিজেও ভেবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এলো। 'ভাবতাম আমি বুঝি খুব ভালো পিস্তল চালানো শিখেছি। কিন্তু তোমার কাছে আমি নস্যি। গলাটা শুকিয়ে এসেছে—চলো একটু ভিজিয়ে নিই।'

সেলুনের কোনায় একটা আলাদা টেবিল নিয়ে বসল ওরা। সাগ্রহে মেক্সিকান ডলারটা পরীক্ষা করছে কালো চুলের লোকটা। একটা গুলি ঠিক মাঝখানে লেগেছে—অন্যটা একটু পাশে। সঙ্গীকে পয়সাটা দেখাল সে।

'আমার বিশ্বাস, মাঝের গুলিটাই আমার,' বলল ল্যারি। 'অনেক সাবধানে তাক করে গুলি ছুঁড়েছি।'

অন্যজন হেসে পকেট থেকে সিগারেট বানাবার সরঞ্জাম বের করল। লোকটার বাম হাতে একটু রক্ত দেখা যাচ্ছে। ডাবল বারের লোকটার চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হলো।

'আমার ধারণা পাল্টেছে। সরি।'

'ও কিছু না। সামান্য একটু ঘষা লেগেছে। হয়ত আমিই একটু নড়েছিলাম,' জবাব দিলো সে। 'এবার পরিচয়টা সেরে নেয়া যাক—আমি এরফান জেসাপ।'

'আমি ল্যারি ডাউটি। আমার বাবা ডাবল বার র‍্যাঞ্চের মালিক। এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক হবে।'

হাত মেলাল ওরা। 'তোমার সমস্যাটা কি?' প্রশ্ন করল এরফান।

'সমস্যা আছে বলিনি তো?'

'সমস্যা না থাকলে কেউ এত ঝুঁকির মধ্যে যায় না। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম ধাপ্পা দিচ্ছো—কিন্তু যখন দেখলাম তুমি সত্যিই এগোলে, তখন বুঝলাম।'

'ঠিক ধরেছো, বিপদে আছি বলেই এসেছি।'

'আমি কিন্তু ভাড়াটে পিস্তলবাজ নই।'

'অমন লোক আমিও চাই না—কিন্তু যে আসবে তার নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সম্প্রতি আমাদের একজন লোক মারা পড়েছে, আর দুজন জখম হয়েছে।'

'কিভাবে?'

'প্রতিবারই আড়াল থেকে গুলি এসেছে।'

'খুব খারাপ কথা। কাউকে সন্দেহ হয়?'

'সন্দেহ হলেও প্রমাণ নেই। আমাদের র‍্যাঞ্চটা বিরাট। এখন অবশ্য সময় খারাপ—মাত্র একহাজার গরু আছে—কিন্তু আমাদের পানির অভাব নেই। ক্লাউডি হিল নদী আমাদের জমির ওপর দিয়ে গেছে।'

'র‍্যাঞ্চের জন্যে পানিটাই সবচেয়ে বেশি দরকার।'

'মাঝেমাঝে এটা দায়ও হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের পুবে রয়েছে ল্যাভার ফাইভ র‍্যাঞ্চ। ওরা আমাদের র‍্যাঞ্চটা সস্তায় কিনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা রাজি হইনি—ওখানেই বিবাদের শুরু।'

'মারপিট ?'

'হ্যাঁ। ওটা দশ বছর আগের কথা—আমি তখন ছোট। বাবা কম কথার মানুষ। র‍্যাঞ্চটা ছিলো দাদার। হয়ত এটা আমাদের ফ্যামিলির একটা বৈশিষ্ট্য—সবাই একটু একগুঁয়ে। দাদাই ওদের প্রথম শিকার। একদিন তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একটা খাদের ভিতর পাওয়া যায়। ছটো গুলিই পিছন থেকে করা হয়েছিল। বাবার বড় ভাই, আঙ্কেল রুফ, ল্যাডার ফাইভের মালিক বাড বয়েডকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করতেই সে পিস্তল বের করে। পাশে থেকে একজন তার হাত চেপে ধরায় কোনো ছুর্ঘটনা ঘটেনি। না ধরলে সেদিন ঠিকই গোলাগুলি হতো। ওই পরিবারে কারও সাহসের অভাব নেই।'

'কিন্তু তোমার দাদাকে পিছন থেকে গুলি করা হয়েছিল,' মনে করিয়ে দিলো এরফান।

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। ওভাবে কাউকে মেরে ক্রনো বয়েড তৃপ্তি পাবে না। সে—'

'প্রতিপক্ষকে জানিয়েই মারত; অমন লোক আমি আগেও দেখেছি।'

'সে যাই হোক, বাড বয়েড এরপরে বেশিদিন বাঁচেনি। ছমাস পর তাকে ল্যাডার ফাইভ থেকে আধমাইল দূরে পাওয়া যায়। কপালের মাঝখানে গুলি লেগেছিল। অনেকে ধারণা করলো আঙ্কেল রুফই তাকে মেরেছে। বয়েডদের সাথে শেরিফের খুব ভাব থাকায় আঙ্কেল-কে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। এখানেই ঘটনার ইতি ঘটল না, ঝগড়া চলতেই থাকল। বাবার দেহে এখনও কয়েকটা গুলি রয়ে গেছে। ক্রনো বয়েডও এখন খুঁড়িয়ে চলে। অনেকদিন পর কয়েক মাস আগে আবার ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে।'

'অর্থাৎ তুমি আর তোমার বাবা এসব সামলে উঠতে পারছ না ?'

'ঠিক তাই,' অকপটে স্বীকার করল ল্যারি। 'মা মারা যাবার পর বাবা একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমাদের কর্মচারী যারা আছে তারা সবাই উপযুক্ত লোক, কিন্তু ওদের একজন যোগ্য লীডার দরকার। আমাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে বলে ওদের কাছে আমি এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছি। আমাকে ওরা নেতা বলে ভাবতে পারে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল এরফান। তরুণ যুবককে তার পছন্দ হয়েছে। ছেলেটাকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করছে। গভর্নর তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর সাথে কিছুদিন পরে দেখা করলেও ক্ষতি নেই। বাড়িতেও লীয়াকে খেলার সাথী হিসেবে পেয়ে তার ছেলে জিম খুশি আছে—আর স্ত্রী রাকা ওদের ছজনকে নিয়ে ব্যস্ত। ওরা মাসখানেকের মধ্যে এরফানকে বাড়িতে আশা করবে না।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। 'চলো, তোমার বাবার সাথে কথা বলব আমি।'

খুশিতে ল্যারির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সত্যিই যাবে তুমি ? আমাকে পাঁচ মাইল উত্তরের একটা র‍্যাঞ্চে যেতে হবে। আসল কথা হচ্ছে বাবা জানে না আমি কি জন্যে শহরে এসেছি। জানলে আসতে দিত না। আমাদের সামনে যে বিপদ আছে এটা স্বীকার করতে বাবা নারাজ।'

'তাহলে আমাকে আশা করবে না সে।'

'না, তবে আমাদের র‍্যাঞ্চ অতিথিদের জন্যে সব সময়েই খোলা। তুমি পৌঁছানোর পর যেভাবেই হোক আমি তাকে বুঝাতে পারব

বলে আশা করছি।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। একজন স্বাধীন গর্বিত র‍্যাঞ্চারের ছবি ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠলো, যে লোক সারা জীবন স্বাবলম্বী সমর্থ ছিল, বয়স বাড়ার পর নিজের ঘাটতিগুলো স্বীকার করতে তার কষ্ট হয়।

'ঠিক আছে, আমি যাবো।' হেসে সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়াল এরফান।

'খোঁয়াড়ের ওই কালো ঘোড়াটার মালিক বিক্রি করতে রাজি হলে তোমাকে পথেই ধরে ফেলতে পারবো।'

'বেচবে না।'

'কি করে জানলে? ওকে চেনো?'

'ঠিক চিনি কি না জানি না, তবে ঘোড়াটা আমার,' এরফানের চোখে কৌতুকের হাসি। জিমকে 'বিগ রেড' দিয়ে দেয়ার পর অনেক খুঁজে নিজেই কালো ঘোড়াটাকে ধরে পোষ মানিয়েছে এরফান।

ল্যারির চেহারায় হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। 'আমার কপালটাই খারাপ। ওটাকে দেখে এমন লোভ হচ্ছিল যে চুরি করার ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্টে সামলেছি। মনে মনে ঠিক করেছিলাম যত টাকা লাগুক ওটা আমি কিনবই।'

'সত্যিই ঘোড়াটা চমৎকার। র‍্যাকি আমার বন্ধুও বটে।'

'যাক, আশা-নিরাশা নিয়েই জীবন,' আবার হাসিখুশি হয়ে উঠল ল্যারি। 'ডাবল বারে তোমার সাথে আবার দেখা হবে। ওখানে কিন্তু আমি তোমাকে চিনব না। বাবা যদি একবার টের পায় আমি তার চোখে ধুলো দিয়ে আড়ালে এসব করছি, তাহলে এমন বেঁকে বসবে যে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে। তবে ভুল বুঝ না, এমনিতে লোক হিসেবে তার তুলনা হয় না।'

দুই

'এদিকের এলাকাটা বেশ উঁচু-নিচু। চমৎকার দৃশ্য।' ঘোড়ার সাথে কথা বলছে এরফান।

ডাবল বারের ট্রেইল অনুসরণ করে একটা মালভূমিতে পৌঁছেছে ও। রেইনবো শহর ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। ল্যারির বর্ণনা অনুযায়ী বাম দিকের ট্রেইল ধরে এগোলে ডাবল বারে পৌঁছান যাবে।

এগোল এরফান। এক ঘণ্টা পথ চলার পর একটা গুলির শব্দ কানে এলো। র‍্যাঞ্চে কারো গুলি ছোঁড়ার অনেক কারণ থাকতে পারে, তবে দুই র‍্যাঞ্চের যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর এসে পড়েছে সে... আরও এক মাইল পথ নির্বিঘ্নেই কাটল। বাঁক নিয়ে শুকিয়ে যাওয়া একটা নালায় ঢুকল এরফান। তলায় বালু আর দুপাশে গাছ। একটা জিন আঁটা টাট্টু ঘোড়া ঝোপের ভিতর ঘাস খাচ্ছে। কয়েক গজ দূরেই হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক।

দেখে মনে হচ্ছে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে ঘোড়া। কিন্তু পিঠের মাঝখানে কদর্য লাল দাগটা অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে এরফান লক্ষ্য করল ওর বয়স পঞ্চাশের উপরে হবে।

পাতলা হয়ে আসা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। ঘোড়াটার ব্র্যাণ্ড ডাবল বার। ল্যারির ভয়টাই সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

'কাপুরুষ খুনী বুড়ো লোকটাকে কোনো সুযোগই দেয়নি,' আপন মনেই বললো এরফান। 'জায়গাটাও ভালো বেছে নিয়েছে—এখানে ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে।' তবু লাশটার অবস্থান মনে গেঁথে নিলো। এর ফলে কোথা থেকে গুলি করা হয়েছে কিছুটা আঁচ করা যাবে। এবার ক্ষতটা পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকল। বুলেটের আঘাতে শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। মুহূর্তেই মৃত্যু ঘটেছে।

'হাত তুলে দাঁড়াও। প্রন্টো (Pronto)!'

ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে চারজন ঘোড়সওয়ারের মুখোমুখি হলো এরফান। হালকা পায়ে বালুর ওপর দিয়ে এসেছে বলে শব্দ শোনা যায়নি। চারটে রাইফেলের মুখ ওর দিকে চেয়ে আছে। বুক পর্যন্ত হাত তুলে ওয়েইস্ট কোটের ফাঁকে দুই বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে মুখ তুলে ওদের দিকে চাইল।

'হাওডি, জেন্টস, তোমাদের দেখে খুশি হলাম।'

'হয়ত,' শুকনো স্বরে জবাব দিলো একজন। 'এখানে কি হচ্ছে?'

প্রশ্নকারী বেঁটে মাঝবয়সী লোক। স্থূলকায় মুখের দুপাশ দিয়ে গোঁফ ঝুলছে। চিবুকটা খুবই চাপা। শার্টের ওপর শেরিফের স্টারটাও ওর চেহারায় আভিজাত্য আনতে পারেনি। লোকটা শেরিফ চ্যাপম্যান। বন্ধুরা 'চ্যাপ' বলে ডাকে। তবে শত্রু বা বন্ধু কেউই ওকে বিশেষ পছন্দ করে না।

'মাইলখানেক পিছনে একটা গুলির শব্দ শুনলাম। এখানে এসে দেখি এই অবস্থা।'

'আরে! এ যে দেখছি বুড়ো ডাউটি!' চিনতে পেরে একজন চেঁচিয়ে উঠল।

এগিয়ে এসে মৃত লোকটাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। এমন ভাবে ঘিরল, পাশে দাঁড়ানো লোকটা এখন চাইলেও পালাতে পারবে না। এভাবে ঘিরে ফেলার অর্থ বুঝতে পেরেও এরফানের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হলো না। আনাড়ির মতো ঘোড়া থেকে নামল শেরিফ।

'ঠিক, র‍্যাঞ্চার ডাউটি-ই—পিঠে গুলি খেয়ে মারা গেছে। পিস্তলটা দেখছি খাপেই রয়েছে—ওর রাইফেলটা কোথায়?'

'ঘোড়ার ওপর,' জবাব দিলো ইভান।

'হুম! রকম দেখে মনে হচ্ছে আত্মরক্ষা—কিন্তু কেন?' ঝুঁকে পকেট সার্চ করে বেশ মোটাসোটা একটা নোটের বাণ্ডিল বের করল। 'খুনের উদ্দেশ্য ডাকাতি বলে মনে হচ্ছে না—অবশ্য খুনী টাকা সরাবার আগেই বাধা পেয়ে থাকতে পারে।' চোখ দুটো ছোট করে অপরিচিত লোকটার দিকে চাইল শেরিফ।

'এখানে পৌঁছে কাউকে দেখিনি আমি।'

'হয়ত আগন্তুক ভদ্রলোকের পরিচয়টা আমাদের আগে জানা দরকার,' বয়স্ক একজন মত প্রকাশ করল।

বেজার হয়ে ওর দিকে চাইল শেরিফ। 'ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে দাও, হিক্স। কিন্তু যখন কথাটা উঠলই,' এরফানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল চ্যাপম্যান, 'এদিকে তুমি কি করছ?'

'আমি ডাবল বারে যাচ্ছিলাম চাকরির আশায়।'

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল শেরিফের চোখ। 'তুমি ডাউটিকে চেনো?'

'আজ সকালের আগে ওই নামই শুনিনি। তবে গরুর সব কাজ জানি—এর সাথে আমি পরিচিত।'

কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। 'ওপেন অ্যাণ্ড শাট কেস বলেই মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'তুমি বলছ ওর সাথেই দেখা করতে এসেছ, আর আমরা এসে দেখলাম তারই মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে রয়েছ তুমি—সুযোগ পেলেই ওকে সার্চ করতে। যাক, এদিকে অনেক গাছ রয়েছে, জেড, দড়ি বের করো।'

পাতলা গড়নের লোক জেড। সে মাথা ঝাঁকাল। জিনের সাথে বাঁধা দড়ির কয়েলটা বের করল লোকটা।

'এসবকরে আমাকে ভয় দেখানর চেষ্টা করে লাভ নেই,' বলল এরফান। 'আমি কচি খোকা নই।'

'ভয় দেখান হচ্ছে না,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব এলো। 'আমাদের যা করা উচিত তাই করব। তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলাব।'

'তাও ভালো, জীবন্ত রোস্ট করার মতলব আঁটনি। কিন্তু এটা ভেবে দেখেছ, আমি এখানে ঢুকেছি ওই পথে—আর মৃতদেহের পজিশন দেখে বোঝা যাচ্ছে গুলিটা এসেছে উল্টোদিক থেকে। আমার পক্ষে গুলি করা সম্ভব ছিল না বরং এটা তোমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব।'

'বাজে বকো না। লাশ সরিয়ে নিজের বানানো গল্পটা খাড়া করার চেষ্টা তুমি করতে চাইবে, এসব আমাদের জানা আছে।'

'নিশ্চয়। তোমরা আসছ, এটা তো আমার আগে থেকেই জানা ছিল, তাই না?'

'না, ওখানেই তুমি ভুলটা করেছ' চ্যাপম্যানের ঠোঁটে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল।

এরফান বুঝল লোকটা যা বলছে তাই করবে। অন্য তিনজনের দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল, 'তোমরাও কি এই অন্যায় অবিচার মেনে নেবে?'

'এটা শেরিফের ব্যাপার,' জবাব দিলো হিক্‌স্‌। 'ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে—'

'ঠিকই বলেছ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল শেরিফ। 'আমার সিদ্ধান্তই এখানে ফাইনাল।' ওর স্বরে একটু রাগের ভাব। 'এখানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন লোক খুন হয়েছে—খুনী হাতেনাতে ধরা পড়েছে। রেইনবোতে এমন বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে। এর প্রতিকার আমাকে করতে হবে, জেড। তৈরি হও।'

কথার মাঝে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল এরফান। এখন সবাই ওর সামনে। একই সাথে দুটো পিস্তলই ওর হাতে উঠে এসেছে। ব্যাপারটা এত দ্রুত আর অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে আরোহীদের কেউ এটা আশা করেনি। হাঁটুর ওপর রাখা রাইফেল তাক করার সুযোগ পেল না ওরা। এতক্ষণ যাকে হাতের মুঠোয় আছে মনে করেছিল, সেই লোকই এখন ওদের কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিন্ন রূপ নিয়েছে লোকটা। দু'হাতে দুটো পিস্তল।

'জাহান্নামে যাবার জন্যে তৈরি হও, শেরিফ। তোমাদের চারজনকে ফেলতে আমার চার সেকেণ্ড লাগবে। লক্ষ্মী ছেলের মতো অস্ত্র মাটিতে ফেলে দাও,' ঘোড়ার পিঠে বসা তিনজনের দিকে চেয়ে বলল এরফান।

রাইফেল আর পিস্তলগুলো বালুর ওপর পড়ল। এরফানের আদেশে শেরিফই প্রথম সাড়া দিয়েছে দেখে মুখ টিপে হাসল সে।

'তুমি আইনের বিরোধিতা করছ,' বলল শেরিফ।

'আমি? আমি কি করলাম? এতক্ষণ যা করার সে তো তুমিই করলে।'

এ কথার জবাব দেয়া থেকে রক্ষা পেল শেরিফ—ঘোড়ায় চড়ে

একজন বাঁক নিয়ে এদিকেই আসছে। কাছে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। লোকটা ল্যারি ডাউটি।

'তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরেই ফেললে, কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছ।'

আড়চোখে মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার দিকে একবার চেয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে হাঁটু গেড়ে পাশে বসল। 'বাবা!' চিৎকার করে উঠল সে। তারপর ক্ষতির পরিমাণটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে বলল, 'ওরা তাহলে সর্বনাশটা ঠিকই করল। খুনী পিশাচের দল। তোমাকে ছেড়ে যাওয়াই আমার ঠিক হয়নি।' কঠিন দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইল ল্যারি। 'এটা কার কাজ?'

একটা হাত নিচে নামাতে গিয়েও কি ভেবে নামাল না শেরিফ। মাথা ঝাঁকিয়ে এরফানকে দেখিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে ওই লোকটাই মেরেছে।'

'তোমার আরসব কাজের মতো এখানেও অনুমানে ভুল করছ। এই লোকটা বাবাকে চেনেই না। তাছাড়া ডাবল বারেই যাচ্ছিল সে।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না,' রাগে গজগজ করতে করতে জবাব দিলো চ্যাপম্যান। 'চোর-ডাকাত নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করে মানুষ খুন করে না। আমরা এসে দেখলাম দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে লুট করার মতলবে আছে লোকটা।'

কাঁপা আঙুলে ল্যারি তার বাবার পকেট হাতড়ে টাকার বাণ্ডিল-টা বের করল। 'আনাড়ি লোকও এটা মিস করত না।'

হিকস প্রশ্ন করল, 'এই লোকটাকে তুমি চেনো, ল্যারি?'

'আজ সকালে বেওে পরিচয় হয়েছে, আমিই এখানে পাঠিয়েছি ওকে। আমাদের কাজের লোকের অভাব।'

শেরিফের কুঁচকুঁতে চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'তোমার বাবাকে এখানে আসতেও কি তুমিই বলেছিলে?'

ঘৃণ্য ইঙ্গিতটা বুঝতে ল্যারির কিছুটা সময় লাগল। উঠে দু'পা এগিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল সে। 'হারামজাদা, পিস্তল বের কর্।'

চ্যাপম্যানের তেমন কোনো ইচ্ছা নেই। 'আমি হ্যাণ্ডস আপ অবস্থায় আছি,' মনে করিয়ে দিলো সে।

দৃশ্যটা নীরবেই দেখছিল এরফান। এবার বলল, 'চাইলে তুমি হাত নামাতে পারো, শেরিফ।'

অপমানটা বুঝেও গায়ে মাখল না চ্যাপম্যান। হাত তুলেই থাকল।

'শান্তি রক্ষা করাই আমার কাজ, ভাঙা নয়,' বলে সঙ্গীদের দিকে চাইল। 'যে ছেলের বাপ খুন হয়েছে তার পক্ষে খুনীর শাস্তি হোক, এটা চাওয়াই তো স্বাভাবিক—তাই না?'

'আমিও তাই চাই—আর তাকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটাও আমার জানা আছে। তুমিও জানো, কিন্তু তাকে বাঁচানর চেষ্টা-তেই আর একজনের ওপর দোষ চাপাতে চাইছ। যাও, তোমার খুনী কর্তাকে গিয়ে জানাও শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অনেক চেষ্টা করেও বিফল হয়েছ।'

আবার মুখ খুলল এরফান। 'ওদের রাইফেল আর পিস্তলগুলো এইখানেই থাকবে। এখানে অনেক কাভার রয়েছে—কাছে অস্ত্র থাকলে মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলতে পারে।'

এরফানের তাক করা পিস্তলের মুখে সবাই অস্ত্র ফেলে রেখেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো।

যাবার আগে শেরিফ বলল, 'রেইনবোতে গিয়ে আমি এটা

রিপোর্ট করব।'

'নিশ্চয়। ওদের জানিও কিভাবে একটা লোক তোমাদের চার-জনকে নিরস্ত্র করেছে,' বলে উঠল ল্যারি। 'খবরটা শহরে চমৎকার হাসির খোরাক জোগাবে।'

ওরা অদৃশ্য হবার পর ল্যারির রাগ কেটে গেল—কেবল একটা ভোঁতা বেদনার অনুভূতি রইল। ধরা গলায় বলল, তুমি পিছিয়ে যাবে না তো?'

'না। ওই নকল শেরিফ আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। চলো, যাওয়া যাক।'

মৃতদেহটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দড়ি দিয়ে বাঁধার অপ্রিয় কাজটা নীরবেই সারল ওরা। হঠাৎ এরফান প্রশ্ন করল, 'তুমি বলছিলে খুনী কি চায় তোমার জানা আছে। সে কি তা পেয়েছে?'

'জানি না। বাবার ওটা সাথে রাখার সম্ভাবনা কম। কোনো ট্র্যাক দেখতে পেলে তুমি?'

'শুধু ওটা।' দেহটা যেখানে পড়েছিল তার সাথে লম্বভাবে একটা পথ দেখাল। ওখানকার বালু সম্প্রতি ওলট পালট হয়েছে। ওই পথে এগোল ওরা। গাছের একটা ডাল কেউ ভেঙে নেয়ায় জায়গাটা সাদা দেখাচ্ছে। আর একটু আগে বেড়ে ডালটা দেখতে পেল—পাতা বালু মাখা।

'ট্রেইল মুছে ফেলার কাজে ডালটা ব্যবহার করা হয়েছে,' মন্তব্য করে ডালটা ভালো করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল এরফান। 'লোকটা এদিক দিয়ে পিছিয়ে ওদিকে গেছে। আমি দেখছি, ওকে ট্রেস করা যায় কি না। তুমি ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো।'

ট্র্যাক অনুসরণ করে ঝোপের ভিতর দিয়ে ছ'শো গজ এগিয়ে গেল

এরফান। একটা জায়গায় পায়ের চাপে ঘাসগুলো যেন একটু বেশি দুমড়েছে। ওখান থেকে মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'গাছ কাটার মতোই সহজ,' আপন মনে বলল এরফান। চক-চকে হলুদ একটা জিনিস ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল—খালি কার্তুজ। পয়েন্ট থ্রি, এইট গুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না।

অদূরে খানিকটা আধপোড়া তামাক পড়ে আছে। ওত পেতে খুনী পাইপ টেনেছে। আর কিছু নেই। কাছেই একটা ঝোপের তলায় খুরের দাগ ফুটে আছে। কিছুটা বাকল খাওয়া হয়েছে। গাছের সাথে ধূসর রঙের কিছু ঘোড়ার লোমও লেগে আছে। খুরের ছাপ কিছুদূর গিয়ে মেইন ট্রেইলের সাথে মিশেছে—ওখানে অনেক ছাপের মধ্যে আলাদা করে কোনোটা চেনা অসম্ভব। ফিরে দেখল, ল্যারি অপেক্ষা করছে।

'কিছু পেলে?' প্রশ্ন করল সে।

'এমন কিছু না,' স্বীকার করল এরফান। তারপর কি কি দেখেছে জানাল।

'ক্রনো বয়েড পাইপ খায়।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। ওখান থেকে র‍্যাঞ্চ-হাউস পাঁচ মাইলের পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক পাল গরুর দেখা পেল। মনের আনন্দে রোদে পোড়া ছোটছোট ঘাস খাচ্ছে। এরপরেই র‍্যাঞ্চ-হাউ-সের দেখা মিলল।

একতালা মজবুত কাঠের বাড়ি। কাঠের ওপর মাটি লেপা হয়েছে। একটা ঢালের মাথায় তৈরি করা হয়েছে ওটা। ওখান থেকে চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। একটু দূরে আলাদা বাঙ্ক-

হাউস আর খোঁয়াড়। ঢালের নিচে দুই সারি কটনউড আর উইলো দেখে বোঝা যাচ্ছে ওখান দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই একজন বেঁটে লোক বেরিয়ে এলো। টাট্টু ঘোড়া আর তার পিঠের বোঝাটাকে চিনতে পেরে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো।

'হায় ঈশ্বর! কি হয়েছে?' জানতে চাইল সে।

অবসন্নভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ল্যারি। 'ওরা বাবাকে মেরে ফেলেছে, মার্ভিন। একটু পরে সব বলছি—আগে বাবাকে ভিতরে নিয়ে যাই।'

শেষবারের মতো বুড়ো র‍্যাঞ্চার তার ঘরে ফিরল। ছিপছিপে সতেরো বছর বয়সের একটা ছেলেকে দোরগোড়ায় দেখা গেল। পিছনে সরে দরজা ছেড়ে দিলো সে—তারপর ঘুরে দাঁড়াল। কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলেছে—কান্নার দমকে কাঁধ দুটো আপনা-আপনি ঝাঁকি খাচ্ছে।

'আমাদের সবাইকে এক সময়ে যেতে হবে,' সান্ত্বনা দিলো এরফান।

'আমাকে খুব ভালোবাসতো,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিলো ছেলেটা। 'কোনো সুযোগই পায়নি—নির্দয়ভাবে খুন করা হয়েছে। আমার যদি শক্তি থাকত, ওই খুনীর কলজে ছিঁড়ে ফেলতাম।'

কয়েক মুহূর্ত পরে মার্ভিন আবার ফিরে এলো। 'ল্যারি এখনই আসছে। তোমার সম্পর্কে আমাকে বলেছে সে। তুমি এখানে সব সময়ে সাদর অভ্যর্থনা পাবে। এই সঙ্কটের সময় তোমাকে আমাদের আরও বেশি দরকার। ঘোড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে করতেই খাবার তৈরি হয়ে যাবে। রান্নায় আমাদের রাঁধুনীর হাত ভালো।'

খোঁয়াড় থেকে জিন, রাইফেল আর কম্বল নিয়ে ফেরার সময় বেঁটে মানুষটা আবার মুখ খুলল। 'ল্যারির জন্যে আঘাতটা একটু বেশি হয়ে গেল। বাপকে সে খুব ভালোবাসতো। এমন কিছু ঘটতে পারে ভয় করছিল বলেই বেণ্ডে গিয়েছিল সে। বলেছিল, "মার্ভিন, ওই পাজি লোকগুলোকে শায়েস্তা করার জন্যে আমি বেণ্ড থেকে একজন শক্ত লোক নিয়ে আসব।'" এরফানের সুগঠিত দেহের দিকে আড়-চোখে একবার চেয়ে সে আবার বলল, 'আমার মনে হয় ভাগ্যগুণে যোগ্য লোকই পেয়েছে ল্যারি।'

'তোমাদের কাজের লোক কজন?'

'বাঙ্ক-হাউসে আমরা আটজন। আমি এই র‍্যাঞ্চের আদিলোক—বিশ বছর হলো আছি।'

'তুমিই তাহলে ফোরম্যান ?'

'ওরকম আমাদের কেউ ছিল না—বুড়ো ডাউটি নিজেই র‍্যাঞ্চ দেখত। তবে বলতে পারো আমি ফাও কর্তা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন—'

'শোনো, মিস্টার—'

'আমাকে এরফান বলে ডাকতে পারো।'

'ধন্যবাদ। আসল কথা হচ্ছে এইরকম একটা কাইট চালাতে হলে অভিজ্ঞ লোকের দরকার। ল্যারির তা মোটেও নেই—আর আমার অতিরিক্ত। বয়স হলে মানুষ একটু থিতিয়ে পড়ে।' কুঁচকানো মুখের ওপর একটা মুচকি হাসি দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। 'এক সময় আমি নিজে একটা র‍্যাঞ্চ করার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু এখন আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—ফাও কর্তা থাকতে পারলেই খুশি।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। ওই সহজ সরল উক্তির মধ্যে যে কত ব্যথা লুকিয়ে আছে তা সে আন্দাজ করতে পারছে।

ডাবল বারের বসার ঘরটা বেশ বড়, কিন্তু একটু যেন অগোছাল জিন, রাইফেল, পিস্তল আর র‍্যাঞ্চের অন্যান্য সরঞ্জামে প্রায় ঠাসা। এরফানের চিন্তার গতি বুঝেই যেন মার্ভিন বলল, 'বউ মরার পর ডাউটি সিনিয়র কিছুতেই আর একটা মেয়ে আনতে রাজি হয়নি। রাঁধুনীই ঘরদোর গোছানর কাজ দেখে—কিন্তু মনে হয় সংসার গুছিয়ে রাখার ন্যাক ওর নেই।'

খেতে বসে মার্ভিনকে জিজ্ঞেস করল ল্যারি, 'বাবা ওই ট্রেইলে কি জন্যে গেছিল ?'

'তোমার জন্যে,' জবাব দিলো সে। 'তুমি বাড়ি ছেড়ে বেরো-

বার কিছুক্ষণ পরই একজন অপরিচিত লোক খবর নিয়ে এলো। তুমিই নাকি বাবাকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলেছ।'

'আমি কাউকে পাঠাইনি। বেস্তের আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছানোর আগে পথে কারও সাথে আমার দেখাও হয়নি। কেউ ফাঁদ পেতেছিল।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই ল্যারির ভুরু কুঁচকে গেল। 'আমার যাওয়ার কথা বাইরের লোক কেউ জানতো না—আজই সকালে আমি যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

'হয় ওরা তোমার ওপর নজর রেখেছিল, কিংবা খবরটা কেউ পাচার করেছে,' মন্তব্য করল এরফান। 'এখানকার লোকজন কি সবাই বিশ্বাসী ?'

'একজন কেবল মাসতিনেক হলো এসেছে—বাকি সবাই পুরোনো। নতুন লোক সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না—বাবা সবাইকে বিশ্বাস করত।'

'কাজ ভালোই জানে ব্রিস—খাটেও প্রচুর,' জানাল মার্ভিন।

'লোকটা যদি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে তাহলে থাকতে চাইবে। ছেলেটা কে ?'

'বছর খানেক আগে বাবা ওকে বেস্ত থেকে নিয়ে এসেছিল। মালগাড়িতে চুরি করে লিফট নিতে গিয়ে বেশি পশ্চিমে এসে খাবার অভাবে ওর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল—বাবার আদর যত্নে এখন তবু কিছুটা ভালো। ছেলেটা নিজের নাম বলেনি, কিন্তু প্রায়ই নিউ ইয়র্কের গল্প করে বলে সবাই ওকে 'ইয়র্কি বলে ডাকে।'

'কিন্তু এসব কথায় আমাদের কাজ এগোচ্ছে না। মার্ভিন, আমি এরফানকে আমাদের ফোরম্যান করতে চাই—তুমি কি বলো ?'

'তুমি যা বলো সেটাই হবে, ল্যারি,' সহজ স্বরে জবাব দিলো;

সে।

মাথা নাড়ল এরফান। 'ওতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। মার্ভিন এই র‍্যাঞ্চের আনাচে-কানাচে সব কিছুই চেনে ; সহকর্মীদেরও কে কেমন ওর জানা আছে—ওরই ফোরম্যান থাকা উচিত। র‍্যাঞ্চের কাজে না জড়িয়ে আমি ফ্রি থাকলেই বেশি কাজ হবে। চোখ-কান খোলা রেখে ঘুরে ঘুরে এলাকাটাও চিনতে পারব, আর গোপনে খবর আনারও সুযোগ পাব।'

প্রস্তাব শুনে মার্ভিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু ল্যারি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। 'কাজটা আসলে মার্ভিনেরই প্রাপ্য, কিন্তু তাহলে তোমাকে কি অফার করব? তোমার অসম্মান হবে যে!'

'আরে না,' হেসে জবাব দিলো এরফান। 'কাজ দিয়ে মানুষের বিচার হয় — পদমর্যাদায় নয়।'

'বাঙ্ক হাউসে না থেকে বাড়ির ভিতর থাকলে এরফানের যাওয়া-আসা সবার চোখে পড়বে না,' পরামর্শ দিলো মার্ভিন।

প্রস্তাব শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠল ল্যারি। 'তুমি এখানে থাকলে আমি খুব খুশি হবো, এরফান! কেউ না থাকলে বাড়িটা আমার কাছে খুব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে।' হাত দিয়ে ঢেকে ভিজে ওঠা চোখ লুকাবার চেষ্টা করল ল্যারি। তারপর সামলে নিয়ে মার্ভিনের দিকে ফিরে বলল, 'যাও, তোমার ফোরম্যান হবার সুখবরটা আর সবাইকে জানিয়ে দাও।'

মার্ভিন বেরিয়ে যাবার পর চোখ তুলে ল্যারির দিকে চাইল এরফান। মাত্র কয়েক ঘণ্টা ব্যবধানে ওর জীবনটাই ওলট-পালট হয়ে গেল। 'মার্ভিনকে ফোরম্যান করে তুমি ভুল করোনি—লোকটা ভালো।'

'জানি। বাবারও প্রিয়পাত্র ছিলো সে,' বলল ল্যারি। 'এরফান, বেতে তোমাকে আমি যা বলেছিলাম এখন আর পরিস্থিতি তেমন নেই—জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাইলে তুমি এখনও সরে দাঁড়াতে পারো।'

'অপ্রস্তুত হবার কারণ নেই—আমি যখন কিছু আরম্ভ করি তখন সেটার শেষ দেখে ছাড়ি,' জবাব দিলো এরফান। 'মনে রেখো, সব চেয়ে কালো মেঘের পিছনেও আলো থাকে।'

সকালের নাস্তা শেষ হওয়ার পরপরই ইয়কি জানাল শহর থেকে একজন এসেছে, দেখা করতে চায়। ল্যারির সাথে বেরিয়ে এলো এরফান। লোকটা হিক্স্।

'সুপ্রভাত,' যতটা সম্ভব নরম সুরে বলার চেষ্টা করল হিক্স্। 'গতকালের ঘটনা নিয়ে শেরিফ একটা এনকোয়ারির ব্যবস্থা করেছে। সভির দোকানে বসবে। শেরিফ আশা করছে হয়ত তুমি ওকে সাথে নিয়েই—'

'তুমি শেরিফকে বলো—' কিন্তু বাকিটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না সে।

লোকটা চলে যাবার পর এরফান বলল, 'এখনই সবাইকে চটান ঠিক হবে না।'

'কিন্তু ওখানে আমরা কোনো বিচার পাব না,' বলল ল্যারি।

'কিন্তু কিছুদিনের জন্যে হলেও ওদের সাথে ওদের নিয়মেই খেলতে হবে। সবাই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে অসুবিধা আছে। তাছাড়া কবর দেয়ার জন্যে আমাদের ওখানে যেতেই হবে।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা কাউল কিছু চেষ্টা করতে পারে?'

'মনে হয় না। হয়ত মৃত মানুষের সম্মানে ওরা কিছু করবে না।'

পাঁচজন সশস্ত্র গার্ডসহ ঘোড়ার গাড়িটা মৃতদেহ নিয়ে রেইনবো শহরে পৌঁছল দেখে সবার মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো।

'কালো চুলের লোকটা কে?' প্রশ্ন করল একজন। কফিনটা সে-ই তৈরি করেছে বলে তারও সব জানার দাবি রয়েছে।

'ও-ই প্রথম ডাউটিকে দেখতে পায়—চ্যাপম্যান ওকেই হত্যার জন্য দায়ী করেছিল।' শহরে ফিরে শেরিফের সাথের লোকজন মুখ খুলেছে। 'ওই লোক ডাবল বারে যোগ দিলে বুড়ো ডাউটিকে মেরে-ও কোনো লাভ হবে না।'

'তোমার সাথে ল্যাডার ফাইভের ব্যবসা আছে না? এমন কথা বললে তোমার আয়ু কমে যাবে যে।'

'ব্যবসা আছে বটে, কিন্তু তাই বলে ওদের আমি পছন্দ করি না,' বলল দোকানি। 'বয়েডদের কথায় উঠ-বস করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

কথাটা খারাপ বলোনি। দাঙ্গাবাজ এলাকায় আমাকে একটা কফিন সব সময়েই তৈরি রাখতে হয়—কিন্তু কফিনে ডাউটি করে না গিয়ে আর কেউ গেলে সুখী হতাম। বুড়ো ডাউটি লোকটা ভালো ছিল।'

ছোট্ট শহর রেইনবো। দেখতেও সুন্দর নয়। বাড়িগুলো এলো-মেলোভাবে ছড়ান। একটা ব্যাংক, দোকান, হোটেল আর দুটো বার রয়েছে। ডাবল বার আর ল্যাডার ফাইভের তাগিদেই শহরটা গড়ে উঠেছে। যথেষ্ট পানি আছে বলে গরুর পাল বেচে ট্রেনে তুলতে নিয়ে যাওয়ার পথে সাধারণত রেইনবোতে থামে।

'পারলার' আর 'সভিস' হচ্ছে দুটো জনপ্রিয় সেলুন। একবার

একজন মন্তব্য করেছিল রেইনবো থেকে সেলুনগুলো তুলে দিলে রেইনবো আর রেইনবো থাকবে না। সভিস সেলুনেই জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছে। মৃতদেহটাকে কম্বলে ঢেকে বারের সামনে পরিষ্কার করা জায়গায় রাখা হলো। জনা ছয়েক লোকের সাথে বসে আছে শেরিফ। ডাবল বারের লোকজনকে ঢুকতে দেখে ওর চোখ দুটো আরও ছোট আর হিংস্র হয়ে উঠল।

'এত লোকজন নিয়ে আসার কি দরকার ছিল?' বিরক্তি প্রকাশ করল শেরিফ।

'এখানে উপস্থিত থাকায় তোমার যতটা অধিকার আছে ওদেরও ততটাই আছে,' জবাব দিলো ল্যারি।

'ঠিক আছে, দেরি করে লাভ নেই, কাজ আরম্ভ করা যাক।'

'এসব এনকোয়ারির কোন দরকার ছিল না। তুমিও একে খুন ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না।'

'জুরি ওই ব্যাপারে রায় দেবে। আমি নিজেই জুরি বাছাই করেছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—যারা বাবাকে পছন্দ করত না তাদের-কেই বাছাই করা হয়েছে।'

'পছন্দ করে এমন ছয়জন পাওয়াও মুশকিল,' ফোড়ন কাটল শেরিফ।

'মিথ্যে কথা!' খেপে উঠল ল্যারি।

কেউ কোনো জবাব দেয়ার আগেই মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসা লোকটা উঠে দাঁড়াল। ওর পরনের কোটটা এক সময়ে কালো ছিল। শার্টটা ময়লা। ট্রাউজার্সের পায়া দুটো অগোছালভাবে বুটের ভিতর গোঁজা। চেহারা দেখে বোঝা যায় লোকটা বুদ্ধিমান।

কিন্তু চোখ-মুখের চেহারা আর লম্বা এলোমেলো চুল দেখে আন্দাজ করার উপায় নেই ওর বয়স মাত্র তিরিশ। রক্ত রাঙা চোখে শেরিফের দিকে চাইল সে।

'এসব প্যাচাল শোনার জন্যে কি বোতলের কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে আমাকে?' হেঁড়ে অথচ মার্জিত গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'তবে তুমি যদি মারপিট করে আমাকে একটা পেশেন্ট দিতে পারো, সেটা ভিন্ন কথা। তাতে আমার আপত্তি নেই।'

মারপিট করার ইচ্ছা শেরিফের নেই। বরং সময়মতো বাধা পাওয়ায় সে বেঁচে গেল।

'ম্যালাচি, তোমার রিপোর্টটাই আমি সবার আগে নেব।'

'তোমার কাছে ডক্টর ম্যালাচি,' শুধরে দিল সে। 'কি জানতে চাও? লোকটা মারা গেছে—প্রায় পনের ঘণ্টা আগে মরেছে। পিছন থেকে লুকিয়ে গুলি করা হয়েছে সন্দেহ নেই। বুলেটটা এখানে রয়েছে, তবে ওটা দেখে বিশেষ কিছু বোঝার উপায় নেই। শিরদাঁড়ার সাথে বাড়ি খেয়ে বিকৃত হয়ে গেছে।' সীসার টুকরোটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলল ম্যালাচি। লম্বা আঙুলগুলো একটা ময়লা রুমালে মুছে আবার বলল, আমার ফি পাঁচ ডলার। ক্যাশ।'

ডাক্তারের দিকে বিস্ফারিত চোখে কতক্ষণ চেয়ে থেকে শেরিফ বলল, আমরা আগে জানতাম না এমন কিছুই তো তুমি আমাদের বলনি।' 'আপত্তি জানাল সে, 'শুধু ওই গুলিটা বের করার জন্যেই পাঁচ ডলার?'

'দাঁত ওঠান বা গুলি বের করার জন্যে ওটাই আমার চার্জ।' শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল ম্যালাচি। 'মনে রেখ, তোমার কোনো অসুখ হলে ব্যস্ততার দরুন তোমাকে দেখতে যাওয়ার সময় আমি হয়ত পাব না।'

কতক্ষণ কটমট করে চেয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত শেরিফকে নতি স্বীকার করতে হলো। উপস্থিত সবাই ব্যাপারটা উপভোগ করছে। ডাক্তারের কিছু বদঅভ্যাস থাকলেও জিভে খুব ধার। তাছাড়া লোকটা উচ্চশিক্ষিত। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ডাক্তার বলতে ওই একজনই। শেরিফের হাত থেকে বাড়িয়ে দেয়া টাকাটা নিয়ে সোজা বারে গিয়ে দাঁড়াল ডাক্তার। ওর আর এই কেসে কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

'ডাক্তারের কথা অনুযায়ী এতে কিছুই বোঝা গেল না,' বলল শেরিফ। ওর গলার স্বরে স্বস্তি স্পষ্ট টের পেল এরফান।

'আমি বলেছি বেশি কিছু জানা যাবে না,' বার থেকে ম্যালাচি বলে উঠল। 'ওটা ওজন করে দেখ, বোকা পাঁঠা।'

বিনাবাক্যব্যয়ে শেরিফকে কথাটা মানতে হলো। অনেকগুলোর সাথে মেপে কেবল একটার সাথেই ওজন মিলল।

'থারটি এইট গুলি,' টেস্টের পর ঘোষণা করল হিক্স্। 'এতে খুব একটা লাভ হলো না। যদি না—'এরফানের দিকে ফিরল সে। 'তুমি কত নম্বর গুলি ব্যবহার করো?'

'ফোরটি ফোর,' জবাব দিল এরফান।

'গুলি নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা করে লাভ নেই। থারটি এইট এমন কিছু বিরল জিনিস নয়,' বিরক্ত হয়ে বলে উঠল শেরিফ। 'আমরা জানতে চাই ওই লোক মৃতদেহটা কিভাবে আবিষ্কার করল।'

'স্যান্ডি বেণ্ডে ল্যারির সাথে আমার দেখা হয়। ওকে বলেছি-

লাম আমার একটা কাজ দরকার। আমাকে ডাবল বারে যেতে বলেছিল ও। পথে গুলির শব্দ পেলাম। মৃত লোকটাকে পরীক্ষা করছিলাম—এই সময়ে শেরিফ এখানে হাজির হলো। তারপর—'

'পরের ঘটনা আমার জানা আছে,' খেঁকিয়ে উঠল চ্যাপম্যান।

'একজন খুন হলো, আর একজনকে ঘটনাস্থলে হাজির থাকতে দেখা গেল। এর চেয়ে বেশি আর কি প্রমাণ দরকার? ওকে ফাঁসিতে লটকাওনি কেন, চ্যাপম্যান?' বার থেকে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য এলো।

না ভেবেই আধসত্য একটা জবাব দিল শেরিফ। 'মত পালটেছি আমি।'

'তোমাকে দোষ দেয়া যায় না,' ডাক্তার আবার বলল। 'তোমার জায়গায় থাকলে আমিও তাই করতাম।' লোকজনের হাসির রোল উঠল। লোকটা বলে চলল, 'তোমার মত পাল্টানোর কারণটা জুরিকে জানাচ্ছ না কেন?'

'জুরির যতটুকু জানা দরকার তারা জানে,' উত্যক্ত হয়ে জবাব দিল শেরিফ।

'সিদ্ধান্ত কি নিতে হবে তাও জানে আশা করি? তাহলে আর এই এনকোয়ারির দরকার কি? তুমি আসলেই একটা হাঁদা, চ্যাপ।'

লাল হয়ে উঠল শেরিফের মুখ। 'তোমার সাহায্য দরকার হলে খবর দেবো। এবার—'

'তোমার জন্যে আমার কনসালটেশন ফি দশ ডলার—অগ্রিম,' বলে চুপ করল ডাক্তার।

'ন্যায় বিচারে তুমি বাধা সৃষ্টি করছ।'

'ন্যায় বিচার? ওটার বানানই তুমি করতে পারবে না—বিচার

করবে কি?' হেসে শেরিফের দিকে পিছন ফিরে আর এক গ্লাস মদ ঢালল ম্যালাচি।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শেরিফ। ওই লোকের সাথে কথায় পেরে ওঠা তার কর্ম নয়। নিজের আত্মসম্মান ফিরে পাবার আশায় কটমট করে সবার দিকে চাইল সে।

'তোমার কিছু বক্তব্য আছে, ল্যারি?'

'প্রচুর,' জবাব দিলো যুবক। তারপর ওর বাবার কাছে মিথ্যে খবর আসার কথা জানাল। 'ওইখবর আমি পাঠাইনি। ফাঁদ পাতা হয়েছিল—এর পিছনে কে আছে সেটাও অনুমান করা সহজ।'

'অনুমানে আমাদের কাজ চলবে না। আইনে প্রমাণ দরকার।'

'এখানকার আইন মানেই তো গ্যাঁট হয়ে বসে বসে মাছি মারা,' খেপে উঠল ল্যারি। এটাই প্রথম নয়, এর আগেও এমন ঘটনা আরও ঘটেছে। তোমার সাহায্য আর আমি চাইছি না, শেরিফ—ডাবল বার নিজেই এসব সামলাবার ক্ষমতা রাখে।'

মুখ বাঁকাল চ্যাপম্যান। তারপর হাড্ডিসার একজন কাউবয়কে এগোতে দেখে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপার কি, লাম্পি?'

'গতকাল বিকেলে ল্যাডার ফাইভের প্রতিটা লোক ঘটনাস্থল থেকে দশ মাইল দূরে কাজে ব্যস্ত ছিল। এর সাক্ষী আমি।'

'এর কোনো প্রমাণ নেই,' ডাবল বারের একজন বলে উঠল।

অস্ফুট স্বরে গাল দিলো শেরিফ। 'এভাবে ঝগড়া করলে কোনোকিছুরই সমাধান হবে না।' পিছনে জুরির দিকে একবার চাইল চ্যাপম্যান, তারপর বলল, 'জুরির মতে মৃত লোকটা গুলি খেয়েই মারা পড়েছে, তবে কাজটা কে করেছে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।'

'প্রমাণ থাকলেও কিছুই করা হতো না,' বাঁকা মন্তব্য করল ম্যালাচি।

'ল্যাডার ফাইভের পক্ষ নিয়ে কে কথা বলল?' জানতে চাইল এরফান।

'লোকটা ওদের ফোরম্যান—হাড় বজ্জাত,' বলল ল্যারি। 'ইচ্ছা করেই ওকে পাঠানো হয়েছিল। শেরিফ ওর হাতের পুতুল।'

ছয়

বিকেল বেলা শহর থেকে আধ মাইল দূরে কবরখানায় কফিনের সংখ্যা একটা বাড়ল। জায়গাটা সুন্দর। মালভূমির মতো উঁচু—ছোটছোট ঘাস আর রঙ-বেরঙের বুনো ফুল ফুটে রয়েছে। রেইনবোতে ধর্মযাজক নেই, তাই কোনো অনুষ্ঠান হলো না। উপস্থিত লোকজন হ্যাটহাতে নীরবে দাঁড়িয়ে কবর দেয়া দেখল। সজল চোখে হ্যাটের কোনা খামচে ধরে প্রতিজ্ঞা করল ল্যারি।

'ওরা আমাদের হারাতে পারবে না, ড্যাড,' বিড়বিড় করে বলে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

খালি ঘোড়ার গাড়ি আর কঠিন চেহারার আরোহীরা শহরে ফেরার পথ ধরল। ঘোড়ার গতি কমিয়ে ল্যারির পাশে চলে এলো

লালচে গালের একটা লোক।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, বাছা। তুমি যখন ছোট্টটি সেই তখন থেকেই তোমার বাবাকে চিনতাম। খুব ভালো লোক ছিল—বাইরে থেকে কঠিন কিন্তু ভিতরটা আসলে ছিল নরম। তোমার মাকে হারিয়ে সে ভীষণ চোট পেয়েছিল। হয়ত এখন তারা আবার পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছে।' অল্পক্ষণ নীরব থেকে সে আবার বলল, 'কখনও কোনো ব্যাপারে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে সোজা আমার কাছে চলে এসো।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার উইলমো, আপনার স্নেহের কথা আমি ভুলব না,' জবাব দিলো ল্যারি। 'বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য আমার দরকার পড়বে।'

'তোমার নতুন লোকটাকে শক্ত-সমর্থ বলেই মনে হয়—ওকে কতটা চেনো?'

'ওর ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না: চান্স নিয়েছি।'

'মাঝে মাঝে তারও দরকার আছে,' স্বীকার করল উইলমো। বাকবোর্ডের ওপাশে এরফানের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার বলল, 'ওর ব্যাপারে আমি হলেও তাই করতাম।'

রেইনবোতে পৌঁছে পারলার সেলুনের কাছে ঘোড়া থামাল উইলমো। সে ই সেলুনের মালিক। সবাইকে ভিতরে আমন্ত্রণ জানাল ও।

'এখন মদ খেতে ইচ্ছা করছে না,' আপত্তি জানাল ল্যারি।

'আরে এসো, মন খারাপ করে থাকলেও সে আর ফিরে আসবে না। তাছাড়া তোমার সাথে কিছু কথাও আছে।'

পারলার দেখতে অনেকটা সডিসের মতোই, তবে আকারে

কিছুটা ছোট। চকচকে পালিশ করা লম্বা একটা বার—মালিকের গর্বের জিনিস ওটা। সামনে টেবিল চেয়ার, একটা রুলেট টেবিলও আছে। ডানদিকে আরো কয়েক রকম জুয়া খেলার ব্যবস্থা আছে। বাম দিকে নাচের জায়গা। নগ্ন কাঠের দেয়াল ঢাকার জন্যে উজ্জ্বল রঙের নাভাজো কম্বল ব্যবহার করা হয়েছে।

'আজকের ড্রিঙ্ক সব আমি খাওয়াচ্ছি,' ডাবল বারের কাউহ্যাণ্ডদের জানাল উইলমো। ওদের সবাইকে সেলুনের মালিক চেনে। নতুন লোকটার সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিলো ল্যারি।

'পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।' হাসলো উইলমো। 'আমি এই সেলুনের মালিক, কিন্তু ডাবল বারের লোকজনের হাবভাব দেখে মনে হয় এটা ওদেরই।'

'ওরা যদি গোলমাল করে—'

মাঝপথে ল্যারিকে থামিয়ে দিলো উইলমো। 'আরে না, আমি ঠাট্টা করছিলাম। ওরা সবাই চমৎকার মানুষ। এক-আধটু দস্যিপনা না করলে আবার কাউবয় কিসের? কি, ঠিক বলিনি, এরফান?'

'নিশ্চয়,' সায় দিলো সে।

'চলো, আমরা ড্রিঙ্ক নিয়ে ওদিকে গিয়ে বসি।' হাতের ইশারায় একটা খালি টেবিল দেখাল বিল উইলমো। 'আমরা কি আলাপ করি তা সবাইকে জানিয়ে লাভ নেই।' সবাই বসার পর আবার মুখ খুলল বিল। 'ল্যারি, তোমাকে একটা ফ্র্যাঙ্ক প্রশ্ন করব আমি—জবাবও সোজা-সাপ্টা চাই। আজকে ল্যাডার ফাইভের বিরুদ্ধে সত্যিই সেলুনে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা করলে—তুমি কি সিরিয়াস?'

'যা বলেছি তার প্রতিটা অক্ষর সত্যি,' উত্তেজিত স্বরে জবাব দিলো ল্যারি। 'ওরা ডাবল বারকে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

আমাদের কয়েকজন কাউহ্যাণ্ডকে ওরা গুলি করেছে—এবার আমার বাবাকেও খুন করেছে। হয়ত পরবর্তীতে আমার ওপর হামলা আসবে। ওদের ছাড়ব না আমি।'

'ভালো,' বলল বিল। 'আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি করব।'

'ধন্যবাদ, বিল। ওরা আগে থেকেই অ্যালিবাই ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু মিথ্যাবাদী লাম্পিকে পাঠিয়ে সব চেয়ে বড় ভুল করেছে।'

'আমি কিন্তু অতটা শিওর হতে পারছি না,' মন্তব্য করল বিল। 'বয়েডরা একটু রগচটা হলেও অ্যামবুশ করাটা ওদের স্টাইল নয়।'

'কথাটা আমিও মানি, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ পুবের লোক ওই ডাচ উইলিয়ামের কথামতই ল্যাডার ফাইভ চলছে। আমার বিশ্বাস ক্রনো বয়েডকে সে প্যাঁচের মধ্যে ফেলে যেভাবে খুশি চালাচ্ছে।'

'পুবের লোক র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে?' অবাক হলো এরফান।

'ঠিক তা নয়, ক্রনো বয়েডই র‍্যাঞ্চ চালায়। কিন্তু ওই লোকটা বয়েডকে চালায়।'

'কতদিন হলো আছে?'

'তা প্রায় এক বছর। ওই যে লোকটা এদিকেই আসছে।'

বিশাল আকৃতির মানুষ ডাচ উইলিয়াম। নিজের সম্পর্কেও তার খুব উঁচু ধারণা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা; চোখ দুটো নীল। চকচকে পালিশ করা একজোড়া রাইডিং বুটের ভিতর ট্রাউজার্স পরিপাটি করে ভাঁজ করে ঢোকান। পরনে একটা সিল্কের শার্ট; গলায় যত্নের সাথে অগোছাল করে বাঁধা একটা রুমাল। লোকটা যেকোনো পরিবেশেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সবাইকে অবাক করে ওদের দিকে এগিয়ে এলো ডাচ।

'তোমার সাথে দেখা করতেই আমি এসেছি, ল্যারি,' শুরু করল সে। 'আমি খুবই দুঃখিত, বেণ্ড থেকে ফিরে মাত্র দুঘণ্টা আগে খবরটা পেলাম।'

হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে বাড়ান হাতটাকে উপেক্ষা করল ল্যারি। 'ও, তুমি তাহলে বেণ্ডে ছিলে, অ্যাঁ?'

ভুরু উঁচাল ডাচ। 'নিশ্চয়; গতকাল ভোরে আমি বেণ্ডে যাই। ওয়াশআউটে একটা কাজ ছিল, রাতটা ওখানেই কাটে।'

'যাবার আগে লোকজনকে ঠিকমতো নির্দেশ দিয়ে গেছিলে তো?'

'এসব কি বলছ তুমি?'

'তুমি বলছ বাবা খুন হওয়ার সময়ে তুমি ওয়াশআউটে ছিলে। লাম্পি বলল ল্যাডার ফাইভের কাউহ্যাণ্ডরা সবাই দশ মাইল দূরে কাজে ব্যস্ত ছিলো। ধরে নিচ্ছি ক্রনো বয়েডও এতক্ষণে সুবিধামতো একটা গল্প বানিয়ে ফেলেছে।'

'তুমি কি ইঙ্গিত—?'

'ইঙ্গিত নয়—যা ঘটেছে তারই বর্ণনা দিচ্ছি।'

ডাচের চোখ দুটো ভীষণ হয়ে উঠল, তবু রাগ সামলে রাখল। 'শোনো, ল্যারি, প্রচণ্ড আঘাতে তোমার মাথার ঠিক নেই, আবোল-তাবোল বকছ। তোমার দুঃসময়ে দুঃখ প্রকাশ করার জন্যেই কেবল এখানে এসেছি আমি। তাছাড়া আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি কি না সে বিষয়েও কথা বলা দরকার। যতটা পানি প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি তোমাদের আছে। আমাদের কাছে এক চিলতে জমি বিক্রি করলে আমরাও নদীটা ব্যবহার করতে পেরে বেঁচে যাই। ভালো দাম দেবো।'

'কবে থেকে তুমি ল্যাডার ফাইভের মালিক হলে?'

একটু লাল হলো ডাচ। মালিক নই, আমি ক্রনোর তরফ থেকে এসেছি। তুমি কি বলো?'

'আমার একটা কথাই বলার আছে: যে কুত্তা আমার বাবাকে খুন করেছে তাকে আমার সামনে হাজির করো—কথা হবে।'

অস্থিরভাবে হাত নাড়ল ডাচ উইলিয়াম। 'তুমি আমাকে অসম্ভব-কে সম্ভব করতে বলছ। তোমার বাবার অনেক শত্রু ছিল, সন্দেহ নেই; এমন গোঁয়ার গোবিন্দ—'থামলো সে। শাসানোর ভঙ্গিতে কোমরে হাত রেখেছে ল্যারি। 'আমার কোমরে পিস্তল নেই,' তাড়াতাড়ি বলল ডাচ।

'সেটা দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু সাবধান, ফের যদি তুমি আমার বাবার নামে কালি মাখাবার চেষ্টা করো তাহলে ওই অজুহাতে আর রেহাই পাবে না—চাবুকে তোমাকে সিধে করব।'

এই প্রচণ্ড অপমানেও অন্যজন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল না। বিল উইলমোর কাছে সে আপীল করল।

'তুমি সাক্ষী, আমি শান্তির কথা বলতেই এসেছিলাম। কিন্তু এই মাথা-গরম ছেলেটা দাঙ্গা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তাই যদি চায় ও—আমরা মারপিটই করব।'

'অর্থাৎ চোরা-গোপ্তা আঘাত হানবে আবার,' খোঁচা দিলো ল্যারি।

'অর্থাৎ ডাবল বারকে একেবারে শেষ করে দেবো,' পাল্টা জবাব দিলো ডাচ।

লোকটা বেরিয়ে যাবার সময় পিছন থেকে তরুণ র‍্যাঞ্চার চিৎকার করে বলল, 'এরপর থেকে কোমরে পিস্তল ঝুলিও; ওটার দরকার

পড়বে।' ধপ করে বসে পড়ে সে আবার বলল, 'এখন বাতাস কিছুটা হাল্কা হলো।'

মাথা নাড়ল বিল। 'লোকটা খুব চালাক। সে জানত তুমি তার প্রস্তাব নাকোচ করে দেবে। কিন্তু এখন কোনো গোলমাল হলেই দোষটা তোমার ঘাড়ে পড়বে। অন্তত শহরবাসী ব্যাপারটাকে ওই চোখেই দেখবে।'

'আমি পরোয়া করি না,' জবাব দিলো ল্যারি। 'ওর সম্পর্কে তোমার কি মত, এরফান?'

'সাংঘাতিক লোক, এরপরে সে কোমরে পিস্তল ঝোলালেও আমি অবাক হবো না।'

'এবং তাতে আমি আরও খুশি হবো,' উদ্ধত স্বরে জানাল ল্যারি। 'এবার তাহলে উঠি, বিল, যাবার সময় হলো।'

অন্যান্য দিন শহর থেকে ফেরার মতো ওইদিনের ফেরাটা উজ্জ্বল আনন্দময় হলো না। মৃত্যু ওদের কাছে নতুন কিছু নয়—কিন্তু আজ যাকে হারিয়েছে তাকে সবাই ভালোবাসতো। একদিন আগেও লোকটা তাদের দলনেতা ছিল। বিষণ্ণ চেহারায় শূন্য ঘোড়ার গাড়ির পিছন পিছন এগোচ্ছে তিনজন কাউহ্যাণ্ড। সামান্য যা একটু কথা ওদের মাঝে হচ্ছে, তাও খুব নিচু স্বরে।

'ল্যারি আজ ডাচ উইলিয়ামকে আচ্ছামত শুনিয়ে দিয়েছে,' মন্তব্য করল পিপ।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ও যা বলেছে তা আসল ঘটনার খুব কাছাকাছি,' টাইনি তার মতামত জানাল। দানবের মতো বিশাল চেহারা বলে ঠাট্টা করে দলের সবাই ওকে টাইনি ডাকে। 'তোমার কি মত, নয়জি?'

'হ্যাঁ, টাইনি আর জিজ্ঞেস করার লোক পেল না—নয়জির (Noisy) মত জানতে চেয়েছে। ওর কথার তোড়ে এখন আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে,' অনুযোগ করল পিপ।

'সত্যি, নয়জি, তোমার জিভটাকে একটু না সামলালে তোমার বদনাম হয়ে যাবে।'

'নতুন করে আর কি হবে? ওর বদনাম যা হবার আগেই হয়ে গেছে,' টিপ্পনী কাটল পিপ। 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এবার কিছু অ্যাকশন দেখতে পাব। নতুন লোকটা যে খুব শক্ত তা দেখেই বোঝা যায়।'

ডাবল বারে পৌঁছে ঘোড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢুকানর পর র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে রওনা হলো ল্যারি আর এরফান। এই সময়ে কাঠের গাদার পিছন দিকের ছাপরা থেকে একটা বুড়ো লোক ওদের দিকে এগিয়ে এলো; লোকটার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যে জোয়ান বয়সে খুব শক্তিশালী ছিল তা এখনও তার শক্ত পেশী দেখে অনুমান করা যায়। ওর হাতের কুড়ালটা রোদ পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কাছে এলে এরফান লক্ষ করল বুড়োর চোখ দুটো একেবারে ভাবলেশহীন। আর কেমন একটু নিস্তেজ।

'হ্যালো, লাকি,' ল্যারি সাদর আমন্ত্রণ জানাল।

কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কেটে কেটে সে উচ্চারণ করল, 'বুড়ো ডাক্তারের—কি—হয়েছে?'

খুব ধীর গতিতে সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিলো ল্যারি। শুনে লোকটার ভাবের কোনো পরিবর্তন হলো না। নীরবে ঘুরে সে আবার কাঠের গাদার দিকে ফিরে গেল। ওরা কুঠারটাকে শূন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখল। ধারাল দিকটা গাছের গুঁড়ির ভিতর

অনেকদূর ঢুকে গেল প্রচণ্ড আঘাতে। এরপর কাঠের ওপর চলল একের পর এক বুনো বর্বর আক্রমণ। মনে হচ্ছে যেন লোকটা গাছের গুঁড়িটার ওপরই মনের ঝাল ঝাড়ছে।

'আমার হতভাগ্য বুড়ো বাপের আর একজন পোষ্য।' ব্যাখ্যা করল ল্যারি। 'বছর দুই আগে অসুস্থ আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় এখানে পৌঁছায়। এখন ওই ছাপরাতেই থাকে আর আমাদের জন্যে সারা বছরের জ্বালানি কাঠ কেটে দেয়। প্রথম দিকে কয়েক মাস আমরা ভাবতাম লোকটা বুঝি বোবা—ওর কাছ থেকে একটা কথাও বের করা যায়নি। এখনও বের করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। পরে বোঝা গেল স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে ও। কিন্তু লোকজন কি বলে এটা সে বোঝে বলে মনে হয়।'

'ওর পেশিতে কোনো দুর্বলতা আছে বলে তো মনে হলো না।'

'লাকির দেহে ষাঁড়ের মতো শক্তি। যে সব ভারি জিনিস তুলতে কয়েকজন লোক দরকার সেগুলো সে একাই অনায়াসে বইতে পারে। ওই কুড়ালটাই ওর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। মনে হয় লোকটা কাঠুরে—মাঝেমাঝে উধাও হয়ে বনের ভিতর ঘুরে বেড়ায়।'

'ওকে নিয়ে কখনও ঝামেলা হয়নি?'

'একবার। এখানে একজন নতুন লোক নেয়া হয়েছিল—নাম হিরামী। তবে নামটা 'হারামী' হলেই ওর চরিত্রের সাথে বেশি মিলত। সবার সাথে লেগে বেড়ানই ছিল ওর স্বভাব। লাকিকে খেপানোর জন্যে একদিন ওর কুড়ালটা নিয়ে পাথর ভাঙতে শুরু করল হিরামী। কুড়ালের ধার নষ্ট করাই ছিল ওর উদ্দেশ্য। লাকি ওকে আছড়ে বাঙ্ক হাউসের উল্টোদিকের দেয়ালে উড়িয়ে ফেলেছিল। একটা করে হাত-পা আর কয়েকটা পাঁজরের হাড় ভেঙেছিল ওর।

ডাক্তার ম্যালাচি সেগুলো জোড়া লাগায়। ঘোড়ায় চড়ার মতো ভালো হয়ে উঠলে বাবা ওকে বিদায় করে দেয়। ল্যাডার ফাইভে গিয়ে কাজ নিয়েছে সে। ওই লোকেরও বাবাকে খুন করার—'

প্রসঙ্গ পাল্টাল এরফান। 'অদ্ভুত মানুষ ওই ডাক্তার ম্যালাচি। এখানে পড়ে আছে কেন?'

'একটু একটু করে নিজেকে শেষ করে ফেলেছে ডাক্তার,' জবাব দিল ল্যারি। 'খুব দুঃখজনক ব্যাপার—ভালো ডাক্তার সে। ওর খুঁত ধরতে যেও না; এমনিতেই আমাদের বন্ধুর সংখ্যা কম—আমার বিশ্বাস লোকটা আমাদের পক্ষে আছে।'

'শত্রুরা কি করবে সেটা আঁচ করা যায়, ওরা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বন্ধুরা কে কি করবে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।'

বাঙ্ক হাউসের দরজার সামনে ইয়াকিকে দেখা গেল। ল্যারির দিকে চেয়ে সে রোষের সাথে বলল, 'তোমার বাবা তো মরে গেছে; এখন তুমি আমাকে বের করে দেবে।'

'এমন ধারণা তোমার কোত্থেকে হলো?'

'রিস বলছিল এখন নাকি এখানে লাকি আর আমার মতো লোকের জায়গা হবে না।'

'আমি কি করব না করব সেসব নিয়ে রিসের সাথে আলাপ করতে যাই না। তুমি যতদিন খুশি থাকতে পারো।' সংক্ষেপে জবাব দিয়ে ভিতরে ঢুকল ল্যারি।

ইচ্ছা করেই বাইরে দেরি করল এরফান। 'তুমি সারাদিন বাড়িতে বন্দী না থেকে ঘোড়া নিয়ে একটু মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে এলেই তো পারো?'

ছেলেটার চেহারা থেকে বিদ্রোহী ভাব কিছুটা কেটে গেল।

'ল্যারির বাবাও এই ধরনের কথা বলত,' বিড়বিড় করে বলল ইয়কি। 'কিন্তু কোনো লাভ নেই – আমি একটা পরগাছা – ঘোড়ায় চড়তেও শিখিনি, মিস্টার। কেবল সিগারেট ফুঁকতেই জানি।'

'পরগাছাও শক্ত আর বড়ো হয়ে বেড়ে উঠতে পারে,' হেসে বলল এরফান। আমি তোমাকে ঘোড়া চালানো শিখিয়ে দেবো। কথাটা ভেবে দেখো। আর বন্ধুদের কাছে আমি শুধু এরফান।'

কালো চুলের লোকটা চলে গেলে ইয়কি দরজার কাছে রাখা লম্বা বেঞ্চটার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল। বুঝতে পারছে বিশ্বাস করে বলেই এরফান কথাগুলো বলেছে। কিন্তু কি লাভ? পকেট থেকে তামাক বের করতে গিয়েও আবার রেখে দিলো। 'ঠিক আছে, এরফান, তোমার সাথে আমি আছি,' আপন মনেই বলল সে।

পরদিন সকালে এরফানের সাথে খোঁয়াড়ে এলো ইয়কি। মার্ভিনের বেছে দেয়া ঘোড়াটার দিকে ভয়ভয় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে।

'ঘোড়াটা বুড়ো আর অলস – মোটেও লাফাবে না,' বলল মার্ভিন। এখানে আমি যতদিন আছি, ওটাও ততদিনই আছে। ওর নাম 'শাট আই'। ওই নামের পিছনে একটা গল্প আছে। অনেকদিন আগে এখানকার এক কাউহ্যাণ্ড ক্লান্ত হয়ে ওর পিঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল ঘোড়াটা তাকে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর জেগে দেখল ঘোড়াটা ওখানেই দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে।'

সাধারণত র‍্যাঞ্চে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে গেলে কঠিন পরিশ্রম আঁচ করে আপত্তি করে। কিন্তু 'শাট আই' রিস আর টাইনিকে একটুও বাধা দিলো না। কিন্তু এরফান ঝুঁকি নিলো না; সামান্য একটু লাফালেও ইয়কি পড়ে যাবে। ফলে আর কখনও ঘোড়ায় চড়তে রাজি হবে না। তাই সে নিজেই ওর পিঠে উঠে পরীক্ষা করে

দেখতে চাইল।

কিন্তু পিঠে উঠে বসার সাথেসাথে টাট্টু ঘোড়াটা ব্যথায় চিৎকার করে প্রচণ্ড লাফ দিলো। সামনের পা দুটো যখন মাটিতে নামল, ওগুলো লোহার রডের মতোই কঠিন, বাড়ি খেলো। এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না এরফান। ছিটকে মাটিতে পড়ল সে। নিজেকে ঘোড়ার পায়ের তলায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হওয়া থেকে বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি জিন ধরে ফেলল। পিছন থেকে হাসির সাথে টিটকারী শোনা গেল।

'জিন ধরে ঝুলছে। ইয়কি ভালো টিচারই পেয়েছে।'

এরফান ঘুরে তাকাল না। উন্মত্ত ঘোড়াটাকে সামলাতেই সে ব্যস্ত। তবে গলার স্বরটা চিনে রাখল। জিনে চড়ে বসে গায়ের জোর খাটিয়ে রাশ টেনে ঘোড়ার মাথাটা উপরে ওঠাল। আবার লাফাল ঘোড়াটা। পড়ে যেতো এরফান—কিন্তু এবারে সে তৈরি ছিল; সামনে ঝুঁকে ঘোড়ার পিঠে স্পারের খোঁচা মারল। ঘোড়ার আরও কয়েকটা চেষ্টা নিপুণ কৌশলে ব্যর্থ করে দেয়ার পর 'শাট আই' বুঝল যোগ্য লোকের হাতে পড়েছে—ইয়ার্কি চলবে না। স্থির হয়ে দাঁড়াল ঘোড়া—সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে।

মাটিতে নেমে লাগাম ছেড়ে ঘোড়ার কম্পমান নাকের ওপর হাত বোলাল এরফান। তারপর পেটি ঢিলে করে জিন নামাল। ঝামেলাটা কোথায় দেখতে পেয়ে অস্ফুট স্বরে একটা গাল দিলো। ভীষণ কাঁটাওয়ালা চোয়া ক্যাকটাসের একটা টুকরো ওখানে রাখা রয়েছে। ওই চকচকে কাঁটা মাংসের ভিতর ঢুকলে কি অসহ্য ব্যথা লাগে তা এরফানের অজানা নয়। ওই ব্যথায় যে কোনো রকম ঘোড়াই তার ট্রেনিঙ ভুলে যেতে বাধ্য। ছুরির আগা দিয়ে খুঁচিয়ে

বের করে ওটা হাতে নিয়ে সে উপস্থিত লোকজনের দিকে চাইল। চুপ হয়ে রয়েছে সবাই। রিসের ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি লেগে রয়েছে। ওর দিকে এগোল এরফান।

'জিনের নিচে এটা কেন রেখেছিলে তুমি?' কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল এরফান।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে উদ্ধত স্বরে জবাব দিলো, 'নিছক রসিকতা; দেখতে চেয়েছিলাম ঝাঁকিতে ওর হাড্ডিসার দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় কি না।'

'আর ছেলেটা ওই দুর্বল শরীরে আছাড় খেলে মারাও যেতে পারে; এটা তোমার একবারও মনে হয়নি?'

'আমি জানতাম তুমিই আগে ঘোড়াটাকে টেস্ট করবে,' নির্দ্বিধায় ডাহা মিথ্যা কথাটা বলল সে।

'ভালো। তোমার কথায় এখন এটা আমার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। চোয়ার কাঁটা মানুষ বা পশুর কি অবস্থা করে তোমার ধারণা আছে?'

'না, আমি সব সময়ে ওটাকে এড়িয়ে চলি,' দাঁত বের করে হাসল রিস।

ক্যাকটাসটা মাটিতে ফেলল এরফান। 'কিছু অভিজ্ঞতা হওয়া দরকার,' বলেই বিদ্যুৎ গতিতে রিসকে শূন্যে তুলে চোয়া কাঁটার ওপর বসিয়ে দিলো। তীব্র যন্ত্রণায় বিকট আর্তনাদ করে কোনোমতে উঠে পিস্তল বের করল সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই এরফানের হাতের বাড়িতে পিস্তলটা হাত থেকে ছুটে গেল। গালের ওপর প্রচণ্ড চড় খেয়ে আবার ধরাশায়ী হলো রিস। পাগলের মতো হাত দিয়ে ব্যথার উৎস সরাবার বৃথা চেষ্টায় ওর আঙুলেও কয়েকটা কাঁটা ফুটলো। হুল

ফুটানর মতো একটা অসহ্য ব্যথা ওর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে।

'শালার শালারা কাঁটাটা কেউ সরাও,' ককিয়ে উঠল রিস।

লোকজন এরফানের দিকে চাইল। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সে। 'আমার মনে হয় চোয়া কি করতে পারে সে শিক্ষা ওর হয়েছে,' বলে পিছন ফিরল ও।

একটা একটা করে বদ কাঁটাগুলো খুঁচিয়ে টেনে তোলা হলো। কাহিল হয়ে পড়েছে রিস। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে পিস্তলটা তুলে নিলো সে। কিন্তু ওটাকে খাপে না ভরে ঘুরে এরফানের চওড়া পিঠের দিকে তাক করে দাঁড়াল।

'কেউ নড়বে না!' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ দিলো সে। ওর চোখে-মুখে খুনের নেশা।

'ট্রিগার টিপলে তোমাকে আমরা ফাঁসিতে লটকাব,' সাবধান করল ল্যারি।

'এটা ওর আর আমার ব্যাপার,' পাল্টা জবাব দিলো রিস। 'সে তার সুযোগ পাবে। তুমি ঘুরে পিস্তল বের করতে পারো এরফান।' ঘুরলেই গুলি চালাবে রিস—এরফান পিস্তল বের করার সময় পাবে না।

এটাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু যা ঘটল তাতে বিস্ফারিত চোখে পিস্তলের নলের দিকে চেয়ে রইল রিস। ঠিক তার হার্ট লক্ষ্য করে চেয়ে আছে ওটা। ঘোরা আর পিস্তল বের করা চোখের নিমেষে একই সাথে ঘটেছে।

'গুলি করো; দুজনে একসাথেই জাহান্নামে যাই।'

এরফান যে সত্যি কথাই বলেছে জানে রিস। গুলি করতে গেলে দুজনের বুলেট প্রায় একই সাথে বেরোবে। তারও রেহাই নেই।

দর্শক রিসের হাত ধীরে নিচে নামতে দেখল। প্রতিশোধ নিতে যাওয়ার মাশুল এক্ষেত্রে খুব চড়া।

'এর বোঝাপড়া পরে হবে।' হেঁড়ে গলায় বলে আড়চোখে ল্যারির দিকে চাইল রিস। 'আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।'

'তোমাকে পনের মিনিট আগেই বরখাস্ত করা হয়েছে,' জবাব দিলো ল্যারি।

রাগে বুনো হয়ে উঠল রিসের চেহারা। 'এমন মাইগ্যা দলের সাথে কে থাকবে?' ঘোড়ার দিকে এগিয়ে জিনে উঠতে যাবে, এমন সময়ে কঠিন স্বরে ল্যারি আবার বলে উঠল:

'ওই ঘোড়াটার মালিক আমি। বাবা যখন তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, তখন তুমি জিন বিক্রি করা টাকার শেষ কপর্দক-টাও খরচ করে পথে পথে ঘুরছিলে।'

গুণ্ডা প্রকৃতির লোকটা ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। 'সব কিছু ছেড়ে আমাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে?'

'যেমন এসেছিলে তেমনি যাবে,' পাল্টা জবাব দিলো ল্যারি। 'যারা ঘোড়ার কদর জানে না তাদের ধারেও ঘোড়া দিই না আমি।'

'এর শোধ আমি তুলব। তোমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে ছাড়ব,' পায়ে হেঁটে শহরের দীর্ঘ পথ ধরার আগে শাসাল রিস।

'আমার কারণে একটা কাজের লোক হারালে তুমি,' বলল এরফান।

'আমার উপকারই করেছ তুমি,' জবাব দিলো ল্যারি। 'অমন পাজি লোক এখানে না থাকাই ভালো।'

পাঁচ

রিস বিদায় নেয়ার পর সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইংকি ধীরে পায়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। কিন্তু এরফান ওর দিকে লক্ষ্য রেখেছে।

'কি, আমার সাথে ঘোড়ায় চড়া শিখবে না তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

'আজ সকালে আমার শরীরটা বিশেষ ভালো ঠেকছে না,' জবাব দিলো ছেলেটা। 'কয়েক দিনের জন্যে এটা মুলতবি রাখলে হয় না?'

টাট্টু ঘোড়াটার দিকে চাইল এরফান। গা ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে পরাজিত সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হেসে সে বলল, 'বাছা, এখন না হলে আর কোনোদিনই হবে না। আর এক-বার ক্যাকটাসের খোঁচা খেলেও এখন আর ও লাফাবে না। এসো উঠে পড়ো।'

দায় ঠেকে বেজার মুখে আনাড়ির মতো ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ইংকি। এরফান কাঠের পাদানির ঝুল ঠিক করে দিলো। 'শাট আই' ঘাড় ফিরিয়ে নতুন আরোহীকে দেখল। এখন আর

ব্যথা লাগছে না। সবাই চিৎকার করে ইয়াকিকে উৎসাহ আর উপদেশ দিচ্ছে।

'যদি তাড়াতাড়ি নামার দরকার হয়, খবরদার পিছনে লেজের দিক দিয়ে নামতে যেও না। জোড়া পায়ে লাথি মেরে হাড়গোড় ভেঙে দেবে,' বলল পিপ।

এরফানও ঘোড়ায় উঠল। দুজনে একসাথে এগোল। ছেলেটা বেকায়দা ভাবে বারবার জিনের ওপর বাড়ি খাচ্ছে।

'লাগামটা একটু টেনে ধরো ; আর রেকাবের ভিতর ভালো করে পা ঢুকিয়ে পায়ের ওপর নিজের ওজন রাখো।—বস্তার মতো বসে ঘোড়া চালিও না।'

ধীর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে তিন মাইল পথ পেরিয়ে এক গোছা পাইন গাছের কাছে পৌছল ওরা। নিজে ঘোড়া থেকে নেমে ইয়াকিকেও নামতে বলল এরফান।

'একদিনের জন্যে তোমার যথেষ্ট হয়েছে···এবার ফিরব। কিন্তু তার আগে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

পাতার নরম বিছানায় শুয়ে ইয়াকির দম বন্ধ হয়ে আসছে পাইনের গন্ধে। 'এই হাওয়ায় শ্বাস নিলে আমি মারা যাব,' বলে উঠল সে।

'না, এতে তোমার দুর্বল ফুসফুস সবল হয়ে উঠবে। তবে এই ওষুধ একটু কড়া—তোমাকে প্রথম-প্রথম একটু সহ্য করতে হবে। পাইনের শ্বাস ওটা।'

'আমাকে বোকা পেয়েছ ? গাছ শ্বাস নেয় ?'

'প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই শ্বাস নেয়—গাছ, লতা, এরাও। কিন্তু যখন একখানে অনেক গাছ জন্মে, তখন দুর্বল গাছগুলো বাতাস

আর রোদের অভাবে মারা যায়,' বুঝিয়ে বলল এরফান।

পকেট থেকে তামাক বের করে একটা সিগারেট বানাল ও—তারপর ইয়াকির দিকে বাড়িয়ে দিলো। ছেলেটার চোখ দুটো চকচক করে উঠল, কিন্তু মাথা নাড়ল সে।

'কিছুদিন সিগারেট ছাড়া চলার চেষ্টা করছি,' বলল সে।

'খুব ভালো কথা। মুক্ত নির্মল হাওয়াকে কাজ করার কিছু সুযোগ দাও।' একটু চুপ করে থেকে এরফান আবার বলল, 'আচ্ছা, রিসের কি তোমার ওপর কোনো রাগ ছিল ?'

'ওর চটার কারণ, পোকার খেলে ওকে সাফ করে দিয়েছিলাম। এরা তাস খেলার কিছুই বোঝে না – আমি ছোট কাল থেকেই অনেক বড় বড় খেলা খেলেছি। আমার হাতে তাস কথা বলে।'

'শুধু এই কারণ ?'

একটু ইতস্তত করে ছেলেটা জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

এরফান বুঝল ইয়াকি মিথ্যা বলছে। কিন্তু অনেক ধৈর্য ওর, অপেক্ষার আপত্তি নেই। সিগারেট নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'আরও কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নাও তুমি, তারপর ফিরে যেও। আমার এখন যেতে হচ্ছে।'

ঈর্ষার চোখে চেয়ে থাকল ইয়াকি। এরফানকে নিয়ে কালো ঘোড়াটা সাবলীল গতিতে অদৃশ্য হলো। 'হয়ত ওকে আমার বলাই উচিত ছিল – লোকটা ভালো,' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল সে।

এরফানও তার নতুন সঙ্গীর কথা ভাবছে। ছেলেটা শহরে বড় হয়েছে, অথচ অবস্থার ফেরে এখন এখানকার অপরিচিত বৈরী পরিবেশে বাঁধা পড়েছে। তার ওপর ওর ফুসফুসের এই দুর্বল অবস্থা।

'আমরা ঝামেলা খুঁজে বেড়াই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, আর কেউ কেউ জন্মই নেয় ঝামেলার কোলে,' র‍্যাকিকে বলল এরফান। 'তবে এবার সত্যিই একটা বড় গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।' একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'ভাগ্য যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, মানুষকে সেদিকেই যেতে হয়। হারজিত পরের কথা।'

পানির তোড়ে ক্ষয়ে যাওয়া শুকনো নালা থেকে বেরিয়ে একটা সমতল জমি পেরিয়ে দুই সারি উইলোর কাছে পৌঁছল এরফান। ওর মাঝে দিয়ে ছোট নদীটা বয়ে গেছে। এই নদীটাই ঝগড়ার উৎস—অথচ কি শান্ত ওর চেহারা। তবে র‍্যাঞ্চারের কাছে পানির মূল্য যে কতখানি তা এরফানের অজানা নয়। নদীর ওপাশে আধমাইল দূরে একটা ঢিবি নদীর সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে। ছোট ছোট কয়েকটা গরুর পাল ওখানে চরে বেড়াচ্ছে। নদী পার হয়ে গরুগুলোর ব্র্যাণ্ড দেখতে যাবে, এই সময়ে ঘোড়ার পিঠে ল্যারি এসে হাজির হলো।

'ইয়ুকি কোথায়?' প্রশ্ন করল সে।

'ওকে পাইন বনে ছেড়ে এসেছি।'

'তুমি নিশ্চয় ম্যাজিক জানো। শহরে গিয়ে একবার ওর চেয়ে বড় একজনকে পিটিয়ে ফিরে আসার পর থেকে বাবা অনেক চেষ্টা করেও ওকে ঘর ছেড়ে এক মাইলও নিতে পারেনি। অবশ্য ইয়ুকি নিজেও বেশ মার খেয়েছিল। ওকে কেউ গাল দিলে ও সহ্য করতে পারে না।'

'ছেলে বেলা থেকেই বেচারা আদর খুব কম পেয়েছে।' ঢিবিটার দিকে ইঙ্গিত করল এরফান। 'তোমার সীমানা?'

'হ্যাঁ। এই এক চিলতে জমির কথাই বলছিল ডাচ উইলিয়াম।

কিন্তু এতেও ওরা সন্তুষ্ট থাকবে না। বয়েজরা সবাই পাজির পা-ঝাড়া, ওদের কোনো সাহায্য আমি করব না। আর ওই পুবের লোকটা—' ঘৃণায় থুতু ফেলল ল্যারি।

'ডাচ উইলিয়ামের ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে। র‍্যাটল স্নেকের মতোই ভয়ানক সে। কোনো সঙ্কেত না দিয়েই ছোবল মারবে।'

ক্রীকের পাশ দিয়ে দুজনে নীরবে এগিয়ে চলেছে। বারবার ল্যারি তার সঙ্গীর দিকে চাইছে।

'কি, আমাকে বোঝার চেষ্টা করছ?' জিজ্ঞেস করল এরফান। ল্যারিকে লজ্জায় একটু লাল হয়ে উঠতে দেখে বুঝল সে ঠিকই আন্দাজ করেছে। তাড়াতাড়ি আবার বলল, 'এতে লজ্জার কিছু নেই—জানার অধিকার তোমার আছে।'

নিজের অনেক কথাই বলল এরফান। সে নিজেও একজন র‍্যাঞ্চার; বিবাহিত; একটা ছেলেও আছে—নাম জিম। তবে সে যে ওয়াইওমিঙের ইউ এস ডেপুটি মার্শাল, এটা চেপে গেল। বলল মাঝেমাঝেই সে ঘুরতে বেরোয় কারণ দুজন পাজি লোককে সে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে খুঁজছে। একটা মরণাপন্ন লোক মরার আগে তাকে এক করুণ কাহিনী শুনিয়ে গেছে—অন্যায়ভাবে ঠকিয়ে, গুলি করে ফেলে রেখে গেছে নিশ্চিত মরণের মুখে। মরার আগে লোকটাকে এরফান কথা দিয়েছিল এর প্রতিকার সে করবে। শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে মরেছে ওই লোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত লোক দুটোর দেখা পায়নি—তবে তার বিশ্বাস এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তাদের দেখা পাবেই।

ল্যারি মুখ তুলে আবার এরফানের দিকে চাইল। বয়সের হিসে-

বে তার চেয়ে মাত্র আট-দশ বছরের বড় হবে – কিন্তু অভিজ্ঞতার দিক থেকে তার চেয়ে তিন-চারগুণ বড়। ল্যারির কেন যেন মনে হলো এরফান যে মৃতপ্রায় লোকটার কথা বলেছে সে-ই ছিল এরফানের বাবা। দুজনের একই পরিস্থিতি – একটা অদ্ভুত ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠল ওর মনে। এরফানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। নীরবে দৃঢ় হাতে ল্যারির হাতটা গ্রহণ করল এরফান।

'বিশেষ কোথাও যাচ্ছ তুমি ?'

'মৃতদেহটা যেখানে পাওয়া গেছিল ওখানেই আবার যাচ্ছি। হয়ত কিছু আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। জায়গাটা আবার ভালো করে খুঁজে দেখতে চাই।'

'তাহলে এখানেই আমাদের বিদায় নিতে হবে। তোমার পথ ডান দিকে।'

অল্পদূর এগোনোর পরই একটা অস্পষ্ট 'বাঁচাও!' ডাক এরফানের কানে পৌছল। ডাকটা নদীর দিক থেকে আসছে বলে মনে হলো। ঘোড়া ঘুরিয়ে দ্রুত ওই দিকে এগোল সে। আর একবার একই চিৎকার নির্ভুলভাবে দিক নির্দেশ করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার নদীর ধারে পৌছে গেল কালো ঘোড়াটা। নদীটা এখানে পাথরের ওপর গড়িয়ে জলপ্রপাতের রূপ নিয়ে নিচে পড়েছে। এক নজরে দেখল একটা মেয়ে রক্তশূন্য মুখে পানিতে বসে আছে বলে মনে হচ্ছে – তার পাশেই একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ল্যারি।

'এই, এরফান, পানিতে নেমো না,' সাবধান করল সে। 'তোমার দড়ি এই পর্যন্ত পৌছবে ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এভাবে পাড়ে আসাটা মহিলার জন্যে কষ্টকর হবে।'

'উপায় নেই – ওটাই আমাদের একমাত্র পথ। এখানে চোরা-

বালিতে আমরা ভালোমতোই আটকে গেছি।'

লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পানির ধারে চলে এলো এরফান। তারপর দড়ির ফাঁসটা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারল। ওটা হেলায় ছোঁড়া হয়েছে মনে হলেও ফাঁস অব্যর্থভাবে মেয়েটার মাথা গলে কাঁধের ওপর পড়ল। 'ফাঁসটা ওর বগলে পরিয়ে দাও,' নির্দেশ দিলো এরফান। নির্দেশমতো কাজ শেষ হলে তাড়াতাড়ি দড়ি গুটাতে শুরু করল। ঝপাৎ করে পানি ছিটিয়ে পড়ে স্বল্প সময়ে পাড়ে পৌছে গেল মেয়েটা। খুব কাহিল দেখাচ্ছে। দড়িটা খুলে দিলো এরফান।

'মহিলার জন্যে উপযুক্ত আপ্যায়ন না হলেও আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়েছে,' বলল সে।

উত্তর দেয়ার চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু দমে কুলাল না। আট-শো পাউণ্ডের গরুকে যে ফেলে দিতে পারে—সেই লোক মেয়েটাকে এত জোরে পানির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে যে তার জন্যে সেটা মোটেও আরামদায়ক হয়নি। কিন্তু ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগ দিলো না এরফান।

'তোমার সাহায্য দরকার ?' চেঁচিয়ে ল্যারিকে জিজ্ঞেস করল।

টাট্টুর পিঠে খালি জিনটা ধরে চোরাবালি থেকে নিজের পা ছাড়িয়ে নিলো ল্যারি। ঘোড়ার মাথাটা কেবল সামান্য দেখা যাচ্ছে পানির ওপর।

'আমি সাঁতার কেটে ফিরতে পারব,' জবাব দিলো সে।

'আমার টাট্টুটাকে কি কোনোমতেই বাঁচান যাবে না ?' এতক্ষণে দম ফিরে পেয়েছে মেয়েটা।

'আড়াআড়িভাবে টানলে ওর পা ভেঙে যাবে,' বলল এরফান। নদীর ধারে বিশাল কটনউড গাছ থেকে একটা ডাল বেরিয়ে আছে।

'একটা চান্স আছে,' বলে ল্যারির দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও।'

আবার দড়ি ছুঁড়ে দিলো এরফান। তার নির্দেশ অনুযায়ী দড়িটা ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে শক্ত করে বেঁধে দিলো ল্যারি। তারপর সাঁতার কেটে তীরে এসে উঠল। এরইমধ্যে নিজের দড়ির সাথে ল্যারির দড়িটা জুড়ে ফেলেছে এরফান।

'এসব করে কি লাভ?' পানি থেকে উঠে ভিজে কুকুরের মতো পানি ঝাড়তে ঝাড়তে প্রশ্ন করল ল্যারি। 'ওকে বাঁচান যাবে না—ও এখন মাছের খাবার।'

'আমি একটু একগুঁয়ে লোক—শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে কিছু ছাড়ি না,' জবাব এলো।

কটনউডের মোটা গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল এরফান। দড়িটা ডালের খাঁজের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে নিচে নেমে এলো। টাট্টুর নাকটা প্রায় ডুবে যাচ্ছে। আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে ঘোড়াটা বিকট একটা ভয়ার্ত ডাক ছাড়ল।

দড়িটা ব্ল্যাকির জিনের মাথায় বেঁধে দিয়ে বলল, 'স্টেডি, বয়।' ধীর গতিতে আগে বাড়লো ব্ল্যাকি। দড়িটা টানটান হলো। আরও এক পা আগে বাড়লো ঘোড়া। এবার ধনুকের ছিলার মতো হলো দড়ি। স্যাটিনের মতো চকচকে চামড়ার নিচে পেশীগুলো টানটান হয়ে উঠছে। আর এক পা আগে বাড়তেই টাট্টুটা আবার চিৎকার করে উঠল। হাসল এরফান।

'ওর পা ছুটে এসেছে,' বলল সে। 'আমি জিনের মাথা দেখতে পাচ্ছি।'

সত্যিই তাই। বড় ঘোড়াটা একটু একটু করে আগে বাড়ছে;

চোরাবালি থেকে পুরোপুরি উঠে এসেছে টাট্টুর পা। কিন্তু মাটিতে ঠেকছে না বলে পানির ভিতর ঝুলতে ঝুলতে ঘুরছে ও। এই অভিনব পরিস্থিতিতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে পশুটা।

'আমরা ওকে উদ্ধার করতে পেরেছি, আবার পারিওনি,' মন্তব্য করল ল্যারি। 'এখন কি করবে বলে ভাবছ?'

'ওকে আবার পানির ভিতর নামিয়ে চিৎকার করব। এবার আর সে চোরাবালিতে আটকাবে না—সাবধান থাকবে। তাছাড়া ওর পিঠে বোঝাও নেই এখন।'

দড়ি ছেড়ে দেয়া হলো। সেই সাথে বিকট কাউবয় চিৎকার বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। পানিতে পড়ার সাথে সাথে ভীত ঘোড়াটা পড়ি-কি-মরি করে খামচে শক্ত মাটির দিকে এগোল। পাড়ে পৌঁছে স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। এখনও ভয়ে কাঁপছে ওর দেহ। পেটের থেকে দড়ির ফাঁস আর পিঠ থেকে জিন খুলে নিতেই আনন্দে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিতে শুরু করল। কোনো ক্ষতি হয়নি ওর।

হাসতে হাসতে এরফান বলল, 'আজ রাতে ও খোঁয়াড়ে ফিরে সঙ্গীদের অনেক গল্পই শোনাবে।'

'ও একা নয়, আরও কেউ শোনাবে,' একটা সুরেলা কণ্ঠ মন্তব্য করল।

কাজে ব্যস্ত থাকায় মেয়েটার কথা ওরা ভুলেই গিয়েছিল। ঘুরে চেয়ে দেখল ঘাসের ওপর বসে ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া ভেজা চুলগুলোকে যতদূর সম্ভব গুছিয়ে ঠিক করার চেষ্টা করছে। রোদের তাপে ওর দেহ থেকে বাষ্প উঠছে। একটু আড়ালে ল্যারি তার সঙ্গীকে বলল, 'মেয়েটার চেহারা চোখ জুড়িয়ে দেয়।'

শুধু ওই ক'টা কথায় মেয়েটার সৌন্দর্য বর্ণনা করলে তার প্রতি

অবিচার করা হয়। এই বিপর্যস্ত অবস্থাসত্ত্বেও অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। এত কিছুর পরেও যে মেয়ে রসিকতা করে হাসতে পারে, তার মনের জোর নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এরফানই প্রথম কথা বলল।

'কেমন বোধ করছ, ম্যাম?'

'আমাকে তারের ওপর কাপড় শুকাতে দেয়ার মতো ঝুলিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতাম,' জবাব দিলো সে। 'মনে হচ্ছিল নদীটা বেশি গভীর নয়, ঘোড়ার পিঠে পার হওয়া যাবে। কিন্তু মাঝামাঝি এসে বুঝলাম ঘোড়াটা বিপদে পড়েছে। ফিরে যাওয়ার জন্যে মুহূর্তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মুশকিল হচ্ছে আমি সাঁতার জানি না।'

'তুমি ভুল জায়গায় পার হবার চেষ্টা করছিলে,' বলল ল্যারি। 'আর একটু ওদিকে পার হওয়ার জায়গা দুটো সাদা পাথর দিয়ে চিহ্নিত করা আছে।'

'এদিকে আমি নতুন, পাথরগুলো দেখলেও তার মানে বুঝতাম না।' বড় বড় কালো পাঁপড়িওয়ালা চোখ তুলে গাছের ছায়াঘেরা পানির দিকে তাকাল মেয়েটা। 'কে ভেবেছিল এমন সুন্দর একটা জায়গায় বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে?'

'রামধনুকে বিশ্বাস নেই, সে—' হঠাৎ থেমে গেল ল্যারি।

'নারীর মতোই ছলনাময়ী,' হালকা হাসির সাথে বাক্য শেষ করল ওই মেয়ে। 'মনে করার কিছু নেই—আমার স্বজাতির ত্রুটিগুলো সবই আমার জানা।'

উঠে দাঁড়াল সে। ভেজা কাপড়ে ওর যৌবনের রেখাগুলো আরও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 'তোমাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মামা তোমাদের দেখা পেলে খুব খুশি হবে। ল্যাডার

কাইতে—কি হলো?'

ল্যারির মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'তুমি কে?' সরাসরি প্রশ্ন করল সে।

পরিচয়ের পালা এসেছে দেখে মেয়েটার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'আমি রোনা বয়েড—আর তুমি?'

'আমার নাম ল্যারি ডাউটি—এবার বুঝে নাও।'

'বুঝলাম,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রোনা। 'তবে যা করেছ, এজন্যে এখনও আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই,' তীব্রস্বরে বলল যুবক। 'তোমাদের পরিবারের কাউকে নিজের অজান্তে হলেও সাহায্য করেছি, কথাটা ভুলে যেতে চাই।'

'এখানে মাত্র এক সপ্তাহ হলো আমি এসেছি। যার সাথেই আলাপ হয়েছে, ভালো ব্যবহার পেয়েছি। একটা ব্যতিক্রম দেখে দুঃখ পেলাম।' এরফানের দিকে ফিরল রোনা। 'আমার ঘোড়াটা এনে দিলে বাধিত হব...'

ঘোড়াটাকে দড়ির ফাঁস দিয়ে ধরে জিন চাপিয়ে দিলো এরফান। আর একটা কথাও না বলে সহজ ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চেপে সাদা পাথরের খোঁজে এগিয়ে গেল রোনা। ল্যারি চেয়ে চেয়ে ওর যাওয়া দেখছে—কেমন সুন্দর গর্বিত সাবলীল ভঙ্গিতে মেয়েটা ঘোড়া চালাচ্ছে। চালাতে জানে বটে মেয়েটা। এতে আরও বেশি রাগ হচ্ছে ওর।

'কেন যে আজ সকালে আমি অন্য কোথাও না গিয়ে এদিকে এলাম—ঘটনা শুনে ক্লেম বয়েড হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাবে।'

'তার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত।'

'উচিত-অনুচিত জ্ঞান ওর নেই। নিশ্চয় আমাদের পরিবার সম্পর্কে অনেক কথাই সে বানিয়ে বানিয়ে শুনিয়েছে ওকে। আমি যদি জানতাম মেয়েটা কে—'

'তবু তুমি যা করেছ তাই করতে,' হেসে বলল এরফান। 'মানি, ব্যাপারটা মনের দিক থেকে তোমার জন্যে একটু কঠিন হলো, কিন্তু বিপদে বা দুঃসময়ে লোকজনকে সাহায্য করা তোমাদের পরিবারের একটা পুরোনো অভ্যাস।'

'রুনোর ভাগনী তার সাথে থাকতে আসবে শুনেছিলাম। এ-ই তাহলে সেই মেয়ে। আমার কপালটাই খারাপ।'

ল্যারির দুঃখটা বুঝতে পারছে এরফান। মেয়েটা সত্যিই আকর্ষণ করে—অন্য কোনো পরিবারের মেয়ে হলে···কিন্তু ওর উপদেশটা গদ্যের মতো শোনাল।

'যাও, বাড়ি গিয়ে ভিজে জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলো—কাজ সেরে আমিও আসছি।'

অকুস্থানের কাছে পৌঁছে ট্রেইল ছেড়ে আড়াল দিয়ে কোনাকুনি ভাবে এগোল এরফান। সে যে এখানে আসবে এটা কারও জানার কথা নয়—তবু অযথা ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে। কেউ একজন রয়েছে ওখানে - ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে ওই জায়গাটা পরীক্ষা করছে লোকটা। এবার উঠে দাঁড়াল সে। কুঁজো কাঁধ আর সাদা চুল দেখে ওকে চিনতে পারল এরফান। বেল্টের সাথে তার কুড়ালটা ঝুলছে।

'জ্যাকি! বুড়ো এখানে কি করছে?' ভাবছে এরফান।

মনে হচ্ছে দুদিন আগে এরফান যা করেছিল এই লোকটাও তাই

করছে। ট্র্যাক করে একই পথে নালা থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ও ফিরল না দেখে চিন্তিত মনে ভাবল বারের পথ ধরল এরফান।

ছয়

এক সপ্তাহ কিছুই ঘটল না। ঘুরে ফিরে এলাকাটার সাথে পরিচিত হওয়াতেই এরফানের সময় কাটল। আশ্চর্যের বিষয় প্রতিদিন সকালেই ইয়র্কি কিছুদূর ওকে সঙ্গ দিলো। চিরুনি দিয়ে 'স্নাট আই'-এর কেশর আর লেজ আঁচড়ে দিয়ে ওর চেহারাই পালটে ফেলেছে ইয়র্কি।

সেদিন সকালেও ওরা দুজন একসাথে বেরিয়েছে। এরফান বলল, 'আমি আজ রেইনবোতে যাচ্ছি, তুমি আসতে চাও?'

বুড়ো ঘোড়াটার দিকে চেয়ে সে মাথা নাড়ল। 'নাহ্, আমি আর এক দফা পাইনের শ্বাস নিতে যাচ্ছি। আমার কাশি এখন অনেক কমেছে।'

'খুব ভালো। তোমার জন্যে কিছু আনবো? তামাক?'

'না। তোমাকে তো বলেছি, সিগারেট খাওয়া আমি ছেড়ে

দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, বলেছিলে—আমি ভুলে গিয়েছিলাম,' মিথ্যা কথা বলল এরফান। 'আচ্ছা, চলি তাহলে।'

'বিদায়, এরফান—আর ধন্যবাদ,' জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরল ইয়র্কি।

দাঁড়িয়ে ওর যাওয়া লক্ষ্য করল এরফান। জিনের ওপর এখনও স্বচ্ছন্দ নয়, তবে আগের চেয়ে অনেক ভালো। শহরের পথে রওনা হলো সে।

পারলারে ম্যালাচি ছাড়া আর কোনো খদ্দের নেই। মালিকের সাথে বারে বসে গল্প করছে ডাক্তার। নতুন আগন্তুককে স্বাগত জানাল বিল উইলমো।

'হ্যালো, জেসাপ। ডাক্তারকে চেনো নিশ্চয়ই?'

'নামে চিনি,' জবাব দিলো এরফান।

'তাহলে তুমি তাকে চেনো না,' শুষ্ক মন্তব্য করল ম্যালাচি।

'তবু আমার সাথে সে ড্রিঙ্ক করবে আশা করি?' হাসি মুখে বলল জেসাপ।

'নিশ্চয়। মদ ভালো হলে আমি স্বয়ং ডেভিলের সাথেও ড্রিঙ্ক করতে রাজি আছি। আর এখানকার ড্রিঙ্ক সব সময়েই ভালো। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, পাল্টা ড্রিঙ্ক কেনার সামর্থ্য আমার নেই।'

'কি যে বলো, ডাক্তার, তোমার ক্রেডিট এখানে সব সময়েই খোলা,' আশ্বস্ত করল বিল।

'ধন্যবাদ, বিল। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের ওপর চড়াও হওয়া আমি পছন্দ করি না।' এরফানের দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'এদিককার লোকজনের স্বাস্থ্য এত ভালো যে কদাচিত আমার ডাক পড়ে।'

'যার স্বাস্থ্য ভালো নয় এমন একজনের ব্যাপারেই তোমার সাথে আমি আলাপ করতে চাই। ডাবল বারের সেই ছেলেটার কথা বলছি।'

মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। বুড়ো ডাউটি ওকে দেখার জন্য আমাকে নিয়ে গেছিল। শহুরে ছেলেটা যাচ্ছেতাই ভাষায় আমাকে গালাগালি করে শেষে বলল পাপীদের মাঝে সে বাঁচতে চায় না এবং আমি যত ওষুধই পাঠাই না কেন তার এক ফোঁটাও সে ছোঁবে না। আমি ডাউটিকে পরামর্শ দিয়েছিলাম ওকে আবার পুবে পাঠিয়ে দেয়াই সব চেয়ে ভালো। যেখান থেকে এসেছে সেখানেই গিয়ে মরুক ব্যাটা।'

'গাল দেয়ায় সে সত্যিই ওস্তাদ,' হাসল এরফান। 'ওর কি বাঁচার কোনো আশা আছে?'

'হ্যাঁ, সে যদি মুক্ত হাওয়ায় বেড়ায়, আর নিকোটিনের বিষে নিজেকে শেষ না করে—কিন্তু তা সে কোনোদিনই করবে না। ভয় দেখিয়ে ওকে দিয়ে কেউ কিছু করাতে পারবে না।'

'কিন্তু বন্ধুর জন্যে করতেও পারে,' বলল এরফান। 'তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, ডাক্তার।' একটা দশ ডলারের নোট বারের ওপর ঠেলে ম্যালাচির দিকে এগিয়ে দিলো সে। 'আমার মনে আছে শেরিফকে তুমি বলেছিলে তোমার কনসালটেশন ফি দশ ডলার।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ম্যালাচি। তারপর ধীরে ধীরে একটা হাসি ওর হাড্ডিসার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। টাকাটা ঠেলে আবার ফেরত পাঠাল সে। 'ওটা চ্যাপম্যানের জন্য আমার স্পেশাল চার্জ। তাছাড়া আমি যা বলেছি তা তোমার আগেই জানা ছিল।'

'আমার ধারণাকে তুমি জোরদার করেছ—বিল পাওয়ার জন্যে সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু তুমি যদি মনের দিক থেকে শান্তি পাও, কিছু ওষুধও দিতে পারো। ওকে খাওয়ানর দায়িত্ব আমার।'

আর তর্ক করল না ম্যালাচি। 'এর পরে যখনই তুমি গুলিতে আহত হও আমি তোমার ফ্রি চিকিৎসা করব,' কথা দিলো ডাক্তার। 'বিল, আমাদের একটা বোতল দরকার—রেইনবোতে মেডিক্যাল প্রফেশনের প্রতি দেখান এই সম্মান আমাকে সেলিব্রেট করতেই হবে।'

সেলুনের মালিক আর এরফান দুজনেই একটা করে ছোট ড্রিঙ্ক নেয়ার পর আর খেতে অস্বীকার করল। বোতলটা বগলের তলায় ভরে ডাক্তার ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল বিল।

'ভাবতে খারাপ লাগে, মাতাল বা ভালো দুই অবস্থাতেই ডাক্তারিতে লোকটার জুড়ি নেই,' বলল সে।

এরফান আর ওই কথার জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না—নতুন একজন খদ্দের ঢুকল সেলুনে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন—একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। বয়স ষাটের কাছাকাছি, চেহারাটা রুক্ষ, খাড়া নাক; দাড়ি ছোট করে ছাঁটা। পরনে সাধারণ কাউবয়ের চেয়ে দামী পোশাক। কোমরের ডান দিকে একটা ভারি পিস্তল ঝুলছে।

'মর্নিং, বয়েড,' সম্ভাষণ জানাল বিল, কিন্তু ওর গলার স্বর ঠাণ্ডা।

'মর্নিং,' জবাব দিলো লোকটা। 'হুইস্কি—ভালো হুইস্কি দাও।'

'সস্তির দোকানের মদ যদি গিলতে পারো, আমারটা তোমার কাছে অমৃতের মতো মনে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে এরফানের দিকে চাইল ব্ল্যাঙ্কার। 'আমার সাথে যোগ দাও?'

নিজের ভরা গ্লাসটা দেখাল এরফান। "ধন্যবাদ, আমার যথেষ্ট হয়েছে।'

সামনে রাখা বোতল থেকে নিজের গ্লাসে খানিকটা ঢেলে নিয়ে এক চুমুক খেয়ে দেখল ক্রুনো, তারপর কোনো মন্তব্য না করেই গ্লাসটা নামিয়ে রাখল।

'আমি এই সেলুনে সাধারণত আসি না, শুনলাম তুমি এসেছ, তাই দেখা করতে এলাম।'

'তাই?'

'ভাগনীকে উদ্ধার করার জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী।'

'ও কিছু না—তোমার গরু পানিতে পড়লেও আমি তাই করতাম,' বলল এরফান। 'তাছাড়া ল্যারি—'

লোকটা হো হো করে হেসে ওঠায় এরফানের কথায় বাধা পড়ল। 'ওই রক্ত-গরম ছেলেটা না ভেবে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেও একই বিপদে পড়েছিল। তুমি না থাকলে হয়ত ওরা দুজনেই মারা পড়ত।'

'না, ল্যারি একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলত,' ওকে আড়াল দিলো এরফান। 'ঝোঁকের মাথায় কাজ করে একটু ফেঁসে গিয়েছিল।'

'আমার ধন্যবাদ আশা করে বসে থাকলে নিরাশ হবে—ও করেনি কিছুই। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। ল্যারি তোমাকে কত বেতন দিচ্ছে?'

শব্দ করে হাসল এরফান। 'কিছুই না,' অন্যজনকে ভুরু কুঁচকাতে দেখে আবার বলল, 'অর্থাৎ ওই ব্যাপারে আমাদের কোনো

কথা হয়নি। সম্ভবত আর সবার মতো আমিও মাসে চল্লিশ ডলার পাব।'

'আমার হয়ে কাজ করলে তোমাকে তার ডবল দেবো।'

'একজন অপরিচিত মানুষের প্রতি এত দয়া?'

'তোমার কাছে আমি ঋণী,' ব্যাখ্যা দিলো বয়েড। 'তাছাড়া যার নতুন নতুন আইডিয়া আছে, আর যে চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারে, এমন লোকই আমার দরকার।'

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'নট ফর সেইল। কৃতজ্ঞতার কথা ভুলে যাও।'

'আশ্চর্য কথা! আমি ফোরম্যানকে যা দিই তারচেয়ে বেশিই তোমাকে অফার করেছি!'

'তাহলে তো লোকটা আমাকে দুচোখে দেখতে পারবে না,' হেসে জবাব দিলো এরফান। 'না, স্যার, টাকাকে কোনোদিনই বড় করে দেখিনি; আমি ডাবল বারেই থাকব।'

রাগে, ব্যর্থতায় বিকৃত হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চারের মুখ। 'ওই র‍্যাঞ্চটার এখন শেষ অবস্থা—এখন মনে হচ্ছে তোমাকেই আমি চিনতে ভুল করেছিলাম।'

'এমন আগেও ঘটেছে,' গম্ভীর ভাবে বলল এরফান। 'হয়ত আমিই বেয়াড়া লোক, বোঝা কঠিন।'

কঠিন দৃষ্টিতে এরফানের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদু স্বরে একটা গাল বকে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল ক্রনো।

এরফানের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে বিল বলল, 'প্রস্তাবটা লোভনীয় ছিল, ক্রনো মিছেমিছি টাকা খরচ করে না; তোমাকে নিশ্চয় ওর খুব দরকার।'

'না, সে ল্যারিকে দুর্বল করতে চাইছে। মাসের শেষে ফোরম্যান আমাকে বরখাস্ত করবে—ব্যাস, এই এলাকায় আর আমি কাজ পাব না,' বলল এরফান। 'ও মনে করেছিল আমি দুধের বাচ্চা।'

'ক্রনোর মাথায় যে কখন কি চিন্তা চলছে এটা কেউ বলতে পারে না,' উত্তর দিলো বিল। 'ল্যারিকে তোমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করার আরও উপায় আছে—কথাটা মনে রাখা ভালো।'

উঠল এরফান। দরজার কাছে গিয়ে বেরোবার আগে চট করে রাস্তার দু'পাশটা একবার দেখে নিলো। স্টোরে ঢুকে অল্পক্ষণ পরেই বেরিয়ে একটা পার্সেল ঘোড়ার পিঠে বাঁধল। তারপর কার্তুজ কিনতে আবার ভিতরে ঢুকল।

'থারটি এইট গুলি কেমন বিক্রি হয়?' কথা বলার খাতিরেই বলা, এমন ভঙ্গিতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো এরফান।

'একটাও না,' বীতশ্রদ্ধ হয়ে জানাল দোকানি। 'ডাবল বারের একজন কাউহ্যাণ্ডের জন্য ওগুলো আনিয়েছিলাম। লোকটা গুলি খেয়ে মরার পর থেকে আর একটাও বিক্রি হয়নি। নেবে নাকি? তোমাকে সস্তায় দিয়ে দেবো।'

'না, আমি ওই গুলি ব্যবহার করি না। আমার এক পরিচিত দোকানির ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল—তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে কথাটা মনের ভিতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে এরফান। বুড়ো ডাউটিকে একটা অপ্রচলিত ক্যালিবারের অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে। রেইনবোতে কেউ ওই গুলি ব্যবহার করে না। কিন্তু ডাবল বারের মৃত কর্মচারীর অস্ত্রটা এখন কোথায়?

সন্ধ্যায় খেতে বসে প্রশ্নটা তুলল এরফান।

'হ্যাঁ, রাটার কয়েক মাস আগে খুন হয়েছে,' জানাল ল্যারি।

'ক্রীক লাইন বলে একটা জায়গায় রাতের বেলা ঘোড়া চালাচ্ছিল। সকালে ওকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘোড়াটা ওকে ছাড়াই ফিরে এসেছিল। ওই একই ঘটনা, গুলি খেয়ে মরেছে, কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই।'

'ওর জিনিসপত্রের কি হলো?'

'শহরে ওর কিছু ধার ছিল, শেরিফ ওগুলো দাবি করে। কোনো নিলামের কথা আমার কানে আসেনি, তবে হ্যানসকে ওর পাওনা দশ ডলার মিটিয়ে দিয়েছে শেরিফ। আমার বিশ্বাস বাকিটা সে-ই আত্মসাৎ করেছে।'

চ্যাপম্যানকে দেখেছে এরফান। ওর পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। মৃত লোকটা এখানে যে নাম ব্যবহার করেছে ওই নামও হয়ত তার নিজের নয়—সুতরাং কারও কাছে খোঁজ খবর নেয়ারও উপায় নেই।

সকালে ইয়কি আর এরফান আবার একসাথেই বেরোল। এরফানের ঘোড়ার পিঠে বাঁধা ছালাটা দেখে কৌতূহল বোধ করছে ইয়কি।

'অনেক খাবার সাথে নিয়েছ—দূরে কোথাও যাচ্ছ?'

'অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একটু দূরেই যাব। সাঁতার জানো তুমি?'

'জানি, তবে আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারব না। নিউ ইয়র্কে থাকতে বড় বড় জাহাজ দেখতাম—সত্যি সুন্দর শহর ওটা। তুমি যদি দেখতে—'

'দেখেছি,' হাসল এরফান। 'পুরো ছটো সপ্তাহ আমার নষ্ট হয়েছে ওখানে। পালিয়ে বেঁচেছি। ওখানকার ইটের ক্যানিয়নকে

ওরা বলে রাস্তা।'

'সবার সেরা।'

'হতে পারে, কিন্তু আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি মুক্ত বাতাস পছন্দ করি। উঁহ, ওখানকার ভিড়, আর যেভাবে সবাই ছুটাছুটি করে, মনে হয় যেন পৃথিবী ধ্বংস হতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি।'

সমালোচনা নীরবেই হজম করল ছেলেটা। যে লোক রসিককে ছেলেমানুষের মতো রাগে আনতে পারে, সে কখনোই না বুঝে হালকা ভাবে কোনো মন্তব্য করবে না। হয়ত তার চেনা একমাত্র শহর নিউ ইয়র্ক আসলে স্বর্গ নয়।

'হ্যাঁ, ওখানে ভিড় সত্যি খুব বেশি,' কিন্তু এখন ইয়কির স্বরে আগের মতো আগ্রহ নেই। 'ওখানে নিশ্চয়ই কিছু স্মার্ট লোকের দেখা পেয়েছ?'

'কয়েকটা,' হাসল এরফান। 'একজন আমার কাছে একটা সোনার ইট বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাকে ছুরি দিয়ে ইটটাকে আঁচড়াতে দেখে সরে পড়ল। আর একজন বলল আমাকে সে আগে কোথাও দেখেছে, কিন্তু আমি যখন বললাম অনেক জায়গাতেই ঘুরেছি, দেখা অসম্ভব না—লোকটা উৎসাহ হারিয়ে ফেলল।'

খুশি হয়ে উঠল ইয়কি। 'লোকটা নিশ্চয়ই কোনো ঠগী দলের সদস্য। ওখানে অমন অনেক আছে।'

'সন্দেহ নেই,' হাসল এরফান। 'এরপর তিনজন লোক আমাকে পোকার খেলার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। চমৎকার ভদ্রলোক ওরা—আমার সব খরচ দেয়ার পরও আরও কিছু টাকা দিলো।'

ছেলেটার চোখ ছটো বিস্ফারিত হলো। 'ওরা তোমাকে

এমনি ছেড়ে দিলো ?'

'কাপড়-জামা 'কিছুই নিতে পারেনি,' জবাব দিলো এরফান। ইয়্কি অনেক দিন হলো পশ্চিমে আছে, ওই কথার মানে কি বোঝে।

রোজ যেখানে থামে সেখান থেকে আরও দু'মাইল এগিয়ে একটা মস্ত গর্তের ধারে পৌঁছুল ওরা। গর্তের ঢালে ঘাস জন্মেছে। তলায় একটা অতিকায় রূপার ডলারের মতো পানি চকচক করছে।

'ওই যে তোমার আটলান্টিক। সাঁতার কাটার জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই,' মন্তব্য করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এরফান।

জামা খুলে ডাইভ দিয়ে পানিতে অদৃশ্য হলো। দশ গজ গিয়ে পানির উপরে মাথা তুলল। ওর অনুকরণ করতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পানির ওপর পড়ে ইয়্কির দম প্রায় ফুরিয়ে এলো। পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে বন্ধুর দিকে এগোল সে। অল্পক্ষণেই বেশি পরিশ্রমে হাঁফিয়ে উঠল।

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে,' উপদেশ দিলো এরফান। 'হাত-পা একটু ধীরে চালালে তোমার গতিও বাড়বে—এবং সহজে ক্লান্ত হবে না।'

কয়েক মিনিট পরেই পানি থেকে উঠে ঘাসের ওপর বসল। সূর্যের তাপে অল্পক্ষণের মধ্যে ওদের ভেজা শরীর শুকিয়ে গেল। ইয়্কি তার জীর্ণ শার্টটা পরীক্ষা করে দেখছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছালাটা নিয়ে এলো এরফান।

'ওটার দফা রফা হয়ে গেছে, দেখো এর মধ্যে কি পাওয়া যায়।' চটের বড় থলেটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো এরফান।

হাত ঢুকাতেই একটা ফ্ল্যানেলের চেক শার্ট বেরিয়ে এলো। এর-

ফানের ইঙ্গিতে ওটা পরে ফেলল সে।

'তোমার ট্রাউজার্সের অবস্থাও তো ভালো না, কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে হয়ত—'

এরই মধ্যে খুঁজতে শুরু করেছে ইয়্কি। ট্রাউজার্স বেরোলো, তারপরে মোজা। কিন্তু এর পরে যেটা বেরোলো তাতে খুশিতে চকচক করে উঠল ওর চোখ—এক জোড়া অ্যাংকল বুট। রেঞ্জ-রাইডাররা ওই রকম বুট ব্যবহার করে। একটা হ্যাটও বেরোলো। আড়ষ্ট ভাবে জমে পোশাকগুলোর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ইয়্কি। এরফানের কথায় সম্বিত ফিরল।

'পরে ফেলো, বোকা ছেলে। ওগুলো দেখার জন্যে আনা হয়নি।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে আদেশ পালন করল ইয়্কি। পশ্চিমে ল্যারির বাবা ছাড়া আর কারও কাছ থেকে সে ভালোবাসা পায়নি। বুঝতে পারছে চোখ দুটো ভিজে উঠেছে—লজ্জা পাচ্ছে। প্রতিটা জিনিসই ঠিকমতো ফিট হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল ইয়্কি, ওর গলা কাঁপছে।

'এরফান, আমি জানি না—'

'ওসব ভুলে যাও, বাছা। সামান্য কয়েকটা টাকায় কি আসে যায়? এখন তোমাকে শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে হবে, বেশি খাও, গাল দুটো ভরুক। আমরা তোমাকে কাউবয় বানিয়ে তবে ছাড়ব।'

নীরব রয়েছে ইয়্কি; কিছু বলতে চায় সে, কিন্তু কিভাবে বলবে বুঝে পাচ্ছে না। চেষ্টা করে জড়তা কাটিয়ে শেষে বলেই ফেলল।

'নিজেকে আমার খুব ছোট মনে হচ্ছে, এরফান। আমার জন্যে এত করছ তুমি, অথচ রিসের ব্যাপারে আমি তোমাকে মিথ্যা

বলেছি। তাস খেলার জন্য নয়, সে আমাকে বুড়ো ডাউটির ওপর স্পাইইং করতে বলেছিল—ওকে জাহান্নামে যেতে বলেছিলাম আমি।'

'সত্যি কথা বলে তুমি ভালো করেছ। সত্য কথায় মানুষ ছোট হয় না, বরং মিথ্যায় জীবন ভরিয়ে ফেললেই ছোট হয়। সম্ভবত খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই ল্যাভার ফাইভ থেকে ওকে ডাবল বারে পাঠানো হয়েছিল। ওরা ডাবল বারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়—সেইজন্যেই আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' বলল ইয়র্কি, 'ওদের হারাতে হবে।'

'নিশ্চয় হারাব,' হাসল এরফান। 'এবার আমার যেতে হবে, কাজ আছে।'

হাত নেড়ে এরফানকে বিদায় জানাল ইয়র্কি। তারপর একা হলে পানির প্রাকৃতিক আয়নায় জামা-কাপড়গুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

রোনা বয়েড পনির ওপর বসে তার সাম্প্রতিক বেঁচে যাওয়ার কথাই ভাবছে পুরোনো জায়গায় এসে। তার আঙ্কেলের সাথে ওই লোকটুটোর কিছু বিরোধ আছে, কিন্তু ওরা তো ভালোই ছিল। উত্তেজনা বশে সে আবার তার ঘোড়াটাকে পানির দিকে এগিয়ে নিলো। কিন্তু ঘোড়াটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলো। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল মেয়েটা। কিন্তু ফল একই হলো। ঘোড়াটা এখানে পানিতে নামতে অস্বীকার করছে। পিছন থেকে একটা কৌতুকপূর্ণ স্বর শোনা গেল।

'জীবনে অনেক খেলাই দেখেছি—এমন দেখিনি।'

রাগের সাথে ঘোড়ার মুখ ঘুরাল মেয়েটা। যাদের কথা ভাবছিল তাদেরই একজন ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দেয়া। মেয়েটাকে কৌতুকের চোখে বিচার করছে।

'রূঢ় হওয়াই দেখছি তোমার স্বভাব।'

'আরোহীর চেয়ে ঘোড়া বেশি সমঝদার হলেও খাপ্তি পেলে আমার খারাপ লাগে,' জবাব দিলো সে। 'কিন্তু আবার মরার জন্যে ওদিকে যেতে চাইছ কেন?'

'আমি চাই না, দেখতে চাচ্ছিলাম ঘোড়াটার মনে আছে কি না।'

'কিন্তু ঘোড়াটা যদি মনে না রেখে পানিতে নেমে পড়ত? তুমি তো সেই আগের মতোই বিপদে পড়তে?'

'বাহাদুর ছেলে তুমি, নিশ্চয় আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে?'

'হ্যাঁ, দড়ি দিয়ে টেনে তুলতাম বটে—কিন্তু তোমার অবস্থা খুব ভালো থাকত না। তুমি বাঁচতে কিন্তু ঘোড়াটা মারা পড়ত।'

'ঠিক। তোমার সাথে এখন সেই করিতকর্মা বন্ধুটা নেই তো?' কথা বলতে বলতে একটু লাল হলো ওর গাল। 'আমার জমিতে কি করছ তুমি?'

রাগটা অনেক কষ্টে চাপল ল্যারি। যত যাই হোক মেয়েটা এখানে নতুন। তাছাড়া এত সুন্দর একটা মেয়েকে কিভাবে বকাবকি করা যায়?

'এই জমি আমার,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'বয়েডের সীমানা ওই ঢিবি পর্যন্ত।'

কথায় হেরে গিয়ে ওর গাল আরও একটু লাল হলো। 'তাহলে আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি?'

'তুমি যখন খুশি আসতে পারো—কিন্তু তাই বলে ল্যাডার ফাইভের কীটগুলোকে আসতে দেবো মনে করো না।'

'ল্যাডার ফাইভের কথা বললে আমিও তার মধ্যে পড়ে যাই।'

ল্যারি বুঝতে পারছে তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে। 'আমি কথায় খুব পটু নই, যা মনে হয় তাই বলি।' ঘুরে, ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

রোনা বয়েড ওর দিকে চেয়ে রইল। অবাক হয়েছে সে—কিন্তু পরক্ষণেই হো হো করে হেসে উঠল। 'খুব দাম দেখিয়ে চলে গেলে, বন্ধু—পরে দেখা যাবে,' মনে মনে ভাবল রোনা।

ল্যাডার ফাইভ র‍্যাঞ্চ হাউস বেশ প্রশস্ত। ঢালটা ঝোপে ভরা। ওপাশে বাঙ্ক হাউস। মাঝখানে রাস্তা। ঘোড়াটাকে একটা ছেলের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে এগোলো রোনা।

'আজ সকালে কোনদিকে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল বয়েড।

'আমি দুর্ঘটনার জায়গায় আবার গিয়েছিলাম—ভালো কথা, তুমি ওদের দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলে?'

'এরফান জেসাপের সাথে দেখা হয়েছে। সে যা পাচ্ছে তার ডবল দেবো বলে ওকে একটা চাকরির অফার দিয়েছিলাম। লোকটা—'

'প্রত্যাখ্যান করেছে,' বলল রোনা।

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'জানি না—আন্দাজ করলাম। ঘুষ দিয়ে ওকে দলে টানা যাবে না।'

'ঘুষ নয়, সে আমার উপকার করেছে, আমি তাকে কিছুটা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। ওকে চাইনি। আর ওই বোকা ল্যারি—'

'সে তার নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল,' মনে করিয়ে দিলো রোনা।

সশব্দে হেসে উঠল রুনো। 'ওটা খোয়া গেলেই আমি খুশি হতাম,' গম্ভীরভাবে জানাল সে। অপেক্ষা করে ও বুড়ো হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কাছ থেকে ধন্যবাদ পাবে না।'

মেয়েটা তর্ক করল না। মামাকে নতুন করে চিনছে সে। তার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মামাই তার সব ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে—তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে—সবদিক থেকে বাপের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করছে। এই দুই পরিবারের তিক্ততা যতটা আন্দাজ করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে সে যেমন দুঃখ পাচ্ছে তেমনি আশ্চর্য হচ্ছে।

সাত

রুনো, ডাচ উইলিয়াম আর লাম্পি, র‍্যাঞ্চের ছোট অফিস ঘরে বসে আলাপ আলোচনা করছে।

'হুঁ, তাহলে এরফান জেসাপ তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে?' বলল ডাচ। 'দুঃখের বিষয়, ওকে পেলে আমাদের সুবিধাই হতো।'

'কোনো দরকার নেই,' বলে উঠল লাম্পি। 'ওর মতো বেয়াড়া

লোকের ওষুধ আমার জানা আছে।'

'কাউকে অ্যামবুশ করা আমি সহ্য করব না, লাম্পি। এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে। তাছাড়া ওই খেলা দুই পক্ষই খেলতে পারে।'

'ওই কথা বলছিলাম না আমি,' মিথ্যা বলল সে। 'কিন্তু ও রিসকে খুব নাজেহাল করেছে। এখন রিস যদি কিছু করে সেটা আমাদের দেখার কথা নয়।'

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ক্রনো বলল, 'সে যদি ওসব কিছু করে তবে আমি নিজেই ওকে শেরিফের হাতে তুলে দেবো।'

'ওকথা শুনলে রিস ভয়েই মরে যাবে,' টিটকারী দিলো লাম্পি।

হাত নেড়ে অস্থিরতা প্রকাশ করল ডাচ। 'তুমি বলছিলে আমাদের জন্যে কিছু খবর আছে,' মনে করিয়ে দিলো সে।

'হ্যাঁ, খবর আছে – এটা জরুরীও হতে পারে। ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে এতে হয়ত আমাদের অনেক সুবিধা হবে।' বলে চললো ক্রনো. 'খবরটা এসেছে এখানকার ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজারের কাছ থেকে। তোমরা জানো গরুর ব্যবসায় কয়েক বছর থেকে মন্দা চলছে, আমরা সবাই ধারের টাকায় চলছি। ডাবল বারের ধার এত বেশি যে ওরাও ব্যাঙ্কের কাছে র‍্যাঞ্চটা মর্টগেজ রাখতে বাধ্য হয়েছে। ওটার মেয়াদ ছমাস পরেই শেষ হয়ে যাবে।'

'ওরা সেটা রিনিউ করিয়ে নেবে,' বলল ডাচ। 'এসব ছোট শহরে ব্যাঙ্ককে কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হয়।'

'কিন্তু শেপার্ড উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এদিককার সব র‍্যাঞ্চারই ওই ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়েছে—আমিও বাদ নেই।' বিষণ্ণভাবে হাসল ক্রনো। 'ডেভ ডাউটি মারা যাবার পর এখন অনভিজ্ঞ ল্যারি মালিক হয়েছে। ওর প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না ব্যাঙ্ক। হয়ত ওরা

খুশি মনেই মর্টগেজটা বিক্রি করতে রাজি হবে।'

সিধে হয়ে উঠে বসল ডাচ। 'মন্দ বলোনি, ক্রনো। কত?'

'চল্লিশ হাজার।'

'ডেভ ডাউটির কি মাথা খারাপ হয়েছিল?'

'না, ওই র‍্যাঞ্চের দাম এর চেয়ে অনেক বেশি। আর সে ভেবেছিল আগের ম্যানেজারই থাকবে—ওদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল।'

'টাকা কোথায় পাবে?' প্রশ্ন করল ডাচ।

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রনো। 'টাকা যোগাড় করার জন্যে আমাদের হাতে ছমাস সময় রয়েছে।'

'ল্যারিরও তাই। সে কি জানে?'

'মনে হয় না। আমি কথায় কথায় শেপার্ডকে বলেছি, ল্যারিকে জানানোর আগে বাপের মৃত্যুর ধাক্কাটা সামলে ওঠার সুযোগ ওকে দেয়া উচিত।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ,' খুশি হয়ে উঠল ডাচ। 'অন্তত কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারব আমরা।'

নতুন পোশাক পেয়ে ইয়কি যেমন অবাক হয়েছে, র‍্যাঞ্চের কর্মচারীরাও তেমনি অবাক হয়েছে। এ জন্যে বেশ কিছু হালকা রসিকতাও ওকে সহ্য করতে হয়েছে। তবে ইয়কির জিভের যা ধার তাতে বেশি বলতে কেউ সাহস করেনি।

র‍্যাঞ্চ-হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় ইয়কিকে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিপ আর নয়জি দুজনই ঠাট্টা করে ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার ভান করল।

'জানো,' বলল পিপ, 'ল্যারি তলে তলে র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন এর কোনো মালিক নেই। আমি কাজে জবাব দিয়ে দিচ্ছি—এভাবে কাজ করব না আমি।'

মাথা ঝাঁকাল নয়জি। এগিয়ে এসে দশ গজ দূরে থামল ওরা। আরও দুজন রাইডার এসে নীরবে ওদের পাশে সারবেঁধে দাঁড়াল। তার প্রতি সবার এই মনোযোগে ইয়কি বেশ মজা পাচ্ছে।

'হওডি, ফেলার্স্।'

'ওটা কথাও বলে!' অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে পিপ বলল। 'গলাটা কেমন যেন চেনা-চেনা ঠেকছে।'

ওদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল ইয়কি, কিন্তু মুখে হাসি।

'আরে, ওতো আমাদের ইয়কি!' এতক্ষণে নতুন করে চেনার ভান করল ফয়েস্ট। 'এত সব সুন্দর জামা-কাপড় তুমি কোথায় পেলে, বাছা?'

'সিগারেটের পয়সা বাঁচিয়ে কিনেছে মনে হয়।'

'এত কম সময়ে সেটা সম্ভব না—ও তো সপ্তাহে এক ডলার পায়।'

'ঠিক বলেছ, ওর বেশি আমি পাই না,' বলল ইয়কি।

'তাহলে নিশ্চয় কোনো দোকান লুট করেছে,' হাসল পিপট।

'যাও, ভাগো এখান থেকে,' বলল ইয়কি। 'নিউ ইয়র্কে আমার বড়লোক আঙ্কেল—'

সবাই একসাথে হেসে ওঠায় কথাটা আর শেষ হলো না। এরফানও এসে এখন যোগ দিয়েছে ওদের সাথে।

'ওদের কথা ধরো না—ওরা হিংসায় মরছে বলেই এসব কথা বলছে। তুমি ডাবল বারের সব চেয়ে ফিটফাট সদস্য হবে

নাচে।'

'নাচ? কবে? কোথায়?' সবাই একসাথে প্রশ্ন করল।

'শুনলাম শহরের স্কুল-হাউসে নাচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকিট জনপ্রতি এক ডলার। অনুমোদিত লোকের জন্য।'

'শেষ শর্তে ল্যাডার ফাইভের সবার বাদ পড়ার কথা,' মন্তব্য করল টাইনি। 'কখন হবে এই নাচ?'

'শিগগিরই, তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।'

'কিন্তু বেতন পেতে তো এখনও দু'সপ্তাহ বাকি। আমাদের কি হবে?'

'চিন্তা কি? ল্যারির কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিও,' প্রস্তাব দিলো এরফান।

সন্ধ্যায় ল্যারি আর মার্ভিন দুজনকেই খবরটা জানাল এরফান। তাদের কেউই এটা খুশি মনে নিলো না।

'রেইনবো জেগে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি খবরটা কোথায় পেলে?' প্রশ্ন করল ল্যারি।

'এখানে ফেরার পথে ম্যালাচির সাথে দেখা হয়েছিল। ওর কাছেই শুনলাম। লোকটাকে আমার কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয়।'

'ও নিশ্চয়ই নাচের খবর জানাতে এতদূর আসেনি?'

'না, আর একটা ব্যাপার ছিল। সে বলল নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে তোমার একটু আলাপ করা দরকার।'

'তার মানে?'

'এর চেয়ে বেশি সে আর কিছু বলেনি। কিন্তু তোমার জায়গায় আমি থাকলে ওর উপদেশ শুনতাম। ম্যালাচি নিজের ব্যাপারে উদাসীন হলেও, বোকা নয়।'

'ঠিক আছে, সকালে যাব শহরে।'

'সে আরও বলল নাচের ব্যবস্থা ক্রনো বয়েড করেছে—ভাগনীর সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দেয়াই ওর উদ্দেশ্য।'

ল্যারির গাল দুটো আরক্ত হয়ে উঠল। 'তাহলে ডাবল বারের কেউ যাবে না ওই নাচে।'

'কিন্তু এতে কর্মচারীরা সবাই খুব ক্ষুব্ধ হবে। তাছাড়া অন্যেরাও আমাদের ভালো চোখে দেখবে না,' বলল মার্ভিন।

'ও ঠিকই বলেছে, ল্যারি,' মন্তব্য করল এরফান। 'না গেলে তোমার ক্ষতিই হবে।'

'তুমি কোন পক্ষে আছো বলো তো?' চটে উঠে প্রশ্ন করল ল্যারি।

'তোমার দিকে। ক্রনোকেও গতকাল একই কথা জানিয়ে দিয়েছি। সে আমাকে ডাবল বেতনের লোভ দেখিয়ে দলে টানতে চেয়েছিল।'

'তোমাকে সে ওই প্রস্তাব দিয়েছিল—তুমি নাওনি? আমাকে মাপ করো, এরফান—আজকাল আমার মাথাটা কেমন যেন গরম থাকে।'

'লোকটা বলছিল আমার কাছে নাকি সে ঋণী।'

'বয়েড ঋণী? আসলে আমার কাছ থেকে একজন ভালো লোক ভাগিয়ে নিতে চেয়েছিল।'

'আর একজন নবাগতকেও সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে নাচের আয়োজন করা হয়েছে। লোকটা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার।'

'তাহলে তো কথাই নেই—আমাদের ওখানে হাজির থাকতেই হবে। ইঙ্কি নিশ্চয় আগেই খবর পেয়েছে—নতুন জামা কাপড় পরে সে এখন থেকেই তৈরি।'

'হ্যাঁ, ফেরার পথে আমিও দেখলাম। চমৎকার মানিয়েছে। নিশ্চয় তোমার কাজ?'

'চিকিৎসার একটা অঙ্গ,' বলল এরফান।

ব্যাঙ্কের ভিতরে খাসকামরায় ম্যানেজারের মুখোমুখি বসে আছে ল্যারি। ছোটখাট মানুষ ম্যানেজার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চুল পাতলা হয়ে এসেছে, চোখে চশমা।

'আপনার এই দুর্বিপাকের মধ্যে আর কষ্ট দিতে চাইনি,' বলল সে। 'কিন্তু আপনি যেচে এসেছেন দেখে খুশি হলাম। আপনার সাথে দেখা করা আমার দরকার ছিল।'

'কোনো বিশেষ কারণ?'

'তা বলতে পারেন। আপনার বাবার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে কি আপনি জানেন কিছু?'

'না, বাবা ওসব ব্যাপার সর্বদা নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখত। আমি এখনও সব কাগজ পত্র দেখার সময় পাইনি।'

'ভালো কথা, মিস্টার ডাউটি। ব্যাঙ্কের কাগজ-পত্র আর খাতা ঘেঁটে এই এলাকার লোকজনের কাছে ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ টাকা পাবে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

'আপনি বলছেন ডাবল বারও ওদের একজন?'

'একমাত্র পার্টি না হলেও ব্যাঙ্ক ডাবল বারের কাছেই সব চেয়ে বেশি টাকা পাবে।'

এই সময়ে দরজা খুলে একটা সোনালি চুলের মেয়ে ঘরে ঢুকল। 'ওহ, সরি। আমি জানতাম না তোমার কাছে লোক আছে, বাবা।'

'আমার একমাত্র মেয়ে মলি,' পরিচয় করিয়ে দিলো ব্যাঙ্কার।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল ল্যারি। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' মেয়েটা আবার ভিতরে চলে গেল—কিন্তু যাবার আগে আর একবার চেয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল ল্যারিকে তার পছন্দ হয়েছে।

'এখন পরিস্থিতিটা কি?' জিজ্ঞেস করল ব্যাঙ্কার।

'চল্লিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে র‍্যাঞ্চটা আমাদের কাছে মর্টগেজ দেয়া হয়েছে।'

'কি বললেন? চল্লিশ হাজার?' চমকে গিয়েছে ল্যারি—চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'সে তো অনেক টাকা।'

'হ্যাঁ, এত টাকা হারাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। আমি শুনেছি গরুর ব্যবসায় কয়েক বছর ধরে মন্দা চলছে।'

'একটা পাই পয়সাও আপনাকে হারাতে হবে না,' অভয় দিলো ল্যারি। 'সামনে সুদিন আসছে।'

'কিন্তু ক্রনো বয়েড অভিজ্ঞ মানুষ—তিনি আপনার মতো আশাবাদী নন।'

ল্যারির মুখ কালো হলো। 'ল্যাডার ফাইভের সাথে এর কি সম্পর্ক?'

'আমাদের ব্যাঙ্কের পলিসি হচ্ছে এক খদ্দেরের কথা আমরা অন্য খদ্দেরকে জানাই না,' গর্বের সাথে বলল শেপার্ড।

'তাহলে ক্রনো বয়েড ডাবল বারের কথা জানে না?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে জবাব দিলো, 'অন্তত আমাদের কাছ থেকে জানবে না।'

লোকটার চেয়ে ল্যারি স্পষ্ট বুঝতে পারছে মিথ্যা বলছে সে। টুলে বসে বছরের পর বছর যোগ-বিয়োগ করে করে শেপার্ড দায়িত্বশীল পদে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধির অভাব রয়েছে। অন্যের সাথে

হম্বিতম্বি করলেও ক্রনোকে 'হুজুর, হুজুর' করবে সন্দেহ নেই।

'আমাকে এখন কি করতে বলেন?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'ছ'মাসের মধ্যেই মর্টগেজের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হেড অফিস এটা আর রিনিউ করবে না। টাকাটা শোধ করে দিতে হবে।'

'না পারলে?'

কাঁধ উঁচাল ব্যাঙ্কার। 'র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করে দেয়ার অধিকার আমাদের আছে।'

ল্যারির কোনো কথাই শুনতে রাজি নয় শেপার্ড। এই সময়ে জোর করে বিক্রি করতে গেলে র‍্যাঞ্চের দাম দূরের কথা ব্যাঙ্কের টাকাও উঠবে না, অথচ অপেক্ষা করলে ব্যাঙ্ক তার পুরো টাকাটাই পাবে। কিন্তু কোনো যুক্তিই মানল না শেপার্ড—কেবল একরোখার মতো মাথা নাড়ল। উপরওয়ালাদের কথা তার ভাবতে হবে; আগের ম্যানেজার বেহিসেবী হয়ে ভুল জায়গায় টাকা খাটিয়েছে; সে দুঃখিত, কিন্তু ওর হাত-পা বাঁধা, ইত্যাদি।

চোয়াল শক্ত করে ব্যাঙ্কারের সব কথা শুনল ল্যারি। পদমর্যাদা জাহির করতে পারার আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করছে লোকটা। ওঠার সময়ে যন্ত্রচালিতের মতো শেপার্ডের থলথলে হাতটা গ্রহণ করল ব্যাঙ্কার।

'আশা করি নাচে আবার আমাদের দেখা হবে,' বলল শেপার্ড। 'আমাদের জন্য মিস্টার বয়েডের এই সৌজন্য সত্যিই প্রশংসনীয়।'

বিদায় নিয়ে পার্লারে এসে ঢুকল ল্যারি। সেলুনে বিল উইলমো একাই রয়েছে।

'ম্যালাচি কোথায়?'

'বিপক্ষ ক্যাম্পে হবে,' হাসল বিল। 'অদ্ভুত লোক ওই ডাক্তার, এখানে সব সময়ে নগদ টাকায় মদ খাবে, কিন্তু সড়ির ওখানে বাকিতে খেতে ওর আপত্তি নেই। বলে আমার কাছে ধার রেখে মরলে সে মরেও শান্তি পাবে না—কিন্তু সড়ির কাছে ধার যত বেশি থাকবে, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো নাকি তত বেশি আনন্দের হবে। ওকে দরকার?'

'একটা লার্জ হুইস্কি দাও।'

'ব্যাপার কি, বাছা?' একটা বোতল আর গ্লাস ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো বিল।

এক চুমুকে অর্ধেক গ্লাস খালি করে ঘটনা খুলে বলল। শুনতে শুনতে বিলের চেহারা গম্ভীর হলো।

'আমি জানতাম ডেভ ডাউটি একটু টানাটানির মধ্যে আছে—কিন্তু এতটা আশা করিনি। তোমার ধারণা বয়েড একথা জানে?'

'অবশ্যই জানে। যে করেই হোক টাকাটা আমার যোগাড় করতেই হবে, নইলে বয়েড অর্ধেকেরও কম দামে ডাবল বার কিনে নেবে।'

'ল্যারি, আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তা আমি নিশ্চয় করব, কিন্তু জানো তো গরু ব্যবসায় মন্দা থাকায় আমার অবস্থাও এখন সুবিধার নয়।'

'জানি, বিল, ধন্যবাদ। এটা আমাকেই সামলাতে হবে।'

ম্যালাচি সেলুনে ঢোকায় ওদের কথায় ছেদ পড়ল। আজ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে ডাক্তার। নিজের জন্য সামান্য একটু হুইস্কি ঢেলে নিলো সে।

'খবর পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

'শেপার্ডের সাথে তোমার দেখা হয়েছে? লোকটাকে কেমন মনে হলো?'

'মনে হয় যোগ্য লোককে হটিয়ে সে ওই চেয়ারে বসেছে।'

'ঠিক বলেছ, প্রেস্টন যেদিন পুবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো, রেইনবোর জন্যে ওটা ছিল একটা কালো দিন। শেপার্ড চিরদিন বসের আণ্ডারেই কাজ করে এসেছে, এখানেও সে একজন বস জুটিয়ে নেবে।'

'এরই মধ্যে নিয়েছে,' তিক্ত স্বরে জবাব দিলো ল্যারি। 'তবে সে নিজেও হয়ত তা জানে না।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যালাচি। 'বয়েড তার ভাগনীর সম্মানে নাচের ব্যবস্থা করে শেপার্ডকে জানিয়েছে ওর জন্যেই এই আয়োজন। চালাক লোক। ব্যাঙ্কে ওর কত ধার আছে কে জানে?'

'তুমি নাচে আসছ?'

'আসতে পারি, ঠিক নেই। শুনলাম মেয়েটা নাকি সুন্দরী। দেখেছ ওকে?'

'হ্যাঁ, চেহারা সুন্দর এতে সন্দেহ নেই।' স্বীকার করল ল্যারি। একটু বাদে বিদায় নিলো সে।

'ল্যারির বেশি করে ড্রিঙ্ক করা উচিত; বিষণ্ণতা কাটাবার জন্যে এর চেয়ে ভালো ওষুধ আর নেই। মানুষকে একেবারে স্বর্গে পৌঁছে দেয়—'

'হ্যাঁ, আর পরদিন দড়াম করে নরকে আছড়ে ফেলে,' কথাটা শেষ করল বিল। 'আমাকে বলো না, ডাক্তার; ওই জিনিস বিক্রি করি আমি।'

আট

খাবার টেবিলে বিশেষ কথা বলল না ল্যারি। কিন্তু খাওয়ার পর এরফান আর মার্ভিনের সাথে আগুনের ধারে বসে বুকের ভারটা হালকা করল।

'এটা কি করে হয়?' খেপে উঠল মার্ভিন। 'নিশ্চয় ব্যাঙ্কার তোমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে।'

'না, বাবার সই করা দলিলটা আমি দেখে এসেছি,' বলল ল্যারি। 'হয় আমাদের টাকা শোধ করতে হবে—আর নয়ত বয়েডের কাছে ডাবল বারের মালিকানা ছেড়ে দিতে হবে।'

'ব্যাঙ্কের কাছে ল্যাডার ফাইভের দেনা নেই?' এরফান জিজ্ঞেস করল।

'আছে, কিন্তু আমাদের মতো এত না।'

'তাহলে ওদেরও টাকা যোগাড় করাটা খুব সহজ হবে না।'

'ডাচ উইলিয়াম পুব থেকে টাকা আনার ব্যবস্থা করলেই মুশকিল।'

'কিন্তু তাতে ওদের যথেষ্ট সময় লাগবে। এদিকে আমরাও টাকা যোগাড় করার জন্যে কিছুটা সময় হাতে পাব। টাকার অঙ্ক শোধ

করে কিছুটা কমিয়ে—'

'আমি ওই প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু শেপার্ড শুনতে নারাজ। বয়েড ওকে বুঝিয়েছে গরু ব্যবসার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

'ঠিক আছে, ওদের জন্যে ওর কথাই সত্যি করে তুলব আমরা। কথাটা আমাদের মধ্যেই গোপন রাখা ভালো। তুমি কোনো উপায় খুঁজে পেলে, ল্যারি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা এত দূরের যে বললে অবাস্তব শোনাবে।'

অল্পক্ষণ নীরব থেকে আবার বলল, 'তোমরা রেড রুফ-এর গুপ্তধনের কথা শুনেছ?'

'নিশ্চয়,' বলল মার্ভিন, 'কিন্তু ওসবে খুব একটা বিশ্বাস আমার নেই।'

'কিন্তু ঘটনাটা সত্যি,' বলে উঠে গিয়ে ঘরের কোনায় রাখা ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা দুমড়ানো কাগজ নিয়ে এলো ল্যারি। 'শোনো এতে কি লেখা আছে: "প্রিয় ডেভ,—অনেক টাকা করেছি আমি, সেইসাথে কিছু শত্রুও জুটেছে আমার। শত্রুরা কেউ আমাকে শেষ করার আগেই টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছি সেটা তোমাকে জানিয়ে যেতে চাই। ওল্ড ক্লাউডি বেসিনে হাঁটুর কাছে পৌঁছে ভালো করে চেয়ে দেখো। পশ্চিম হচ্ছে উত্তর, আর উত্তর হচ্ছে দুপুর বারটা। অর্ধেক পরে বেশি জলদি হয়ে যাবে। বাকি নির্দেশ আমি আর একজন বাহকের হাতে পাঠাব। তোমার ভাই, রুফ।" তিন বছর আগে এটাই আমরা শেষ খবর পেয়েছি।'

'দ্বিতীয় বাহক আর শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়নি?' জিজ্ঞেস করল এরফান।

'জানি না। কিছুদিন পর ক্লাউডি ট্রেইলের দু'তিন মাইল ভিতরে

একজন নবাগতকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ওকে গুলি করে ওর সব কিছু লুট করা হয়েছে। লোকটা শহরে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে হয়ত বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছিল। যাই হোক, অনেকেই ওই সম্পদ উদ্ধার করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুই পায়নি। অবশ্য ক্লাউডি অনেক বড় এলাকা।'

'তোমার বাবা চেষ্টা করেনি?'

'জানি না, তবে কয়েকবার সপ্তাহ খানেক করে বাইরে কাটিয়েছিল—কিন্তু দ্বিতীয় নির্দেশটা ছাড়া ওটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

'তাহলে এই কাগজটার জন্যেই—'

'বাবা খুন হয়েছে। হ্যাঁ, বাকি অর্ধেক আর কারও কাছে আছে। আমার বিশ্বাস, এটা চুরি করার জন্যেই রিগকে এখানে পাঠানো হয়েছিল।'

'তারমানে অন্য অংশ রয়েডের কাছে আছে?'

'আমার তাই ধারণা—কিন্তু প্রমাণ নেই। এই কাগজে যে জায়গার কথা লেখা আছে সেটা সহজেই আমি খুঁজে বের করতে পারব, কিন্তু অন্য কাগজটা ছাড়া...' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ল্যারি।

'দূরের হলেও এটা একটা আশা, ল্যারি। আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে। তবে একটা ব্যাপারে আমাদের সুবিধা আছে, দ্বিতীয় কাগজটা যার কাছে আছে সে জানে না কোথায় শুরু করতে হবে।'

'ইস, ওই কাগজটা যদি হাতে পেতাম,' বিলাপের সুরে বলল কোয়ম্যান।

"'যদি'—ওটা একটা সাংঘাতিক শব্দ। সারা ডিকশনারিতে

অমন আর একটা শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

নাচের রাত উপস্থিত। ডাবল বারের সবাই ব্যস্ত। শার্ট ধোয়া হয়েছে, বুট ঝকঝক করছে। এতদিনে সবার টাইয়ের খোঁজ পড়েছে।

'আমার সিল্কের লাল টাইটা কে নিলো?' পিপট জানতে চাইল। তারপর নয়জিকে জিনিসটা লুকাতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'তুমিই তো ওটা আমাকে দিয়েছিলে,' প্রতিবাদ করল নয়জি।

'তোমাকে পরতে দিয়েছিলাম। মনে করেছ বেতনের টাকা দিয়ে তোমাদের জামা-কাপড় কিনে দেয়া ছাড়া আমার আর অন্য কাজ নেই?'

'একটা পাই পয়সাও তুমি রোজগার করো না—ল্যারি তোমাকে যা দেয় সেটা আমাদের বেতনের একটা অংশ,' হাসল নয়জি। 'সব কাজ তো আমরাই করি।'

রাঁধুনী আজ রান্না বাদ দিয়ে চুলোয় ইস্তিরি গরম দিচ্ছে। অনেকদিন ব্যবহার না করায় ভাঁজ পড়া কোট ইস্তিরি করার জন্যে সবাই প্যাডিকে তাগাদা দিচ্ছে। একমাত্র প্যাডির ক্ষুরেই কিছুটা ধার আছে বলে ওটার জন্যেও ঘনঘন তাগাদা আসছে। এক নাগাড়ে কথা বলে প্যাডি নাচের গুষ্টি উদ্ধার করছে, বলছে কেবল বোকা লোকেরাই নাচে যায়। ওকে র‍্যাঞ্চেই থাকতে হবে সন্ধ্যায়।

এরফানকে তৈরি না হয়ে আসতে দেখে পিপ বলল, 'তোমার দেরি হয়ে যাবে, এরফান—জলদি তৈরি হয়ে নাও।'

'আমি যাচ্ছি না,' জবাব এলো। 'বাড়ি দেখে রাখার জন্যেও একজন কারও থাকা দরকার। রাঁধুনী প্যাডিকে কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে?'

'হাহ্, ওকে নিতে হলে একটা ওয়াগন লাগবে,' টিপ্পনী কাটল স্লিম।

'ঠিক আছে, তোমার বদলে কে থাকবে সেটা আমরা তাস কেটে স্থির করে নিচ্ছি,' বলল টাইনি, অন্য সবাইও এতে মত দিলো।

'আমার জন্যে ভাবছ দেখে খুশি হলাম, কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি,' জানাল এরফান। 'তাছাড়া নাচ আমার বিশেষ ভালোও লাগে না।'

পরে লোকজন নিয়ে যাত্রা শুরু করার আগে ল্যারি বলল, 'এখানে পড়ে থেকে কি হবে? চলে এসো, এরফান, প্যাডি একাই র‍্যাঞ্চ সামলাতে পারবে।'

'হয়ত কিছুই না, কিন্তু আমার মন বলছে আজকে একটা কিছু ঘটতে পারে।'

কাউহ্যাণ্ডদের হট্টগোল দূরে মিলিয়ে যাবার পর বসার ঘরে ফিরে এলো এরফান। রুকের চিঠিটা কোথায় রাখা হয়েছে জানা থাকায় চোরা ড্রয়ার থেকে ওটা বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। কাগজটা হাতে নিয়ে ভাবছে এরফান। একটা শেলফের ওপর ধুলো-বালির মাঝে একটা স্পাইক ফাইল রয়েছে। শোধ করা অনেক বিল ওখানে গাঁথা আছে। অর্ধেক বিল বের করে চিঠিটা স্পাইকে গেঁথে বিলগুলো আবার ভরে রাখল। তারপর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে খোঁয়াড়ের ঠিক সামনে ওটাকে বেঁধে রাখল। সব প্রস্তুতি সেরে আগুনের ধারে বসে একটা সিগারেট ধরাল সে।

'কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, এখন এরফানের মনে হচ্ছে মিছেই নাচটা মিস করল। ঠিক এই সময়ে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধুনীকে জাগাল এরফান।

'একটা রাইফেল নিয়ে তৈরি থাকো—র‍্যাঞ্চে কি যেন ঘটছে।' কাঠের গাদার পিছনে ছাপরাটার দিকে তাড়াতাড়ি এগোল এরফান। দেখল লোকটা আগুনের পাশে বসা।

'ল্যারি, একটা ঘোড়া নিয়ে রেইনবোতে চলে যাও—ওখানে স্কুল হাউসে ল্যারি আর কাউহ্যাণ্ডরা আছে, ওদের ডেকে আনো। বলবে র‍্যাঞ্চে বিপদ ঘটেছে। জলদি যাও। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। আর সময় নষ্ট না করে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে এলো এরফান। ঘোড়া নিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ল। অল্পদূর যাওয়ার পরই একটা ঝিলিক দেখল, তারপরই বিস্ফোরণের শব্দ। একটা গরুর ভয়ার্ত চিৎকার—গরু চোর! ঘোড়ার গতি কমাল এরফান। ফাঁদে পা দেয়ার ইচ্ছে ওর নেই। গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে জড় করছে ওরা।

রাইফেল বের করল এরফান। মানুষের একটা আবছা আকৃতি দেখতে পেয়ে সাবধানে তাক করে ট্রিগার টিপে দিলো। গুলির শব্দের পরে ওদিক থেকে চাপা গালির আওয়াজে বুঝল বুলেটটা বৃথা নষ্ট হয়নি। একসাথে আগুনের তিনটে আঙুল দেখা গেল—কিন্তু এরফান ততক্ষণে ওখান থেকে সরে গেছে। আগুনের শিখাগুলো লক্ষ্য করে দ্রুত তিনটে গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু তিনটে গুলি তিন জায়গা থেকে করল। ওদের বোঝাতে চাইছে সে একা নয়। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলেই মনে হলো।

হেঁড়ে গলায় কেউ বলে উঠল, 'চলো, এবার সরে পড়ি। ওদের যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে।'

এরফানের আরও ছটো গুলি ওদের আরও তাড়াতাড়ি পালাতে সাহায্য করল। আগে বাড়ল সে। অন্ধকারে কি যেন একটা পড়ে

আছে—কাছে গিয়ে দেখল ওটা একটা ঘোড়া। ওর পিঠ থেকে জিনটা খুলে নেয়া হয়েছে। কাছেই গোটা বিশেক গরু এক সাথে জড় হয়ে আছে। ওদের ছত্রভঙ্গ করল এরফান। গরুচোরগুলো যদি আবার ফিরে আসে তবে প্রথম থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

কোনো শব্দ না করে পিছনের দরজার দিকে এগোল এরফান। রান্নাঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে প্যাডি। হুইস্কির খোঁজে এক ছুটে বসার ঘরে চলে এলো—দেখল ঘরটাতে সাইক্লোন বয়ে গেছে। চেয়ার-টেবিল উল্টে পড়ে আছে—গোপন ড্রয়ারটাও খোলা। শেলফের দিকে চাইল সে—বিলের ময়লা কাগজগুলো কেউ ধরেনি। হুইস্কির বোতলটা নেই। ফায়ারপ্লেসে খালি বোতলটা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। দরজার কাছে থেকে হঠাৎ একটা স্বর শোনা গেল :

'বাঁচতে চাইলে একটুও নড়ো না।'

ঘোরার দরকার ছিল না। ফায়ারপ্লেসের ওপর রাখা ছোট আয়নায় মুখোশ পরা লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—ওর হাতে উদ্যত পিস্তল। লোকটার দ্বিতীয় আদেশও মানল এরফান, কিন্তু হাত দুটো বেশি উপরে তুলল না।

'রুক ডাউটির চিঠিটা কোথায়?' অজ্ঞাত লোকটা খেঁকিয়ে উঠল।

'আমার পিছনের শেলফে ফাইলের ভিতর।'

আয়নায় ওকে লক্ষ্য করছে এরফান। শেলফের কাছে গিয়ে বিল-গুলোর দিকে হাত বাড়াবার সময়ে মুহূর্তের জন্যে এরফানের দিক থেকে চোখ সরাল লোকটা। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল এর-ফান। ওর ডান হাতটা সাপের ছোবলের মতো পিস্তল তুলে নিলো।

ঘুরেই গুলি চালাল সে—বুলেটের ধাক্কায় পিস্তল ফেলে এক লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। মাত্র দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই এত কিছু ঘটে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে আর একজনের গলার স্বর শোনা গেল।

'কি ব্যাপার র‍্যাট? সাহায্য দরকার?'

'না,' বলে দাঁতে দাঁত চেপে আবার গুলি চালাল এরফান। ঝন-ঝন শব্দে দরজার কাঁচ ভেঙে গুলি বেরিয়ে গেল।

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হলো। বাইরে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'চোট পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, কাঁধে।'

তাড়াহুড়ার শব্দ হলো। তারপর খুরের আওয়াজে বাকিটা বোঝা গেল।

রান্নাঘরে ফিরে এরফান দেখল ততক্ষণে রাঁধুনীর জ্ঞান ফিরেছে। ওর মাথার পিছন দিকটা ফুলে উঠেছে।

'আজ রাতে এসব কি ঘটছে?' বড় বড় চোখে এরফানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল প্যাডি।

'তুমিই বলো কি ঘটেছে,' প্রস্তাব দিলো এরফান।

'বেশি কিছু না। দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভাবলাম তুমি ফিরেছ। দেখতে গেলাম—ছাদ ভেঙে পড়ল মাথায়।'

রেইনবোতে নাচের অনুষ্ঠান রীতিমত জমে উঠেছে। ডাবল বারের সবাই পৌঁছে গেছে—হ্যাট, পিস্তল আর স্পার জমা দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকেছে। মেঝে থেকে ডেস্কগুলো সরিয়ে দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে কামরার একপাশে পিয়ানো আর বেহালাবাদক—ওদের-

কে সভির সেলুন থেকে আনা হয়েছে। ক্রনো বয়েড সহাস্যে বেছে বেছে উঁচু দরের লোকজনের সাথে রোনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এখন ম্যালাচির সাথে নাচছে মেয়েটা। ভালো নাচে ডাক্তার। বেশ পরিপাটি হয়েই সে এসেছে—কিন্তু বকবক করার অভ্যাসটা যায়নি।

'আমি একটা ওয়াল্‌স (Waltz) বাজি রেখে বলতে পারি তুমি কি ভাবছ তা আমি জানি,' বলল সে। 'কি, বাজি ধরছ ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই,' হাসল রোনা।

'তুমি ভাবছ আমি এই বুনো এলাকায় কেন পড়ে আছি।'

মেয়েটার গাল দুটো আরক্ত হলো। 'তুমি জিতেছ। এখন বলো, কেন ?'

'তার আগে তুমি বলো, শেষ বিকেলে ভোরের ফুল এখানে কেন ?'

'ক্রনো বয়েডই আমার একমাত্র জীবিত আত্মীয়।'

'দুর্ভাগ্য,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ডাক্তার। মেয়েটার ভুরুর ফাঁকে সামান্য ভাঁজ পড়তে দেখে সে আবার বলল, 'একজনই বাকি রয়েছে তাই ওকথা বললাম। আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন। জীবনে আমার কি করা উচিত এ সম্পর্কে ওদের প্রত্যেকেরই একটা করে ভিন্ন মতামত রয়েছে—তাই পালিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু এমন একটা মরা জায়গা বেছে নিলে কেন ?'

'মরা ? অবশ্য পুবের লোকজনের চোখে হয়ত একে তাই মনে হবে। একজন বিজ্ঞ লোক মন্তব্য করেছিল একটা সেলুন থেকে রেইনবোর শুরু—জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবার জন্যেই ছিল সেলুন। তারপর বিলাসদ্রব্য, যেমন খাবার, জামা কাপড় ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্যে গড়ে উঠল স্টোর। কিন্তু ভেবে দেখেছ, এই-

টাই একদিন বিরাট শহরে পরিণত হতে পারে—তখন একজন আদি-বাসিন্দা হিসেবে আমার নাম থেকে যাবে।'

'এখন তুমি আমার সাথে ইয়ার্কি করছ,' প্রতিবাদ করল রোনা।

'না, সিরিয়াসলি বলছি।

Imperial Caesard, dead and turned to clay,
May stop a hole to keep the rats away.

বর্তমানে এই বোকা লোকগুলো নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে বুলেটের আঘাতে পরস্পরের দেহে যেসব গর্তের সৃষ্টি করে, সেগুলো বন্ধ করেই আমার দিন কাটছে। হ্যালো, ল্যারি, মিস বয়েডের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে ?' ল্যারিকে ঢুকতে দেখে আমন্ত্রণ জানাল ডাক্তার।

তরুণ র‍্যাঞ্চার রোনার ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে জবাব দিলো, 'না।'

'যাক, এখন তো পরিচিত হলো ?' হালকা স্বরে বলল ম্যালাচি। 'সুন্দর করে বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলে হয়ত তোমার সাথে নাচতেও পারে।'

ওদের একা রেখে ম্যালাচি চলে গেল। প্রশংসার দৃষ্টিতে রোনার দিকে চেয়ে আছে ল্যারি। সুঠাম দেহে অদ্ভুত মানিয়েছে ওকে সুতির পোশাকে। 'সত্যিই নাচবে ?'

নাচের বুকিং কার্ডটা দেখার ভান করল রোনা। 'আমার কার্ডে সবই বুকড হয়ে গেছে,' বরফশীতল গলায় জানাল সে। 'তাছাড়া কীটের সাথে কীটই কেবল নাচতে পারে।'

ল্যারির মুখমণ্ডল কঠিন হলো। জিজ্ঞেস করতেই তার বাধো-বাধো ঠেকছিল—এভাবে নিজের রূঢ় ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দেয়ায় ওর অস্থির লাগছে। চোখ তুলে চেয়ে দেখল আশপাশে

ল্যাডার ফাইভের অনেককেই দেখা যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, নাচের জন্য অনেক পার্টনারই সাথে করে নিয়ে এসেছ দেখতে পাচ্ছি।' কথাটা বলেই ল্যারি ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল।

ডাচ এগিয়ে এসে রোনাকে তাডান অবস্থায় পেল। 'ওই লোক-টাকে আমার মোটেও পছন্দ হয় না,' জানাল রোনা।

তোমার সাথে আমি একমত, ওকে আমিও দেখতে পারি না, বলে একহাতে রোনাকে জড়িয়ে ধরে ওপাশে নিয়ে গেল। সবার ভিতরে নিঃসন্দেহে ডাচকে তার পোশাকে সব চেয়ে স্মার্ট দেখাচ্ছে। বিরাট দেহ সত্ত্বেও ওর নড়াচড়ায় জড়তা নেই—হালকা পায়ে চলে বেড়াচ্ছে। অসন্তোষের সাথে চোখ ছোট করে চেয়ে আছে ল্যারি। ওদের দুজনকে পাশাপাশি চমৎকার মানিয়েছে—এটা ল্যারির সহ্য হচ্ছে না, বুকে বাজছে। এও টের পাচ্ছে যে সে ছাড়া আর সবাই পুরোপুরি উপভোগ করছে উৎসব।

পিপ আর ফরেস্টের কিছু টুকরো কথা ল্যারির কানে পৌছল।

'তোমাকে এত সুন্দর আর কখনও দেখায়নি.' ফরেস্টের সাথে মস্করা করল পিপ। 'তুমি সাবান দিয়ে গোসল করেছ নাকি?'

'হ্যাঁ, তোমারও মাঝে মাঝে তাই করা উচিত,' খোঁচা দিলো মেয়েটা।

'পা কোথায় ফেলতে হবে জানলে ভালো নাচতেও পারতে,' পিপ ছাড়ার পাত্র নয়।

স্কুল মিসট্রেসের সাথে জুটেছে টাইনি। মহিলার বয়স আন্দাজ করা ভার – ওকে এমন সাবধানে ধরেছে ও, মনে হচ্ছে মেয়েটা চিনা-মাটির তৈরি খুব দামী কিছু।

একটা ড্রিংক আনতে এগোলো ল্যারি।

আবার হতাশ হলো। শেপার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। বাধ্য হয়ে তার স্ত্রীর সাথে পরিচিত হতে হলো। এরপর ওদের মেয়ের সাথে নাচ।

'এখানে প্রথম এসে ভাবিনি জায়গাটা আমার পছন্দ হবে,' বলল মেয়েটা। 'কিন্তু কাউবয়দের আমার খুব পছন্দ হয়েছে – র‍্যাঞ্চ দেখার জন্যে আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।'

'দেখে হতাশ হবে। প্রচুর জমি আর কিছু ছড়ান-ছিটান গরু – ব্যাস।'

র‍্যাঞ্চ দেখানর আমন্ত্রণ এলো না দেখে প্রসঙ্গ পাল্টাল মলি। 'মিস বয়েডকে তোমার কেমন লাগে? এখানে যারা আছে তার মধ্যে সে সেরা সুন্দরী। তুমি কালো চুলের মেয়ে পছন্দ কর না?'

'পুরুষের যদি কোনো মহিলাকে পছন্দ হয়, চুলের রঙে কি আসে যায়?'

'দেখেছ, মেয়েটা রুগ্ন চেহারার একজনের সাথে নাচছে – নিশ্চয় ওর হার্টটাও ভালো।'

মলি ঠিকই বলেছে, আবার কথাটা সম্পূর্ণ ঠিকও নয় যে লোকটা তার সাথে দু'দুবার রূঢ় ব্যবহার করেছে তাকে অপদস্থ করার জন্যে সে ভাবল বার আউটফিটের সব চেয়ে নগণ্য লোকটার সাথে নাচার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একাই বসেছিল ইয়াকি, হঠাৎ লক্ষ্য করল নাচের মধ্যমনি তারই পাশে তার দিকেই চেয়ে বসে আছে।

'ডাক্তার ম্যালাচি তাহলে তোমার কথাই আমাকে বলছিল, তুমিও আমার মত পুব থেকে এসেছ।'

'হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক থেকে,' তোতলাতে তোতলাতে জবাব দিলো ইয়াকি। 'ওখানে সব সময়েই কিছু না কিছু ঘটছে।'

'বেশি ঘটছে,' হাসল মেয়েটা। 'আওয়াজ আর ব্যস্ততার শেষ নেই – বিশ্রাম পাওয়া যায় না। আমার পছন্দ হয় না।'

নিউ ইয়র্কের কথায় এই দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেল ছেলেটা। 'এরফানও পছন্দ করে না,' স্বীকার করল সে।

'এরফান কে ?'

'আমার বন্ধু,' গর্বের সাথে জানাল ইয়কি। 'সারাদিন বাড়িতেই পড়ে থাকতাম আমি—কিন্তু এরফান বলে, সিগারেট ছাড়ো, ঘোড়া ছুটিয়ে মুক্ত হাওয়ায় যাও, বুক ভরে পাইনের নিঃশ্বাস নাও—ওর কথা শুনে এরই মধ্যে অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছি।'

'পাইনের নিঃশ্বাস,' কথাটা আওড়াল রোনা। 'তোমার বন্ধু নিশ্চয় একজন কবি ?'

'না, না,' প্রতিবাদ করল ইয়কি। 'ওর ভিতর হালকা কিছু নেই। তুমি ওকে কাপড় ছাড়া দেখলে – মানে, সে—'

'শক্ত গড়নের পুরুষ,' সাহায্য করল মেয়েটা। 'তোমার সাথে নাচতে নাচতে ওর আর তোমার কথা শুনব আমি। তুমি নাচ তো ?'

'পা নাড়াতে পারি,' বলেই ইয়কির মনে হলো কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। 'কিন্তু আমি তো অনুরোধ করিনি – '

'দরকার নেই,' হাসল রোনা। 'আমি খুব উপভোগ করব।'

এতটা আশা করেনি, কিন্তু সত্যিই উপভোগ করল রোনা। ছেলেটার শিরায় শিরায় ছন্দ। নাচতে নাচতেই রোনা জানল কিভাবে ডেভ ডাউটি ওকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে এলো, আর কিভাবে কালো চুলের নায়ক এরফান ওর জীবনের ধারাটাকেই পাল্টে দিলো। রিসের ব্যাপার, আর অন্য কাউহ্যাণ্ডরা সবাই কেমন চমৎকার লোক, সবই জানল।

'আর মিস্টার ল্যারি ডাউটি, সেও কি ভালো লোক ?'

'পুরোপুরি—মনে কোনো কলুষ নেই।'

পাশ দিয়ে যাবার সময়ে লুকিয়ে আড়চোখে ব্যাঙ্কারের দিকে চাইল রোনা, কিন্তু ওকে জব্দ করে যে উল্লাস পাবে মনে করেছিল তা পেল না। নাচ শেষ হলে সে ধন্যবাদ জানিয়ে ইয়কিকে বিদায় দিলো। ডাচ এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'যার তার সাথে নাচতে যাও কেন ?' রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করল সে।

মুহূর্তের জন্যে রোনার কালো চোখে বিপদ সঙ্কেত দেখা গেল। 'এটা মহিলাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'কিন্তু বিপক্ষ দলের কারও সাথে যদি নাচতেই হয়, নাচ, কিন্তু তাই বলে আস্তাবলের ছেলের সাথে ? আমার সাথে নাচ ?'

'আস্তাবলের ছেলেটা ভদ্রলোকদের চেয়ে ভালো আচরণ করেছে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রোনা। তারপর যোগ করল, 'না, তোমার সাথে এখন আর নাচব না, ক্লান্ত লাগছে, একটু বিশ্রাম নেব। মিস শেপার্ড বারবার এদিকে চাইছে, হয়ত তোমার সাথে নাচতে চায়।'

'প্রস্তাবটা ভালোই দিয়েছ—ব্যাঙ্কারের মেয়েকে একটু তোয়াজ করে চলা ভালো,' হাসল ডাচ, কিন্তু ঘুরে চলে যাবার সময়ে ওর মুখটা বিকৃত হলো।

এরমধ্যে ইয়কির সতর্ক চোখে একটা বৈষম্য ধরা পড়ায় সে খোঁজ নিতে গেল। পরবর্তী নাচের ফাঁকে ল্যারির কাছে রিপোর্ট করল।

'বস্,' ফিসফিস করে সে জানাল, 'রিসসহ পাঁচ-ছয়জন ল্যাডার ফাইভের লোক এখানে অনুপস্থিত।'

'হয়ত সডির ওখানে মদ খেতে গেছে।'

'না, আমি বাইরে গিয়ে দেখে এসেছি—ওখানে নেই। ওদের ঘোড়াও অদৃশ্য হয়েছে,' বলল ইয়র্কি। 'আমি যাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলল রিসকে দ্বিতীয় নাচের পর থেকেই আর দেখেনি।'

'আশ্চর্য! কাউহ্যাণ্ডরা বিশেষ দরকার ছাড়া কেউ নাচ ছেড়ে যাবে না। হ্যালো, মার্ভিন, কিছু বলবে?'

'লাকি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে এরফান পাঠিয়েছে—র‍্যাঞ্চে কিছু গোলমাল ঘটেছে,' জানাল ফোরম্যান।

'আমাদের সবাইকে জড় করো, আমরা ফিরে যাচ্ছি।'

দশ মিনিটের মধ্যেই রেইনবো ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। নীরবে চারপাশে সতর্ক নজর রেখে ডাবল বারের দিকে এগোচ্ছে। র‍্যাঞ্চে যখন পৌঁছল তখনও অন্ধকার রয়েছে। সবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এরফান ওদের চ্যালেঞ্জ করল।

'কে ওখানে?'

ল্যারি জবাব দিলো। দরজা খুলে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এলো এরফান।

'তোমাদের আনন্দ মাটি করলাম বলে দুঃখিত,' বলল সে। 'এদিককার বিপদ কেটে গেছে বলেই মনে হচ্ছে—তবে লাকিকে যখন পাঠিয়েছি তখনও বুঝে উঠতে পারিনি ব্যাপারটা কি।'

'কি হয়েছিল?' প্রশ্ন করল ল্যারি।

'গরুচোর। ওদের একটা ঘোড়া আমার হাতে মারা পড়েছে। গরু নিতে পারেনি।'

'আমাদের কপালই খারাপ, গরুচোরের সাথে একটা সংঘর্ষ হলে দিনটা ভালো জমত,' দুঃখ করল টাইনি। 'শেষ পর্যন্ত এরফানই

বাজিমাত করল।'

এরফানের পিছন পিছন বসার ঘরে ঢুকে চমকে উঠল ল্যারি। মার্ভিনও ওদের সাথে ঘরে ঢুকেছে। এবার বাকি ঘটনাও বলল এরফান। খালি ড্রয়ারটা দেখে একেবারে ভেঙে পড়ল ল্যারি। 'ওটা তাহলে খোয়া গেছে?'

দাঁত বের করে হেসে স্পাইক ফাইল ঘেঁটে চিঠিটা বের করল এরফান। 'না, নিতে পারেনি। এমন একটা কিছু ঘটতে পারে আঁচ করে চিঠিটা আগেই লুকিয়ে রেখেছিলাম। ওতে কি লেখা আছে তা আমরা তিনজনেই জানি—সুতরাং ওটা এখন পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।'

'ঠিক বলেছ—আর এটা ওদের হাতে যেতে না দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

চিঠিটা আগুনে ফেলে দিলো এরফান।

'কিন্তু তুমি কি করে ওদের প্ল্যান জানলে?' প্রশ্ন করল মার্ভিন।

'জানতাম না। তবে নাচের আয়োজন করায় বয়েডের আগ্রহ দেখে একটু সন্দেহ হয়েছিল। র‍্যাঞ্চ খালি থাকবে, এই সুযোগে ওদের লোক রেইনবোতে একবার মুখ দেখিয়ে এখান থেকে কাজ সেরে নাচ শেষ হওয়ার আগেই ফিরে যেতে পারবে—ওদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। চমৎকার প্ল্যান।'

'গরুর উপর হামলাটা তাহলে ভুয়া ছিল?'

'হ্যাঁ, বয়েড যখন জানল আমি নাচে যাচ্ছি না—ওর কাছে কারা যাচ্ছে তার লিস্ট ছিল—আমাকে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে সরাবার জন্যে ওই ফন্দি এঁটেছিল। কাগজটা সামলে রেখে আমি দেখতে গিয়েছিলাম সত্যিই গরু চুরি হচ্ছে কি না।'

'ওই মরা ঘোড়াটা দেখে সকালে আমরা হয়ত ওর মালিককে চিনতে পারব।'

কিন্তু সকালে ঘোড়াটা দেখতে গিয়ে লাভ হলো না। কাজে ত্রুটি রাখেনি—চারকোনা করে চামড়া কেটে ঘোড়ার মার্কাটা তুলে নিয়ে গেছে ওরা।

নয়

ইয়কির বুক গর্বে ফুলে উঠেছে। ডাবল বার থেকে একমাত্র সে-ই রোনা বয়েডের সাথে নাচার সুযোগ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তার প্রমোশনও হয়েছে।

'ল্যাডার ফাইভের সবাই নাচে উপস্থিত নেই—ব্যাপারটা এক-মাত্র ইয়কির চোখেই ধরা পড়েছে,' ফোরম্যানকে জানাল ল্যারি। 'মাসে বিশ ডলার হিসেবে এখন থেকে আমার পে-রোলে থাকবে ও। যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে বেতন আরও বাড়বে।'

এঁচড়ে পাকা ছেলে ইয়কিকে তার এই প্রমোশন বিনয়ের সাথে নিতে দেখে বাঙ্ক-হাউসের সবাই অবাক হয়েছে। 'এটা ল্যারির নেহাত ভালোমানুষি,' বলল সে। 'আমি আসলে দশ সেন্ট পাও-য়ারও যোগ্য নই। তবে চেষ্টার ত্রুটি করব না।'

'তোমার সেই বড়লোক আক্কেল—' শুরু করল ফয়েস্ট।

'জাহান্নামে গিয়ে খই ভাজো তুমি,' দাঁত বের করে হাসল ইয়কি।

'সত্যিই আমি খুশি হয়েছি, ইয়কি,' পিপ বলে উঠল। 'আমি ভাবছিলাম টাইনি আর তোমাকে বুঝি আমরা একসাথে হারাতে চলেছি।'

'আমাকে হারাবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ছেলেটা। 'আর টাইনিই বা কোথায় যাচ্ছে?'

'গত রাতে আমার ধারণা হচ্ছিল তুমি ল্যাডার ফাইভেই যোগ দেবে,' জবাব এলো। 'আর টাইনি তো ওই স্কুল মিসট্রেসের প্রেমে পাগল—বিয়ে করে স্কুলের বাচ্চা সামলাবে ও।'

বিশালদেহী কাউহ্যাণ্ড সবার উদ্দেশে বলল, 'পিপ আসলে মিথ্যুক নয়—ওর একটাই দোষ, মাথার চেয়ে জিভটাই বেশি চলে।'

পরদিন সকালে ইয়কি যখন এরফানের সাথে বেড়াতে বেরোল ওর জিনের মাথায় একটা ল্যাসো ঝুলতে দেখে মনে মনে খুশি হলো এরফান।

'তুমি নিজেকে ফাঁসিতে লটকাবার কথা ভাবছ না তো, বাছা?' জিজ্ঞেস করল সে।

কাউহ্যাণ্ডদের সাথে থাকতে থাকতে এধরনের রসিকতা ইয়কির গা সওয়া হয়ে গেছে। 'না, ভাবলাম তোমার কাছ থেকে ল্যাসো ছোঁড়া শিখব।'

'প্রাথমিক কিছু জ্ঞান হয়ত আমি দিতে পারব।'

পানির ধারে পৌঁছে রোজকার সাঁতারের পর ইয়কিকে দড়ি ছোঁড়া শেখাতে শুরু করল এরফান। ইয়কি বুঝল যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ এটা। কয়েকবার দড়ি ছুঁড়েও দেখাল এর-

কান। বিস্ময়ে ইয়াকির চোখের সাইজ আরও বড় হলো। কিন্তু মনের ভিতর ওই রকম দড়ির খেলা শেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। এরফানের হাতে দড়িটা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। কব্জির প্রতিটা মোচড়ে ট্রেনিঙ পাওয়া কুকুরের মতোই যেন দড়িটা ওর কথা শোনে।

'অমন দড়ির ব্যবহার শেখার জন্যে আমি সব দিতে রাজি,' সপ্রশংসভাবে বলল ইয়াকি।

'সব দিতে হবে না—কেবল সময় দিলেই চলবে। অনেক প্র্যাক-টিস আর সামান্য একটু বুদ্ধি খরচ করলেই চলবে।'

শিক্ষক এবার যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো। ছাত্র প্রশ্ন করল, 'একটা পিস্তল কিনতে আমার কত টাকা লাগবে, এরফান?'

'সম্ভবত জীবন দিয়ে তোমাকে দাম শোধ করতে হবে—তার চেয়ে আপাতত ল্যাসো আর ঘোড়া নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখো।'

'পিস্তল আমি আগেও ব্যবহার করেছি।'

'তাই নাকি? তখন তোমার নাম কি ছিল—বিল হিকক?'

'কোনো শার্প শুটার আমি নই, তবে কঠিন একটা দলের সাথে ছিলাম। গুলি কোন মাথা দিয়ে বেরোয় তা আমার জানা আছে।'

'কিন্তু বিপদ অন্যের পিস্তলের মাথা থেকে আসে, এটা মনে রেখো,' সাবধান করল এরফান। 'গোলাগুলি কিছুদিন বাদই রাখো; অন্যগুলো আগে ভালো করে শিখে নাও।'

ওই লোকটার প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকার কারণেই বুকের ভিতর পুষে রাখা সাধটাকে সে আরও ভিতরে ঠেলে দিলো। আপাতত ল্যারিয়েট আর ঘোড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। এরফান যা আশা করে-ছিল তাই ঘটেছে—মুক্ত বাতাস, নতুন কিছু শেখার আগ্রহ, আর

নতুন আশা ইয়াকিকে নতুন মানুষে পরিণত করছে। নিউ ইয়র্কের স্মৃতি এখন আর ওর মনকে তেমন দোলা দেয় না।

কয়েকদিন পর নতুন অ্যাডভেঞ্চারের আশায় বেরোল ইয়াকি। র‍্যাঞ্চ থেকে ওকে এখনও নির্দিষ্ট কোনো কাজের ভার দেয়া হয়নি।

নদী পেরিয়ে উত্তর-পুবে এগোল। এদিককার কিছুই সে চেনে না। বাঙ্ক-হাউসে কথায় কথায় ল্যাডার ফাইভে পৌছানর পথটা জেনে নিয়েছে। সেই নাচের দিন রোনা বস্তেভের কোমল ব্যবহারের কথা সে ভোলেনি। ল্যাডার ফাইভে গেলে হয়ত এক ঝলকের জন্যে হলেও মেয়েটার দেখা মিলতে পারে। পশ্চিমে আসার আগে কারও কাছে আদর বা ভালোবাসা সে পায়নি। মেয়েটার দেখা না পেলেও ওদের র‍্যাঞ্চ-হাউস তো দেখে আসতে পারবে?

মেসা জমিটায় প্রচুর ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। ঝোপের আড়াল দিয়ে এগোচ্ছে ইয়াকি। ল্যাডার ফাইভের কেউ ওকে দেখে ফেললেই বিপদ। পরের আইলে ঢুকতে যাবে এই সময়ে মোড় ঘুরে আর একজন আরোহীকে ওই পথে ঢুকতে দেখল। 'শাট আই'কে নিয়ে সোজা একটা কাঁটা ঝোপের ভিতরে লুকাল ইয়াকি—কাঁটার খোঁচা দুজনকেই খেতে হলো। ওদের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল লোকটা।

'রিস!' দম ছাড়ল ছেলেটা। 'কপাল ভালো আমাকে দেখেনি।'

রিস অদৃশ্য হবার পর আবার যাত্রা শুরু করল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দূরে একটা র‍্যাঞ্চ-হাউস দেখতে পেল। সামনের এলাকাটা বেশি খোলামেলা—ঘোড়সওয়ারের লুকিয়ে এগোনর উপায় নেই দেখে ঘোড়াটাকে ঝোপের আড়ালে রেখে পায়ে হেঁটে আগে বাড়ল

ও। ডানদিক ঘেঁষে দ্রুত ছুটে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপের আড়ালে গিয়ে থামছে।

বাড়ির একশো গজের মধ্যে এসে গেছে ইয়াকি। এই সময়ে দরজা খুলে র‍্যাঞ্চ-হাউস থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এলো। সোজা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে লোক দুটো। এদিক ওদিক চাইল, কিন্তু লুকাবার মতো আড়াল চোখে পড়ল না। উপর দিকে চেয়ে দেখল একটা কটনউড গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ও। গাছের চারপাশে ঘন ঝোপ। লাফিয়ে গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটা ধরে ফেলল ইংকি। তারপর অস্বাভাবিক পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে আরও কিছুদূর উঠে চুপ করে পাতার আড়ালে উবু হয়ে বসল। নিচে থেকে ওকে দেখা যাবে না – কোনো শব্দ না করলে বিপদের ভয় নেই।

হঠাৎ গাছের তলায় একজনের গলা শোনা গেল। ডাচ উইলিয়াম বলছে, 'এবারে বলো কি বলবে, লাম্পি।'

'একটা সহজ সরল প্রশ্ন করব বলে তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি। এখানে কেউ শুনে ফেলার ভয় নেই। তুমি কি ল্যাডার ফাইভে বয়েডকে সাহায্য করার জন্যে আছ, নাকি নিজে কিছু লাভের আশায় আছ?'

'এসব কথার মানে? কোন সাহসে – '

'ধীরে, মিস্টার উইলিয়াম, ধীরে,' বাধা দিয়ে বলল ফোরম্যান। 'শুধু বাহারে জামা কাপড় পরে বেড়ালে এই পশ্চিমে কোনো লাভ নেই। এখানে সবাই সমান। অবশ্য পিস্তলহাতে অন্য কথা। হতে পারে পিস্তলে তোমার হাত ভালো – আমি জানি না – তবে আমার হাত যে ভালো, এটা জেনো।'

'তুমি কি আমার সাথে ঝগড়া বাধাতে চাইছ।'

'না, সামনাসামনি কথা বলতে চাই।'

'আমি এখানে বয়েডকে সাহায্য করতেই এসেছি, তবে সাহায্য করার ফাঁকে আমারও কিছু লাভ হবে আশা রাখি।'

'ওটা তো দায়সারা জবাব হলো। তুমি এমন কিছু করতে রাজি আছ, যাতে বয়েডের লাভ হবে না, শুধু তোমার হবে?'

একটু ভেবে নিয়ে ডাচ বলল, সেটা লাভের পরিমাণ আর কতটা ঝুঁকি আছে তার ওপর নির্ভর করবে।'

'লাভের পরিমাণ, ডাবল বারের অর্ধেক অথবা পঁচিশ হাজার ডলার—যেটা চাও।'

'টাকার অঙ্ক ভালো—প্ল্যানটা শুনি, পছন্দ হলে আমি আছি; না হলে মুখ বুজে থাকব।'

'তাতেই চলবে। চল্লিশ হাজার ডলারে আমরা ডাবল বার কিনে নিয়ে নিজেরা চালাতে পারি, অথবা ক্রনো বয়েডের কাছে পঞ্চাশ হাজার ডলারে বিক্রি করে দিতে পারি।'

'চমৎকার!' বিদ্রূপের স্বরে বলল ডাচ। 'কিন্তু র‍্যাঞ্চ কেনার চল্লিশ হাজার কোথা থেকে আসছে?'

'টাকার ব্যবস্থা না করে কাজে নামিনি আমি। টাকাটা আগামী কাল ট্রেনে করে বেগে পৌঁছবে। ছোট ট্রেন—একটা এঞ্জিন, একটা কোচ আর একটা ব্যাগেজ বগি। ব্যাগেজ কারেই টাকাটা থাকবে।'

'টাকা?' নোটের নাম্বার জানা থাকবে—অনেক ঝুঁকি।'

'কাগজের নোট কিছু থাকবে—কিন্তু ভুলবশতঃ নাম্বারগুলো অন্য-মাধী থেকেই হারিয়ে যাবে—এজন্যে এক হাজার ডলার আমাদের দিতে হবে। একটা এঞ্জিন, আর, দুটো কমপার্টমেন্ট আমরা তিনজনে সামলাতে পারব।'

'তিনজন ? তৃতীয়জন কে ?'

'রিস। ওকেও এক হাজার দিতে হবে—সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'তাহলে এর মধ্যেই দু'হাজার হাওয়া হয়ে গেল ?'

'তবে কি মাগনা টাকা চাও তুমি ?' লাম্পির কণ্ঠে উদ্ধত ভাব।

'ঠিক আছে, তোমার প্ল্যান কি ?'

'বেণ্ডের দশ মাইল আগে এক জায়গায় ট্রেন লাইন পাইন বনের ভিতর দিয়ে গেছে। একটা গাছ কেটে লাইনের ওপর ফেলে রাখলেই ট্রেন থামতে বাধ্য হবে। তুমি ড্রাইভারকে সামলাবে, রিস আর আমি লুট করব। প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকেও যা পাওয়া যায় কেড়ে নিয়ে এটাকে সাধারণ ছিনতাইয়ের রূপ দেবো। অবশ্য টেলিগ্রাফের তারগুলোও আমাদের কাটতে হবে।'

'আমার আকৃতিটা একটু বেঢপ ধরনের, লুকান মুশকিল।'

'চিন্তার কিছু নেই, আমাদের প্রত্যেকের মুখেই মুখোশ থাকবে—পরনে থাকবে কাউহ্যাণ্ড পোশাক। জ্যাকের পোশাক আমি তোমার জন্যে ধার নেব। সেদিন নাচে ওর পা মচকে গেছে—ওর ওপরেও দোষ পড়বে না।'

'হ্যাঁ, সব শুনে মনে হচ্ছে এটা সম্ভব।'

'সম্ভব ?' চটে উঠল লাম্পি। 'ফলটা গাছে পেকে রয়েছে—শুধু পেড়ে নেয়ার অপেক্ষা।'

'বুঝলাম। আচ্ছা, জনো কিসের খোঁজে ডাবল বারে লোক পাঠিয়েছিল ?'

'আমাকে কিছুই জানায়নি। ওরও মনে হয় টাকা জোগাড় করার কোনো প্ল্যান আছে, কিন্তু মুখ খুলতে নারাজ।'

'ওকে আমরা সাহায্য করব। ওর কাছে টাকা যত বেশি থাকবে

আমরাও তত চড়া দামে ডাবল বার বিক্রি করতে পারব।'

কথা শেষ করে ওরা সরে গেল। ডাল সরিয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে ওদের বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হতে দেখার পর গাছ থেকে নামল ইয়কি। ওর হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে ঝোপের আড়ালে আড়ালে ছুটে সে ঘোড়ার কাছে পৌঁছল। আর বেশি সাহস না দেখিয়ে বাড়ির পথ ধরল ইয়কি।

লম্বা ঢিবির মতো সীমানার কাছে এসে ভীষণ ভয় পেল সে। নদীর ভিতর পানি ছিটিয়ে একটা ঘোড়া আসছে। সব চেয়ে কাছের আড়ালটা লক্ষ্য করে এগোলো ইয়কি। কোমল স্বরে ওর নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনে ফিরে দেখল ওই ঘোড়ার আরোহী রোনা রয়েড।

'ইয়কি যে,' হেসে এগিয়ে এলো মেয়েটা। 'আমাকে দেখে পালাচ্ছিলে কেন ?'

'তোমাকে দেখিনি, শুধু ঘোড়া দেখেছিলাম—ওটা যে কেউ হতে পারত।'

'কিন্তু আমাদের কেউ নিশ্চয় তোমার কোনো ক্ষতি করবে না ?'

'আমি ডাবল বারের লোক—এটুকুই যথেষ্ট।'

অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ল রোনা। 'তুমি কি আমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে ?' জিজ্ঞেস করল সে।

ইয়কির কান দুটো একটু লাল হলো। 'না, তোমাদের বাড়িটা দেখতে গেছিলাম।'

'তা কেমন দেখলে ?'

'মনে হয় ডাবল বারে থাকতে তোমার আরও ভালো লাগবে।'

এবার রোনার রাঙা হওয়ার পালা—কিন্তু পরে এর কোনো

কারণ খুঁজে পায়নি সে। 'ধন্যবাদ, কিন্তু ল্যাডার ফাইভেই আমি ভালো আছি,' ওর গলায় যেন একটু ভং'সনার ছোঁয়া।

ইয়কি বোকা নয়। কোনো কারণে তার কথায় মেয়েটা আঘাত পেয়েছে বুঝেই সে বলল, 'তোমাকে আঘাত দেয়ার ইচ্ছা নিয়ে আমি ওকথা বলিনি।' ছেলেটা এমন নির্দোষ চেহারা বানাল যে রোনাকে আবার হাসতেই হলো।

'আমিও ঠিক রাগ করতে চাইনি—এসো, আমরা দুজনেই ব্যাপারটা ভুলে যাই। সেদিন ওভাবে হঠাৎ তোমরা চলে গেলে কেন? নেচে আনন্দ পাচ্ছিলে না?'

'এত আনন্দ খুব কমই পেয়েছি—সবাই।'

'মিস্টার ডাউটিও?'

'কোনো নালিশ আমি শুনিনি।'

'আমার মনে হয় তার লোকজনকে সে আরও কিছুক্ষণ থাকতে দিলেই পারত।'

'ল্যারির বয়স কম হতে পারে, কিন্তু তার কাজ সে ভালোই বোঝে,' বস্‌কে অবমানিত হতে দেবে না সে। জলদি ফেরা দরকার ওর। জিনের ওপর একটু নড়েচড়ে আবার বলল, 'এবার আমার যাওয়া দরকার। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়েছি—ওরা আমার জন্যে চিন্তা করবে। এই এলাকার কিছুই আমি এখনও চিনি না।'

'আবার আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ?' খোঁচা দিলো রোনা। 'ঠিক আছে, যাও—এরপর তাহলে তোমাকেই আমার দেখতে যাওয়ার পালা। হয়ত আসবও।'

ভাবল বার র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হলো

না ইয়কি। সোজা বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। 'বস্, খুব সিরিয়াস খবর আছে।'

'স্থির হয়ে বসে কি বলবে বলো,' অনুমতি দিলো ল্যারি। এরফান আর মার্ভিনও আছে ওখানে।

হড়বড়িয়ে এক নাগাড়ে সব বলে গেল ইয়কি। দশ মিনিটের মধ্যে সবই বলল, কেবল রোনা বয়েডের সাথে দেখা হওয়ার কথাটা চেপে গেল। সব কথা শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। এরফানই প্রথমে মুখ খুলল।

'এসব কি সত্যি, নাকি সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে বানিয়ে বলছ?'

'কসম, এরফান—সব সত্যি।'

'আসলেও দশটা পনেরতে একটা ট্রেন আছে—কয়েকবার চড়েছি আমি—ছোট ট্রেন, ও যেমন বলেছে, ঠিক তেমনি,' জানাল ল্যারি।

অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর এরফানের প্ল্যান মতোই কাজ করা হবে বলে ঠিক হলো।

দশ

বেণ্ড থেকে পনের মাইল দূরে পজিশন নিয়েছে এরফান, ল্যারি আর মার্ভিন। মোটাসোটা একটা গাছের ডাল রেল-রাস্তার ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। ঘড়ি দেখল ল্যারি। ট্রেন আসতে আর বেশি বাকি

নেই। দূরে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল।

মুখোশ পরে নিলো ওরা। গলায় পরার রুমাল দিয়ে মুখোশ বানানো হয়েছে। মাথা পর্যন্ত ঢাকা—দেখার জন্য চোখের কাছে ফুটো ফুটো। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে ওরা হেসে উঠল।

'ডাকাতের মতোই দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল এরফান।

'এতক্ষণ একটু নার্ভাস বোধ করছিলাম আমি, কিন্তু মুখোশ পরার পর সেটা কেটে গেছে,' জানাল ল্যারি।

'গাছের ডালটা সরাবার জন্যে ওদের নামতে হবে। ট্রেন না থামা পর্যন্ত আমরা ঝোপের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে লুকিয়ে থাকব। নেহাত দরকার না হলে কেউ গুলি চালিও না—চালালেও মিস ক'রো।'

লাইনের মাথায় এঞ্জিনটাকে দেখতে পেয়ে ঝোপের ভিতর ছড়িয়ে পড়ল ওরা। সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওটা এগিয়ে আসছে। রেল-লাইনের ওপর চাকা ঘষার আওয়াজ তুলে থেমে দাঁড়াল ট্রেন। মাথা বের করে লাইনের ওপর গাছের ডালটার দিকে চাইল ড্রাইভার।

'এই, বাড, রাস্তার ওপর একটা ডাল পড়ে রয়েছে। নেমে ওটা সরাতে হবে,' বলল সে।

লোক দুজন নেমে এঞ্জিনের সামনে চলে এলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপের ভিতর থেকে মুখোশ পরা একটা লোক বেরিয়ে এসে কড়া স্বরে বলল:

'মাথার ওপর হাত তোলো, বাছারা, নইলে চোট পাবে।'

হাতে তাক করা পিস্তলটা দেখে ড্রাইভার আর তার সঙ্গী

আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়াল।

এমন একটা অস্বাভাবিক জায়গায় ট্রেন কেন থেমেছে দেখার জন্যে মাথা বের করেই থমকে গেল গার্ড। আর একটু হলেই মার্ভিনের হাতে ধরা পিস্তলের সাথে ওর মাথা ঠুকে যেত।

'কোনো গোলমাল করলে একেবারে শেষ করে ফেলব,' বলল মুখোশধারী। তবে হুমকির দরকার ছিল না। সুবোধ বালকের মতো পিছিয়ে ট্রেনে উঠতে দিয়ে নিজের চামড়ার থলেটা ওর হাতে তুলে দিলো গার্ড।

'সবার কাছ থেকে ক্যাশ আর দামী যা কিছু আছে নিয়ে সব এক জায়গায় জড় করো,' আদেশ এলো। 'আমি তোমার পিছনেই আছি—চালাকি করতে গেলে তোমার হাসি চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দেবো। বুঝেছ?'

লোকটা যে বুঝেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি নিজের পকেট খালি করে দিয়ে নিজের কামরা ছেড়ে যাত্রীদের কামরায় ঢুকল গার্ড। মাত্র দুজন যাত্রী রয়েছে ট্রেনে। গার্ডের কথা শুনে সবাই প্রতিবাদ করে উঠলেও তার পিছনে পিস্তল হাতে মুখোশ পরা লোকটাকে দেখে চুপসে গেল।

অল্প সময়েই পুরো কাজ শেষ হলো। সব জিনিস একটা ব্যাগে ভরে ট্রেন থেকে নামার আগে মুখোশধারী যাত্রীদের সম্বোধন করে বলল, 'স্যান্টি বেত্তে পৌঁছে ব্যাঙ্কে গেলেই তোমরা তোমাদের সব জিনিস ফেরত পেয়ে যাবে। এটা আসলে ডাকাতি না—একটা বাজিতে জেতার জন্যে আমরা এসব করছি। তবে কেউ বেশি চালাকি করতে গেলেই ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে দাঁড়াবে।' ট্রেন থেকে নামার আগে গার্ডকে হাতের ইশারায় অনুসরণ করতে বলল।

'ওদের আমি সত্যি কথাই বলেছি, কিন্তু আমার বন্ধুদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে জিম্মি রাখছি আমি।'

এক মুহূর্ত পরেই ট্রেন থেকে নেমে এলো ল্যারি। চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা বাক্স রয়েছে ওর বগলে। ল্যারির মোটেও অসুবিধা হয়নি। ব্যাগেজ কারে এর অ্যাটেনডেন্ট বাধা দেয়নি—তার যা বেতন তাতে বীরত্ব ফলান পোষায় না। তাছাড়া 'সাবধান, কার্তুজ' লেখা বাক্সের ভিতরে আসলে কি আছে তা ওর জানার কথা নয়।

লেখাটা পড়ে হাসল এরফান। 'সোনার বুলেট। কিন্তু ওই বুলেট ডাবল বারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চলবে না। ওসব কথা যাক, আমার এখনও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। ট্রেনের আগের বেণ্ডে পৌঁছে এগুলো ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হাতে তুলে দিতে হবে।' আপত্তি তুলল ল্যারি আর মার্ভিন, কিন্তু এরফান অটল। 'আমাকে বেণ্ডের কেউ চেনে না—কিন্তু তোমাদের চেনে। সুতরাং আমাকে একাই যেতে হবে—তোমরা র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও।'

ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল। যাত্রীরা সবাই একটু আগে যা ঘটে গেল তাই নিয়েই উত্তেজিত স্বরে আলাপ আলোচনা করছে। গার্ড নিজের দৃঢ় বিশ্বাসটা ব্যক্ত করল :

সত্যি না হলে কথাটা আমাদের জানানর দরকার ছিল না,' বলল সে। 'আমরা কিছুই করতে পারতাম না। তাছাড়া বাজি ধরে কাউবয়রা এমন অনেক পাগলামিই করে। কারও বেশি কিছু গেছে?'

'আমার ব্যাগে দুইশো ডলার ছিল—ওটা ফেরত পেলে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব,' বলল একজন।

জানা গেল যে,অন্যান্য যাত্রীর থেকে সামান্য টাকা, ঘড়ি আর আংটি ইত্যাদি খোয়া গেছে। গার্ড জানাল ব্যাগেজ কারেও বিশেষ

কিছু ছিল না। কয়েক বস্তা ময়দা আর একটা কার্তুজের বাক্স। যাত্রীদের আশা বাড়ছে।

যার বেশি গেছে সে যুক্তি দেখাল, 'টাকা যদি বেশি পেত, তাহলে লম্বা কারাভোগের ঝুঁকি নিয়েও লুটের মাল রেখে দেয়ার একটা অর্থ থাকত। এখন মনে হচ্ছে আমার টাকাটা ফেরত পেলেও পেতে পারি। দেখা যাক, শিগগিরই জানা যাবে।'

কিন্তু ওদের বিপদ এখনও কাটেনি। ট্রেনের গতি ধীর হয়ে ঝাঁকি খেয়ে খেমে দাঁড়াল। গার্ড আবার গলা বাড়াল—এবার সাবধানে। পরমুহূর্তেই মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো।

'লাইনের ওপর আর একটা গাছ পড়ে আছে,' বলল সে। 'এ কোন খেলা চলেছে? ওদের দেয়ার মতো আমাদের কাছে তো আর কিছুই নেই।'

হতভম্ব যাত্রীরা তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশের সাথে একটা রাইফেল শটের আওয়াজ শুনল। এঞ্জিনের লোক ছুটো তাড়াতাড়ি মাটিতে নেমে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল। অতিকায় কাউবয় আদেশটা দিয়েছে। ওর হাতের রাইফেল থেকে ধোঁয়া উঠছে। লোকটা আবার বলে উঠল :

'বাঁচতে চাইলে সবাই স্থির থাকো।'

চোরা চাহনিতে যাত্রীরা বাইরে চেয়ে দেখল, সেই আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। খোলা পিস্তল হাতে দুজন মুখোশধারী লোক ট্রেনে উঠেছে। এক নজরেই গার্ড বুঝে নিয়েছে এরা ভিন্ন লোক। সে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল।

'তোমরা দেরি করে ফেলেছ—অন্য লোকগুলো তোমাদের আগেই আমাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেছে।'

ডাকাতটা ওর মুখের সামনে পিস্তল তুলে ধরল।' অন্য কারা?' ধমকে উঠল সে। 'জলদি বলো, নইলে…'

কাঁপতে কাঁপতে সব জানাল গার্ড। তার কথার সাক্ষী মানল যাত্রীদের। ওরা সাক্ষী দিতে গিয়ে প্রমাণ স্বরূপ খালি পকেট দেখাল। কিন্তু তাতে মুখোশধারীর মেজাজ কমল না।

'লোকগুলো দেখতে কেমন ছিল?' প্রশ্ন করল সে।

গার্ডের জবাব সন্তোষজনক হলো না। 'দেখতে কাউবয়ের মতোই মনে হলো। ওদের মুখেও মুখোশ ছিল। বলল বাজি জেতার জন্যে ওরা ডাকাতি করছে; আমাদের সব জিনিস আমরা বেণ্ডে গিয়ে ফেরত পাব।'

ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসল লোকটা। 'আর ওই মিথ্যা কথার ওপর নির্ভর করে তোমাদের সব ওদের হাতে তুলে দিলে? কাপুরুষের দল!' ধীরে ধীরে দরজার দিকে পিছিয়ে গিয়ে নামার আগে ভয় দেখাল কেউ নড়লেই গুলি খাবে।

ব্যাগেজ-কারের লোকটাও অ্যাটেণ্ডেন্টের কাছ থেকে একই কাহিনী শুনল। ডাকাতির সব চেয়ে লাভজনক কাজটা লাম্পি নিজেই করবে বলে হাতে রেখেছিল। সহজে ভুলবার পাত্র সে নয়। সেও ওই লোকগুলোর চেহারার বর্ণনা চাইল। কিন্তু ওর সঙ্গী যা জেনেছে তার চেয়ে বেশি কিছুই জানতে পারল না। ভ্যানটা তন্নতন্ন করে খুঁজল সে—কম্পার্টমেন্টের কাঠের দেয়ালগুলোও পিস্তল দিয়ে ঠুকে পরীক্ষা করল।

'ওগুলোর মধ্যে কি?' ময়দার বস্তাগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল লাম্পি।

'মনে হয় ময়দা,' জবাব দিলো অ্যাটেণ্ডেন্ট।

'খোলো, দেখব আমি,' আদেশ দিলো লাম্পি। ওকে ইতস্তত করতে দেখে পাঁজরে পিস্তল ঠেসে ধরল।

এতে সাথে সাথে কাজ হলো। সব কয়টা বস্তা খুলে ময়দা মেঝেতে ঢালার পরও কোনো কাঠের বাক্স পাওয়া গেল না।

'বললাম তো বাক্স ওরা নিয়ে গেছে।' মন্তব্য করাটা অ্যাটেণ্ডেন্টের ভুল হলো।

'আমি কি কানা? ব্যাটা হতচ্ছাড়া পাজি—'

ছাপার অযোগ্য আরও কতগুলো গাল দিয়ে ঘুসি মেরে অ্যাটেণ্ডেন্টকে ময়দার ওপর মুখ থুবড়ে ফেলে দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল লাম্পি।

রিস নিচে অপেক্ষা করছিল। ডাক শুনে ডাচও এলো। অল্প কয়েকটা কথার পর তিনজনের কাছেই পরিস্থিতিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখোশের তলায় প্রকাণ্ড লোকটার চেহারা ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

'তোমরা কি আমাকে এসব বিশ্বাস করতে বলো?' রাগে চিৎকার করে উঠল সে।

'সেটা তোমার খুশি,' পাল্টা জবাব দিলো লাম্পি। 'ইচ্ছা হলে নিজেই ট্রেনে উঠে খুঁজে দেখতে পারো।'

'কিন্তু এ অসম্ভব—আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ এটা জানে না—যদি না…'

'যদি কি?'

'ওই মাথায় যার এক হাজার পাওয়ার কথা সে হয়ত আরও বেশি টাকা পেয়ে কথাটা কারও কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।'

'না, ও বেঈমানী করবে না,' প্রতিবাদ করল ফোরম্যান। 'আমার

সাথে চালাকি করবে না – ওর কথা সবই আমি জানি বলে সাহস পাবে না। দৈবাৎ অথবা আর কোথাও শুনে কেউ এই কাজ করেছে। যাক, এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই – আমি ব্যাঙ্কে ফরছি।'

প্রায় একই সময়ে একটা কালো ঘোড়ার আরোহী বেগে ব্যাঙ্কের সামনে নামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা ভারি বাক্স আর একটা থলে নিয়ে ভিতরে ঢুকে সে ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাইল।

'কি নাম বলব?' জিজ্ঞেস করল ক্লার্ক।

'তোমার খুশি, আমাকে চিনবে না সে,' হাসল আগন্তুক। 'শুধু বললেই হবে যে ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

অল্পক্ষণ পরেই ওকে পথ দেখিয়ে একটা খাসকামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখের অধিকারী মাঝবয়সী ম্যানেজার হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখাল।

'বসুন, মিস্টার – আমি আপনার নামটা ঠিক ধরতে পারিনি।'

'বিব্রত হবার কিছু নেই – নাম জানাইনি আমি।' হাসল সে। আপনারই একটা জিনিস আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি।'

বাক্সটার ওপর থেকে কাপড়ের মোড়ক সরিয়ে ডেস্কের ওপর রাখল এরফান।

ম্যানেজারের ভুরু উঁচু হলো। 'হ্যাঁ জিনিসটা আমারই। আপনি কি রেলওয়ের লোক?'

'না, সৎ নাগরিক হিসেবে একটু সাহায্য করলাম মাত্র। আপনারা এগুলো হারাতে বসেছিলেন।'

'কিভাবে? বুঝলাম না।'

'গতরাতে আমি আর আমার দুই বন্ধু ঘটনাক্রমে জানতে পারি আজকের এই ট্রেনে ডাকাতি হবে। হাতে সময় ছিল না। ঠেকাবার কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে ওদের আগেই আমরা ডাকাতি করে মাল আপনাকে বুঝিয়ে দিতে এসেছি।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ম্যানেজার। 'প্ল্যানটা চমৎকার, কিন্তু এতে ঝুঁকি ছিল।'

'আমার তো মনে হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো ডাকাতদের অনুকূলেই যায়। কখন হামলা হবে জানা না থাকায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাজ শেষ হয়।'

'মনে হচ্ছে এ বিষয়ে আপনি অনেক জানেন?'

'এ নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করে দেখেছি আমি,' আবার হাসল এরফান। 'বলা যায় না জীবনে কখনও কাজেও লেগে যেতে পারে।'

'অন্তত এ ক্ষেত্রে লেগেছে। কোনো ঝামেলা হয়নি তো?'

'বুড়ো-বুড়ির কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে আনার মতোই নির্ঝঞ্ঝাট হয়েছে। আর একটা কথা, যাত্রীদের কাছ থেকেও মূল্যবান সব জিনিস ডাকাতদের লুট করার কথা ছিল। তাই, যাত্রীদের স্বার্থেই ওদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছি আমরা। ওদের বলা হয়েছে বেগে পৌঁছে ব্যাঙ্কে খোঁজ করলে ওদের জিনিস ওরা ফেরত পাবে। থলেতে জিনিসগুলো রয়েছে—এগুলো ফিরিয়ে দেয়ার ভার কি আপনি নেবেন?'

'আনন্দের সাথেই নেব,' হাসল ম্যানেজার। 'অন্য দলটা সব ফাঁকা দেখে খুব নিরাশ হবে। আপনি এবং আপনার বন্ধুরা ব্যাঙ্ক আর রেল-কোম্পানির একটা বিরাট উপকার করেছেন। আমি—'

'ধন্যবাদ জানিয়েছেন, সেটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। একটা বিশেষ ব্যক্তিগত কারণে আমরা কাজটা করেছি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এরফানকে খুঁটিয়ে দেখছে ম্যানেজার। 'আমি নিশ্চিত, কয়েকদিন আগেই আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি,' বলল সে।

'না, স্যার, আপনি আমাকে আগেও দেখেননি, এখনও দেখছেন না।' অর্থপূর্ণভাবে জবাব দিলো সাক্ষাৎপ্রার্থী।

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে। আপনাকে কখনও সাহায্য করতে পারলে সুখী হব।'

ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াল এরফান। হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নেয়ার আগে বলল, 'আর একটা কথা হয়ত আপনাকে আমার জানান উচিত, ওই কার্তুজগুলোর নাম্বারের রেকর্ডটা আপনি খুঁজে পাবেন না।'

জবাবে বিস্মিত ম্যানেজার কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হলো এরফান। বাক্স খুলে চেক করে দেখল, যতগুলো নোট আর যা সোনা থাকার কথা, সব ঠিকই আছে। ব্যাগের ভিতর কিছু আংটি, নোট আর খুচরো পয়সা রয়েছে। মাথা চুলকাল ব্যাঙ্কার—তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এমন অদ্ভুত ঘটনা আর ঘটেনি।

বিকেলে মালিকের কথা শুনে লাম্পির তিক্ততা চরমে পৌছুল।

'দশটা পনেরর ট্রেনে আমার কিছু ময়দা আসার কথা। আমি র‍্যাটক্লিফকে ওয়্যাগন নিয়ে বেণ্ডে পাঠিয়েছি। এতক্ষণে ওর ফিরে আসা উচিত। ওর বা ময়দার কোনো খবর জানো?'

লাম্পি জানাল ছুটোর একটা খবরও তার জানা নেই। কথাটা অর্ধসত্য। ময়দা শুধু দেখেনি, ওয়্যাগনের মেঝেতে ছড়িয়েও দিয়ে এসেছে সে।

ওই ট্রেনেই ক্রনোর ময়দা এলো কেন? হঠাৎ মিলে গেছে? নাকি ওদের মতলব টের পেয়ে ক্রনোই টাকার বদলে ময়দা পাঠানর ব্যবস্থা করেছে?

এগার

ট্রেনের ওপর দু'দুবার হামলার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। খবরটা রেইনবোতে পৌঁছতে বেশি দেরি হলো না। যাত্রীরা তাদের অভিনব অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে অবাধে গল্প করল। প্রথম দলটার মহৎ ডাকাতি, আর দ্বিতীয় দলটার এতে নাজেহাল হওয়ার কথা সবার মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল। সডির সেলুনে বসে বারবার নিজেদের ব্যর্থতার কথা শুনতে শুনতে লাম্পি আর তার সঙ্গী দুজনের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে—রাগে গা জ্বালা করছে। মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার শোধ লাম্পি তুলবেই বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। কিন্তু লোকগুলোর পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আর ক্লার্ক দুজনেই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে লোকটা সাধারণ কাউবয় ছিল—ব্যাস ওইটুকুই। লাম্পি এতে সন্তুষ্ট নয়। দুদিন পর সে আবার বেণ্ডে গিয়ে হাজির হলো কিছু খবর সংগ্রহের আশায়।

সেলুনগুলোতে রাউণ্ড দিতে গিয়ে দ্বিতীয় দলটার বোকামির কথা তাকে নিজের মুখে এতবার স্বীকার করতে হলো যে মনে হচ্ছে না এলেই ভালো হতো। অতিষ্ঠ হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, এই সময়ে একটা নিচু দরের সেলুনে ওর এত চেষ্টার সুফল মিলল। বিভিন্ন সেলুনে সে যে প্রশ্নটা তুলেছিল সেই একই প্রশ্ন সে দশম বারের মতো করল :

'বুঝলাম না, একটা লোক দিনের আলোয় এভাবে শহরে এলো, আবার ফিরেও গেল—অথচ তোমরা কেউ দেখলে না? তোমরা কি অন্ধ নাকি?'

'এত সকালে অন্ধ হয় না কেউ,' হেসে মন্তব্য করল একজন।

'কেউ কিছুই দেখেনি কথাটা ভুল,' বলে উঠল লোলচর্ম এক বুড়ো। 'আমি ওর ঘোড়াটা অন্তত দেখেছি। ব্যাঙ্কের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।'

বিশেষ উৎসাহ নেই এমন ভাব দেখিয়ে লাম্পি প্রশ্ন করল, 'তাই নাকি? তা কি রকম ঘোড়া ছিল ওটা?'

'বিরাট কালো ঘোড়া—মুখের ওপর একটা সাদা ছোপ। মাসট্যাঙ বলেই মনে হয়েছে। চমৎকার ঘোড়া,' জবাব দিলো বুড়ো।

আর জানার দরকার নেই লাম্পির; এই এলাকায় ওরকম মাত্র একটা ঘোড়াই আছে। রাগে জ্বলতে জ্বলতে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো। বাড়ির পথে এক-এক মাইল এগোচ্ছে আর ওর রাগ আরও বাড়ছে। তাহলে এরফান আর ডাবল বারের দুজন লোক তার এই সর্বনাশ করেছে। এর প্রতিশোধ সে তুলবে, ওদের গায়ের চামড়া তুলে নেবে। একবার ঘোড়া থেকে নেমে কিছুক্ষণ কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ পিস্তল বের করে দশ গজ দূরে একটা গাছ লক্ষ্য করে

দ্রুত পরপর ছয়টা গুলি ছুঁড়ল সে। এগিয়ে গিয়ে দেখল বুক সমান উচ্চতায় সবকটা পাশাপাশি লেগেছে। পিস্তলে গুলি ভরে নিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপল লাম্পি।

'আমার হাত আগের মতোই আছে,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমার সাথে লাগতে আসার মজা আমি তোমাকে বোঝাব, মিস্টার এরফান জেসাপ।'

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ডাচের খোঁজ করে ওকে পেল না লাম্পি। আসলে রোনা বয়েডের সাথে রেইনবোতে গিয়েছে ডাচ। তবে ওখানে পৌঁছে ওরা আলাদা হয়েছে। একাই হাঁটছিল রোনা, স্টোর থেকে বেরিয়ে মেয়েটার সাথে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেল ল্যারি। মাথা থেকে হ্যাট খুলে রোনাকে সম্মান জানিয়ে চলে যাচ্ছিল সে—কিন্তু থেমে দাঁড়িয়ে হাসল রোনা।

'আমাকে সব সময়ে কেন এড়িয়ে চল তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

মেয়েদের সাথে কথা বলার বিশেষ অভিজ্ঞতা ল্যারির নেই। থাকলে নিজে দোষ করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানর ব্যাপারটা বুঝত। কিন্তু সে ফাইটার, জানে ঐ মেয়েকে গ্লাভস ছাড়াই তার সামলাতে হবে।

'হয়ত আশা করছিলাম তুমিই আমার পিছনে ছুটবে,' নির্লজ্জের মতো বলল সে।

এমন রূঢ় উত্তরে হতবুদ্ধি হলো মেয়েটা। উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে কেবল বলল, 'তুমি পৃথিবীর একমাত্র পুরুষ হলেও না।'

মুচকি হাসিটা সশব্দ হাসিতে পরিণত হলো। 'তাহলে তোমার কমপিটিশনের কথা একবার ভেবে দেখো। উহ! আমাকে নিশ্চয় ঘন জঙ্গলে গিয়ে লুকাতে হবে।'

চটলেও ল্যারি বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারল না রোনা। র‍্যাঞ্চারের হাতের পার্সেলটা প্রসঙ্গ পাল্টাবার সুযোগ করে দিলো। ওটার আকৃতি দেখেই বোঝা যায় রাইফেল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

'তোমার মতো দাঙ্গাপ্রিয় লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরও প্রস্তুতি?' শ্লেষের সাথে বলল রোনা।

"নিরাপত্তা ব্যবস্থা." সংশোধন করে দিলো ল্যারি। 'আর আসলে ল্যাডার ফাইভ র‍্যাঞ্চের লোকগুলোই দাঙ্গাপ্রিয়, আমরা নই। যাই হোক, এটা আসলে একটা ভালো ছেলের জন্য উপহার। আমার ধারণা তুমিও তাকে চেনো।'

'ইয়াকি?'

"ঠিক ধরেছ। সে আমার একটা উপকার করেছে—আমি শোধ দিচ্ছি।"

"কিন্তু ওইটুকু ছেলেকে কি আর কোনো উপহার দেওয়া যেত না? সে তো নেহাতই ছেলেমানুষ।' রোনা নিজেও ওর চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়।

'ছেলেমানুষ সে কখনোই ছিল না—এখন সে পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠছে। ইয়াকি যোগ্য পুরুষ হয়ে উঠুক এটাই আমরা চাই।'

'এতে সাহায্য হবে?' ভর্ৎসনার সুরে বলল রোনা।

'প্রচুর। আমরা ওকে র‍্যাঞ্চের কাজে উৎসাহিত করছি—এটা তারই একটা অঙ্গ। তুমি ইয়াকিকে ছ্মাস আগে দেখলেও এই ইয়াকি বলে চিনতে পারতে না।'

'তোমার ধারণা এই উপহার সে পছন্দ করবে?'

'পছন্দ?' হাসল ল্যারি। 'শোবার সময়ও এটা কাছ ছাড়া করবে না ও।'

রোনাও হাসল। ওর মুখের ভাব এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছে। 'আমার এবার যেতে হবে, ডাচ উইলিয়ামের সাথে আমি শহরে এসেছি—সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

হ্যাট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যারি আর রোনার দেখা হওয়া থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্ত সব দেখেছে ডাচ। সে যে ব্যাপারটা অনুমোদন করছে না তার চিহ্ন ওর মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কিন্তু রোনা কাছে এলে শুধু বলল, 'কাউবয় কি তোমাকে ইন্টারেস্টিং কিছু শোনাল?'

ডাচের হিংসা হচ্ছে বুঝে অদ্ভুত একটা পুলক অনুভব করল রোনা। তবে ল্যারির প্রতি তার নিজের কি মনোভাব সেটা রোনা এখনও বিশ্লেষণ করে দেখেনি। পাত্র হিসেবে ডাচও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কিন্তু ওকে এসবের কোনো আভাস না দিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'আমারি তো ধারণা ছিল মিস্টার ডাউটি একটা র‍্যাঞ্চের মালিক।'

'সে তাই মনে করে—কিন্তু আর কতদিন, সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তবে তোমাকে কেবল কৌতূহলবশে ওটা জিজ্ঞেস করিনি—ল্যাডার ফাইভ আর ডাবল বারের মধ্যে লড়াই চলছে, হয়ত লোকটা বেফাঁস কিছু বলে থাকতে পারে যেটা আমাদের কাজে লাগবে।'

'ওদের সব চেয়ে কম বয়সী র‍্যাঞ্চ-কর্মচারী ইয়াকিকে নিয়েই কথা হচ্ছিল।'

'ও আবার কাউহ্যাণ্ড হলো কবে? ও তো কোনো কাজেরই না।'

'ভালো কাজ দেখানয় এইমাত্র মিস্টার ডাউট ওর জন্যে একটা প্রেজেন্ট কিনে নিয়ে গেল।'

'ডাউট নিশ্চয় ওকে পকেট মারার কাজ দিয়েছিল।'

'আমার ভক্ত সম্পর্কে বাজে কথা বলবে না,' ঠাট্টার ছলে বলল রোনা। 'এই তো কয়েকদিন আগেই আমি কোথায় থাকি দেখার জন্যে সে ল্যাডার ফাইভে গিয়েছিল। একেই বলে ডিভোশন।'

'তাই নাকি? কবে, বলতো?'

একটু ভেবে মেয়েটা জবাব দিল, 'মনে পড়েছে, ট্রেন ডাকাতির আগের দিন। দ্বিতীয় দলটা নিশ্চয় কিছু না পেয়ে খুব খেপেছিল—আঙ্কেলের ময়দার ওপর ঝাল ঝেড়েছে।'

ফেরার পথে ডাচ খুব সামান্যই কথা বলল। র‍্যাঞ্চ-হাউসে ঢোকার আগে লাম্পিকে দেখতে পেয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল ডাচ। 'কোনো খবর আছে?'

'প্রচুর,' বিকৃত মুখে জবাব দিলো ফোরম্যান। 'যে লোকটা ব্যাঙ্কে টাকা ফেরত দিতে গেছিল তার ঘোড়ার রঙ কালো, মুখের কাছে সাদা ছোপ আছে।'

'এরফান!' কেটে পড়ল ডাচ। 'আমি আগেই জানতাম।'

'জানলে বলোনি কেন? তাহলে আর আমাকে কষ্ট করে শহরে গিয়ে খবরটা আনতে হতো না,' তেতো স্বরে বলল লাম্পি।

'ঘটনা একটু আগেই জানলাম,' বলে রোনার কাছ থেকে যা জেনেছে সব বলল। 'কথা বলার সময় গাছের ওপর একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম আমি, ভেবেছিলাম হয়ত পাখি। ছেলেটা নিশ্চয়ই আমাদের আসতে দেখে গাছে চড়ে বসেছিল। আমাদের আলাপ পুরো শুনে ফিরে গিয়ে ওদের জানিয়েছে। উফ্, ডাবল বারের লোক-

জন নিশ্চয় আমাদের অপদস্থ হওয়া নিয়ে এখনও হাসাহাসি করছে।'

'ওদের হাসি থামাবার ব্যবস্থা আমি করব। আর এরফানকে—' পিস্তলের বাঁট ছুঁলো লাম্পি - 'সোজা নরকে পাঠাব।'

'মুশকিল হচ্ছে ওরা জানে কারা এর মধ্যে ছিল। যদি ক্রনো-কে—'

কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না ওরা। তাছাড়া ওদের এমনই সম্পর্ক যে ক্রনো আগামীকাল খুন হয়ে যাবে জানলেও ল্যারি ওকে সাবধান করবে না।'

ডাবল বারের বসার ঘরে খাপ সহ রাইফেলটাকে খামচে ধরে বসে আছে ইয়কি। যে ছেলের কথার তুবড়ি থামতে চায় না সে আজ খুশিতে বোবা হয়ে গেছে।

'কি বলে ধন্যবাদ জানাব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না,' কোনোমতে তোতলাতে তোতলাতে বলল ইয়কি। 'আমি—আমি আসলে কিছুই করিনি—এটা নেহাতই কপালের জোরে ঘটেছে, আমি···' আর বলতে পারল না। গলা বুজে এলো ওর।

'মিছে বিনয় করো না, ইয়কি,' সস্নেহে বলল ল্যারি। 'তুমি আমাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করেছ—আমিও তার প্রতিদান দেয়ার সামান্য চেষ্টা করেছি। তোমাকে ধরে রাখতে চাই না, সঙ্গীদের ওটা দেখানর জন্যে নিশ্চয়ই তোমার মন আনচান করছে?'

'ঠিকই বলেছ বস,' অকপটে স্বীকার করে দরজার দিকে রওনা হলো ইয়কি। দরজার কাছ থেকে ফিরে বলল, 'এটা কোনোদিন আমি ভুলব না।' তারপরেই অদৃশ্য হলো।

'মনে হচ্ছে নিউ ইয়র্ক একজন নাগরিক হারাল,' মন্তব্য করে হাসল মার্ভিন।

'আর রেইনবো এরফানের সৌজন্যে আর একজনকে পেল,' বলল ল্যারি।

পরদিন বিকেল হয়ে এলো তবু ইয়কি ফিরল না, দেখে ফোরম্যানের কাছে রিপোর্ট করল প্যাডি। এরফান, টাইনি আর পিপই সবার আগে ফিরল। কিন্তু মার্ভিনের কাছে ইয়কি ফেরেনি শুনে তৎক্ষণাৎ আবার রওনা হয়ে গেল সুইমিং পুলের উদ্দেশে। ওখানে অনেক চিহ্নই রয়েছে, কিন্তু কোনটা যে সব থেকে নতুন বোঝা মুশকিল।

'ছড়িয়ে পড়ো, কিন্তু বেশি দূরে সরে যেও না। ডাকলে যেন শোনা যায়। যে-ই ওকে খুঁজে পাক না কেন তার সাহায্যের দরকার হবে।'

বেশ খোলা-মেলা জমি। এখানে ওখানে কিছু ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। বেশিরভাগই কাঁটা ঝোপ। এতই ঘন যে শক্ত চামড়ার জন্ত ছাড়া আর কারও পক্ষে ওর ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। ইয়কি বা শাট আই কেউই ওর ভিতরে ঢোকার কথা কল্পনাও করবে না। ছোট শুকনো ঘাসের ওপর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। কপালের ওপর নির্ভর করে সোজা এগিয়ে চলল এরফান। সুইমিং পুলটা কয়েক মাইল পিছনে ফেলে এসেছে। একজন অশ্বারোহী একশো গজ দূরে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এরফানকে দেখেই ট্রাউট পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে পালানর চেষ্টা করল।

চিৎকার করে ওকে থামতে বলল এরফান। কিন্তু লোকটা ওর আদেশ মানল না। এরফানের একটা কথায় ব্ল্যাকি বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে শুরু করল। ওদের মধ্যে দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। পলাতক

লোকটা একবার পিছন ফিরে চেয়ে একটা গাল দিয়ে উঠল। ওর হাত থেকে কি যেন মাটিতে পড়ল। ঘোড়ার গতি একটুও না কমিয়ে জিনের সাথে একটা পা বাধিয়ে পাশে ঝুঁকে জিনিসটা মাটি থেকে তুলে নিলো। এক ঝলক দেখেই বুঝল ওটা ইয়কির রাইফেল। আর মাত্র দশ-বারো গজ দূরত্ব রয়েছে ওদের মাঝে। পিস্তল বের করতে গিয়েও শেষে মত পাল্টে দড়িটা হাতে তুলে নিলো এরফান। ছুঁড়ে দেয়া ফাঁসটা লোকটার মাথা আর কাঁধ গলে পেটের কাছে গিয়ে স্থির হলো। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ব্ল্যাকি—যেন গুলি খেয়েছে। লোকটার নিচ থেকে ঘোড়াটা বেরিয়ে গেল। দড়াম করে আছড়ে মাটিতে পড়ল সে। নেমে দাঁড়াল এরফান—চেহারাটা ভীষণ কঠিন দেখাচ্ছে। আর দুজনও এসে হাজির হলো—এরফানের চিৎকার শুনতে পেয়েছে ওরা।

'পালাচ্ছিলে কেন, লাম্পি?' প্রথম প্রশ্ন এলো।

'পিঠে গুলি খেতে চাইনি, তাই,' উদ্ধত ভাবে জবাব দিলো লাম্পি।

'নিজের পদ্ধতিটাই এখন আর পছন্দ হচ্ছে না, না? ঠিকই গুলি খেতে, কিন্তু আমার কিছু খবর তোমার থেকে জানতে হবে বলেই মারিনি।'

'বলো কি জানতে চাও—হয়ত জবাব পাবে।'

'গোঁয়াতুর্মি না করে বলে ফেললেই ভালো করবে, কারণ কথা বলানর অনেক কায়দা আমার জানা আছে। বন্ধু রিসকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, যদি আবার ওকে দেখার সুযোগ তোমার ভাগ্যে ঘটে। মনে হয় না তুমি বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবে—কিন্তু করলেই খুশি হব।' লোকটা ওঠে দাঁড়ালে তীক্ষ্ণ স্বরে আবার বলল, 'ওই

রাইফেলটা তুমি কোথায় পেলে ?'

'কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'ঠিক আছে, ওটার মালিককে আমি খুঁজছি—তুমি সাহায্য করবে। টাইনি, ওর ঘোড়াটা নিয়ে আগে আগে চলো—হাঁটাই ভদ্র-লোকের বেশি পছন্দ।'

'হাঁটব ? আমি ?' রাগের সাথে প্রতিবাদ করল লাম্পি। 'এটা তুমি করতে পারো না।'

'পারি কিনা দেখো,' হাসল এরফান। 'তোমার খাতিরেই আমি চাই যেন আমাদের বেশি দূর যেতে না হয়।'

রাগের মাথায় সাবধান হতে ভুলে গেল লাম্পি। 'আমি কি করে জানব পাজি ছেলেটা—' বোকামি হয়েছে বুঝে থেমে গেল সে। তিনজনের সিরিয়াস চেহারার দিকে চেয়ে বুঝল আজ তার কপালে দুঃখ আছে। 'ঠিক আছে, কথা দিয়েছিলাম বলব না—এখন তোমাদের খাতিরে বলব। দেখলাম ছেলেটা রাইফেল নিয়ে খেলছে—বুঝলাম চুরি করেছে। বিশ ডলারে ওটা আমার কাছে বিক্রি করেছে, বলল, পশ্চিমের প্রতি বিতৃষ্ণায় ওর মন ভরে গেছে, সে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে চায়। শেষ যখন দেখি, ও বেণ্ডের দিকে যাচ্ছিল।'

এরফান এগিয়ে গিয়ে লোকটার পিস্তল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। একটা চেম্বারে গুলির খালি খোল রয়েছে।

'একটা র‍্যাটল স্নেককে গুলি করেছিলাম—মিস করেছি,' ব্যাখ্যা দিলো সে।

কালো চোখ দুটো কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল। 'আর একটা মিথ্যা কথা বললে আমি ও একটাকে গুলি করব, এবং মিস করব না। ঘোড়ায় ওঠো। ইয়াংকিকে যদি সুস্থ অবস্থায় না পাই, তুমি ফাঁসিতে ঝুলবে।'

'এখনই ওকে ঝুলিয়ে দিয়ে যাই,' প্রস্তাব দিলো পিপ। 'ইয়াংকি যদি ঠিক থাকে তখন ফিরে এসে দড়ি কেটে নামিয়ে দিলেই হবে।'

অস্বস্তি বোধ করছে লাম্পি। ঠাট্টার মতো শোনালেও ঠাট্টা করেনি পিপ। ওর স্বরে বিন্দুমাত্র রসিকতার আভাস ছিল না।

'বললাম তো, আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার সময়ে সে সুস্থই ছিল।'

'তুমি যা বলছ তার কোনো সাক্ষী নেই,' শুকনো স্বরে বলল এরফান। 'ওকে শেষ কোথায় দেখেছ সেখানে নিয়ে চলো। স্মরণ-শক্তি যদি লোপ পেয়ে থাকে—প্রার্থনা শুরু করো।'

ল্যারিয়েটের ফাঁসটা আবার লাম্পিকে পরিয়ে দিলো টাইনি। ফাঁদে পড়ে গেছে লাম্পি। ওর বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ছেলেটাকে খুঁজে বের করা। কালো চুলের লোকটা এই নিয়ে দুবার তাকে অপদস্থ করেছে। ওকে দেখে মিথ্যা হুমকি দেয়ার লোক বলে মনে হয় না। আদেশ না মেনে উপায় নেই। পনের মিনিট পর ঘোড়া থামাল সে।

'এখানেই ওর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়। বেণ্ডে যাবার রাস্তা জানতে চাইলে আমি ওকে ওই পাইন গাছগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে বলেছি।'

গাছগুলোর কাছে এসে হাজির হলো ওরা। সূর্য হেলে পড়েছে। 'জঙ্গলের ভিতর ঢুকবে না ইয়াংকি। ওকে কোনদিক দিয়ে যেতে বলেছ ?'

'বামদিক দিয়ে,' জবাব দিলো লাম্পি।

'তাহলে আমরা ডান দিকে যাব—সেও নিশ্চয় তোমার কথা

বিশ্বাস করেনি।'

ছোট জঙ্গলটাকে ঘুরে ডানদিক দিয়ে এগোল ওরা। আধ মাইল যাবার পরই খোঁজাখুঁজি শেষ হলো। ছেলেটাকে ঘোড়ার পাশে পড়ে থাকতে দেখে পিস্তলের ট্রিগারে এরফানের আঙুলের চাপ বাড়ল। ঠিক ওই মুহূর্তে ইয়কি মাথা না তুললে ল্যাডার ফাইভের ফোরম্যান নির্ঘাত মারা পড়ত।

'এরফান,' চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। 'আমি জানতাম তুমি আসবে।' এরফানের জিনের সাথে ঝুলান রাইফেলটার দিকে ওর চোখ পড়ল। 'আমার রাইফেলটা দাও,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ইয়কি।

'ধীরে, বাছা,' জবাব দিলো এরফান। 'কি হয়েছিল?'

অল্পক্ষণের মধ্যেই সব জানা গেল। একটু বেশি দূরই এসে পড়েছিল ইয়কি। কপাল মন্দ, লাম্পির সাথে দেখা হয়ে গেল। পিছনে ধাওয়া করে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে ঘোড়া থেকে ওকে ফেলে দিয়ে রাইফেল কেড়ে নেয়। তারপর শার্ট আইকে গুলি করে মেরে ফেলেছে পাজি কাপুরুষ লোকটা।

'তুমি তাহলে বেণ্ডের দিকে যাওনি?'

'রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু ওই হারামজাদা লোকটা চলে যেতেই আবার আমার বন্ধু শার্ট আই-এর কাছে ফিরে এসেছি।'

লাম্পি দেখছে তাকে যারা ধরে এনেছে তাদের চেহারা ক্রমশই গম্ভীর হয়ে উঠছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কিছু বলতে না পারলে ওকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

'মিছে কথা,' বলে উঠল সে। 'রাইফেলটা ওর কাছ থেকে আমি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি—ও-ই আমাকে ঘোড়াটাকে গুলি

করে মেরে ফেলতে বলল – ওর ভয় ছিল বেণ্ডে ওরা মনে করবে ওটা সে চুরি করেছে।'

'পিপ, দেখো ছেলেটার পকেটে কত আছে,' আদেশ করল এরফান।

ভালো মতোই সার্চ করে দেখল কাউবয়। ইয়কির বুট খুলিয়েও দেখল। 'এক ডলার বিশ সেন্ট,' জানাল সে।

মিথ্যাবাদী লোকটার দিকে ফিরল এরফান। 'নিচে নামো,' বলে কব্জির একটা ঝটকায় দড়ির ফাঁসটা খুলে নিলো। দড়িটা পেঁচিয়ে নিয়ে লাম্পির দিকে এগিয়ে ল্যাসোটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলল।

'জীবনে অনেক পাজি লোকের সাথেই আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তুমি হচ্ছ সবার সেরা,' শান্ত কণ্ঠে বলল এরফান। 'তুমি জানো এই ছেলেটা অসুস্থ, ওকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে মারধর করেছ, রাইফেল কেড়ে নিয়েছ, তারপর ওর ঘোড়াটাকে গুলি করে পায়ে হেঁটে বেণ্ডের পথে পাঠিয়েছ। খাবার বা কম্বল ওর সাথে নেই জেনেও ওকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। ওর ওপর তোমার বিশেষ কারণে রাগ, নাকি সে ডাবল বারের লোক বলেই জেনে শুনে খুন করতে চেয়েছ?'

ফোরম্যানের চেহারা রাগে কালো হলো। 'ওই বিচ্ছুটাই তো ট্রেনের ব্যাপারে তোমাদের খবর জানিয়েছে। আমার পঁচিশ হাজার ডলার লস। আর কারণ কি লাগে?'

অবাক হলো এরফান, কিন্তু চেহারায় বুঝতে দিলো না। হয়ত ইয়কিই ওর কাছে বড়াই করেছে। 'সন্দেহ নেই এর চেয়ে তুচ্ছ কারণেও তুমি মানুষ খুন করেছ।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'তোমাকে গাছে ঝুলানই আমাদের উচিত। কিন্তু হয়ত একদিন

তুমি পুরুষ ছিলে—তাই তোমাকে পুরুষের মতোই মরার সুযোগ আমি দিচ্ছি। লাম্পির পিস্তলটা ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলল এরফান। 'আমাকে মারতে পারলে তুমি মুক্ত।'

'হ্যাঁ, পিস্তল তোলার জন্যে ঝুঁকলেই গুলি খাব।'

'তুমি তৈরি হবার আগে আমি ড্র করব না,' ঘোষণা করল এরফান।

থমকাল লাম্পি। যে লোক দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওকথা বলতে পারে সে হয় বোকা, নয়ত দারুণ ক্ষীপ্র। আর এরফানকে ভুলেও বোকা মনে করে না লাম্পি। নিজের ওপর বিশ্বাসে তার চিড় ধরল। এরফানকে শেষ করতে পারলে বাকি কাউহ্যাণ্ডদের সে সামলাতে পারবে।

ঝুঁকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ানর বদলে একটু কাত করে গুলি ছুঁড়ল লাম্পি। ওকে চালাকি করতে দেখে ঝট করে পিস্তল বের করে গুলি করল এরফান। লাম্পির গুলিটা এক ইঞ্চির জন্যে মিস হলো। কিন্তু দ্বিতীয় গুলি করার আগেই এরফানের গুলিতে ওর হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেল। খামচে ওটা তোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু লাফিয়ে এসে লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলো এরফান। তারপর নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে চিৎকার করল।

'উঠে দাঁড়াও, হারামী কুত্তা—তোমাকে একটা উচিত শিক্ষা আজ দেব।'

এর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না লাম্পি। সে জানে একশো-জনের মধ্যে নিরানব্বই জন লোকই কাউকে অমন জঘন্য চাতুরী করতে দেখলে সোজা হৃদপিণ্ড ফুটো করে দিত। কিন্তু এতে লোক-টার প্রতি তার ঘৃণা আরও বেড়ে গেল। শত্রুর কাছ থেকে দয়া

পেলে দয়ার বড়ি সহজে গলা দিয়ে নামতে চায় না। লাম্পি শুধু একটা প্রশ্নই করল, 'তোমার ওই বন্ধুরা এর বাইরে থাকবে তো?'

'এর মধ্যে দখল নিতে এলে ওরা আমার বন্ধু না।'

'ভালো,' বলল লাম্পি। ওর আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। খালি হাতে মারপিটে ওর বেশ নাম আছে। 'আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার পর থেকেই আমি তোমাকে পিটাবার সুযোগ খুঁজছিলাম।'

'তাহলে আর অপেক্ষা করছ কেন? অন্ধকার হলেই আবার ছুটে পালাবার মতলব?'

খোঁচাটা ফোরম্যানের চামড়া ভেদ করে গায়ে বিঁধল। 'না,' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'আসছি আমি – সামলাও,' ঘুসি ছুঁড়তে এগিয়ে এলো লোকটা।

তড়িৎ গতিতে মুখের ওপর একটা বাম হাতের ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল লাম্পি।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে চোট পাওয়ার অন্ধ-রাগে আবার আক্রমণ করল। ইচ্ছা করছে এরফানের গলাটা দুহাতে চেপে ধরে ওর দমটা বের করে দেয়। কিন্তু যে লোক মাথা খাটিয়ে হাত ব্যবহার করছে তার বিরুদ্ধে সেই সুযোগ লাম্পি পেল না। চোয়ালে আর পেটে দুটো প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ওর বুনো আক্রমণ বাধা পেল। বক্সিংএ অভিজ্ঞ লোকের বিরুদ্ধে বারবার অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেবল মার খাওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হলো না।

হঠাৎ একটা বেকায়দা ঘুসি খেয়ে এরফান পড়ে গেল, কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। উৎসাহিত হয়ে খুশিতে বিকট চিৎকার দিয়ে নতুন উদ্যমে আক্রমণ করতে ছুটে এলো লাম্পি।

কিন্তু এরফানের ঘুসির তোড়ে একপা একপা করে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো। ফোরম্যানের সারা দেহে ব্যথা করছে—চোখ দুটো প্রায় বুজে এসেছে। ক্লান্ত ভাবে এক সেকেণ্ডের জন্যে হাত নামাতেই এরফানের ডানহাতি হুক খেয়ে আছড়ে মাটিতে পড়ল লাম্পি। অসহায়ের মতো মাটিতে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। ওঠার তাগিদ দেখা যাচ্ছে না ওর।

'মনে হচ্ছে ওর চাবি ফুরিয়ে গেছে,' মন্তব্য করল টাইনি। এতক্ষণ ওরা নীরব দর্শক ছিল। 'এখন আর নড়ারও ক্ষমতা নেই ব্যাটার।'

'মিথ্যে কথা,' থেঁতলে ফুলে ওটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বলল। 'তোমাদের দেখাচ্ছি আমি।'

এত মার খাওয়ার পরও যে লাম্পি কিভাবে উঠল সেটাই আশ্চর্য। গড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো একবার গা ঝাড়া দিয়ে ভয়ানক ভঙ্গিতে মুঠি পাকিয়ে এগোল। এরফান অপেক্ষা করছে। মুঠো পাকানটা ছিল ওর ভান। হঠাৎ বিনা নোটিশে এরফানের তল পেট লক্ষ্য করে লাথি চালাল লাম্পি। ওই রকম লাথিতে মানুষ মারা যাওয়া বা জীবনের তরে পঙ্গু হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। লাফিয়ে সরে গিয়ে লাম্পির বুটশুদ্ধ পা-টাকে ঠেলে আরও উপরের দিকে তুলে দিলো এরফান। পুরোপুরি ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির সাথে ফোরম্যানের মাথাটা ভীষণ জোরে ঠুকে গেল। এখন আর নড়ছে না ও।

'তুমি ওর ঘাড়টাই মটকে দাওনি তো, এরফান?' টাইনি জিজ্ঞেস করল।

'না, ফাঁসিতে ঝোলার জন্য ওটা এখনও ঠিকই আছে। ইয়র্কির

জিনটা ওই হতচ্ছাড়ার ঘোড়ার পিঠে চাপাও,' আদেশ দিলো এরফান।

কথাটা লাম্পির কানেও গেছে। ওটার মানে বোঝার মতো জ্ঞান তার এখনও আছে। 'এত কিছুর পরে কি আমাকে হাঁটাবে নাকি?' চটে উঠল লাম্পি।

'তোমার কপাল ভালো ইয়র্কিকে যে কষ্টটা দিতে চেয়েছিলে শুধু সেটুকু দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমাকে পুঁতে ফেললেও আমাদের দোষ হতো না।'

কথাটা ফোরম্যানও জানে—তাই চুপ করেই রইল। ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পর ওঠার চেষ্টা করল। অনেক কষ্টে কোঁকাতে কোঁকাতে কোনোমতে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর ঘোড়ার জিনটা কাঁধে ফেলে পায়ে পায়ে ল্যাডার ফাইভের সুদূর পথ পাড়ি দিতে এগিয়ে চলল। সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। যে লোক জীবনে ঘোড়া ছাড়া এক পাও চলেনি, তার জন্যে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর হতে পারে না।

বারো

ক্রনো বয়েডের ডাকে বিকেল বেলা লাম্পি র‍্যাঞ্চ-হাউসে তার সাথে দেখা করতে গেল। ক্রনো আর ডাচ, দুজনেই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ওর দিকে। সূর্য ওঠার পরপরই ল্যাডার ফাইভে পৌঁছেছে

লাম্পি – দাঁড়াতে পারছিল না—সোজা নিজের আলাদা ঘরে গিয়ে কাপড় না ছেড়েই ক্লান্তিতে এতক্ষণ ঘুমিয়েছে।

'কি হয়েছে তোমার? গরুর দল মাড়িয়ে দিয়েছে?'

ফোরম্যান গল্পটা আগেই বানিয়ে রেখেছিল। 'গত সন্ধ্যায় আমি র‍্যাঞ্চে ফিরছিলাম, এই সময়ে এরফানের সাথে আরও দুজন ডাবল বারের কাউহ্যাণ্ড আমার অজান্তে পিছন থেকে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে আমাকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দিলো। আমার পিস্তল কেড়ে নিয়ে তিনজনে মিলে আমার ওপর চড়াও হলো। তিনজনের বিরুদ্ধে একা আমি কি করব? তার ওপর ওদের একজন ছিল সেই দানবের মতো চেহারার টাইনি। আমাকে আচ্ছা মতো পিটিয়ে আমার ঘোড়া নিয়ে চলে গেল ওরা। হেঁটে ফেরার মতো শরীরের অবস্থা না থাকলেও হেঁটেই ফিরতে হলো।'

শুনতে শুনতে র‍্যাঞ্চারের মুখটা লাল হয়ে উঠল; এটাকে সে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিলো। 'একজনের বিরুদ্ধে তিনজন!' চিৎকার করল সে। 'ওরা কী পেয়েছে? লোকজন জড় করো—এখনই ডাউটি আর তার লোকজনের সাথে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক।'

'কিন্তু তাতে কি লাভ?' প্রশ্ন করল ডাচ।

'ডাবল বার আমার হবে।'

'না, তাতে চল্লিশ হাজার ডলারের একটা মর্টগেজ এসে তোমার কাঁধে চাপবে। টাকা কোত্থেকে দেবে? ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তোমাকেও দয়া দেখাবে না।'

ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল ক্রনো। 'তুমি ঠিকই বলেছ,' চিন্তিত মুখে মন্তব্য করল সে।

'আমার হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এসবের দরকার নেই,' গর-

গর করে উঠল লাম্পি। 'আমারটা আমি নিজেই সামলাতে পারব—সুদে আসলেই শোধ তুলব।'

'ডাবল বারের মালিকানা কিনে নেয়ার ব্যাপারে কাজ কিছু এগিয়েছে?' প্রশ্ন করল ডাচ।

'সামান্যই। শেপার্ড হয়ত দুটো র‍্যাঞ্চের মর্টগেজ একত্রে রিনিউ করতে রাজি হতে পারে। অবশ্য এমনিতেই আমাদের যথেষ্ট ধার আছে—আরও বাড়বে। না, আমার আগের যে প্ল্যান ছিল সেটাই কাজে লাগাতে হবে। রেড রুফের গুপ্তধন আমার চাই।'

'ওসব তো রূপকথার গল্প,' নাক সিটকাল ফোরম্যান। 'ওটাই যদি আপনাদের একমাত্র আশা হয়ে থাকে তবে ডাবল বারের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো।'

ক্রনোর মুখটা কঠিন হলো।' মারের চোটে সৌন্দর্য আর শালীনতা দুটোই নষ্ট হয়েছে তোমার,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'এখন তুমি যেতে পারো।'

ফোরম্যান চলে গেলে ডাচ বলল, 'রাগের মাথায় বললেও লাম্পি খুব একটা ভুল বলেনি। অনেকেই তো ওটা খুঁজেছে, কিন্তু যদি সত্যিই থাকত তা এতদিনে বেরিয়ে পড়ত।'

'কিন্তু "ক্লাউডি" এলাকাটা খুব রুক্ষ; ঠিক কোথায় খুঁজতে হবে না জানলে ব্যাপারটা খড়ের গাদায় সুঁই খোজার মতোই কঠিন।'

'তাহলে কোথায় খুঁজতে হবে সেটা তোমার জানা আছে?'

'ঠিক তা নয়, রেড রুফ ছিল ডেভ ডাউটির ভাই। আরও পশ্চিমে গিয়ে সে জুয়া খেলে অনেক টাকা রোজগার করেছিল। টাকাটা সে ক্লাউডি হিলে কোথাও লুকিয়ে রেখে দুটো আলাদা চিঠিতে জায়গার ঠিকানা ডেভকে লিখে পাঠিয়েছিল। দ্বিতীয় চিঠিটা ঘটনাচক্রে আমার

হাতে এসে পৌঁছেছে।'

'তাহলে এই কারণেই গ্রিস আর র‍্যাটক্লিফকে ডাবল বারে পাঠানো হয়েছিল?'

'ঠিক। ওই প্রথম চিঠিটা আমি হাত করতে চেয়েছিলাম। খোঁজ গ্রিস ঠিকই বের করেছিল—কিন্তু বোকামি করে ওই সময়ে চাকরিটা খোয়াল।'

'তাহলে টাকা যে ঠিক কোথায় লুকান আছে তা জানার উপায় নেই?' বিরক্ত হয়ে বলল ডাচ।

'না, আজ বিকেলে তোমার মাথা ঠিক মতো কাজ করছে না,' সমান বিরক্তির সাথে ক্রনো বলল। 'টাকা আমাদের চেয়ে বেশি দরকার ডাবল বারের—ওরা কিভাবে টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করবে?'

'হয়ত রুফের টাকা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।'

'ঠিক। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে আমরা যেটুকু খবর জানি না, সেটাই ওরা আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবে। রওনা হলে ওদের আমরা অনুসরণ করব। কোন এলাকা থেকে শুরু করতে হবে জানলেই দ্বিতীয় চিঠির সাহায্যে সোজা গুপ্তধনের কাছে পৌঁছে যাব। ওরা অন্ধকারেই ঘুরে মরবে।'

'বুদ্ধিটা চমৎকার। আচ্ছা, রুফের কি হলো?'

'দ্বিতীয় চিঠিটা লেখার পরপরই অদৃশ্য হয়েছে। ওর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি—সম্ভবত খুন হয়ে গেছে।'

ওই দিনই সন্ধ্যায় ডাবল বারেও একই বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছে।

'রেড রুফের টাকা আমরা খুঁজে না পেলে ডাবল বার বাঁচানর

আর উপায় দেখছি না।'

'কিন্তু সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লে ল্যাডার ফাইভের লোকজন এদিকে হামলা চালাতে পারে,' বলল এরফান।

'আমি, ভাবছি মার্ভিনের ওপর র‍্যাঞ্চের ভার ছেড়ে দিয়ে, তুমি, আমি, টাইনি, পিপ আর লাকি ওটার খোঁজে যাব।'

'লাকি?' অবাক হলো মার্ভিন।

'হ্যাঁ, ক্লাউডি এলাকা ওর চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। ক্যাম্পের রান্নার কাজও সে দেখতে পারবে। ইয়বিকেও অবশ্য সাথে নিলে মন্দ হয় না, তাতে লাম্পির কোপ থেকে বাঁচবে।'

'কবে রওনা হতে চাও?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' জবাব দিলো ল্যারি। 'আগামীকালই আমি শহরে গিয়ে ক্যাম্প করতে যা যা লাগে নিয়ে আসব।'

কাউকে কিছু জানানর দরকার নেই—আমাদের বাকি লোকজনকেও না,' বলল এরফান। 'রাতের অন্ধকারে রওনা হওয়াই সব থেকে ভাল।'

ওর কথায় বাকি দুজন অবাক হলো।' এতে এত সাবধানতার কি আছে?'

'দ্বিতীয় কাগজটা যার কাছে আছে, সে কোথায় শুরু করতে হবে জানে না। কিন্তু আমাদের অনুসরণ করে গেলেই তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'ঠিক!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল ল্যারি। 'ক্রনো হয়ত ডাবল বারের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করবে, কারণ আমরা পথ দেখিয়ে নিয়ে না গেলে ওর করার কিছুই নেই।'

'ওদের আমি অপেক্ষায় বসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করব,' বলল

মার্ভিন। 'তোমাদের ফিরতে কতদিন লাগবে?'

'সবই কপালের ওপর নির্ভর করছে—আগে থেকে কিছুই বলা যায় না।'

সকালে ল্যারি রেইনবো রওনা হলো। যাবার সময়ে ইয়কিকে সাথে নিয়ে গেল। শহরে পৌঁছে ইয়কিকে যেভাবে খুশি সময়টা কাটাতে বলে ও পোস্ট অফিসে ঢুকল। সতর্কভাবে চারপাশে চেয়ে কেউ দেখছে না নিঃসন্দেহ হয়ে ইয়কির চিঠি পোস্ট করল। তারপর কেনাকাটা করতে বেরোল।

কেনা সেরে রাস্তা দিয়ে এগোবার সময়ে শেরিফের সাথে দেখা হয়ে গেল।

'হ্যালো, ডাউটি? ডাবল বার ছাড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছ?' চ্যাপ-ম্যান বলল। ওর কুঁতকুঁতে চোখে বিদ্বেষ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ এমন সম্ভাষণে অবাক হলো ল্যারি। 'ছাড়ার কারণ ঘটেছে কি?'

'এখন আর ঢাকার চেষ্টা করে কি লাভ? সবাই জানে তোমার বাপ ব্যাঙ্কের কাছে দেনায় ডুবে ছিল। নতুন ম্যানেজার তোমাকে দুমাসের মধ্যে টাকা শোধ করার নোটিশ দিয়েছে।'

'মিথ্যা কথা! নোটিশ দেয়নি। আইনের লোক হয়ে তোমার তো এমন আজেবাজে কথা বলা সাজে না। আচ্ছা, তুমি কতদিন হয় এই কাজে টিকে আছ?'

শেরিফের বুদ্ধির ধার তীক্ষ্ণ নয় বলে ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না। 'তা প্রায় চার বছর হতে চলল,' গর্বের সাথে জবাব দিলো সে।

'হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে; তুমিই না ক্লাউডি ট্রেইলে যে খুন

হয়েছিল তার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিলে?—লোকটার কাছে কিছুই পাওয়া যায়নি—এমনকি একটা চিঠিও না।'

চোখ নামিয়ে নিলো চ্যাপম্যান। 'ওই রকমই ঘটেছিল বটে। যে লোক ওকে মেরেছে, সে-ই সব নিয়ে গেছিল।'

'সন্দেহ নেই। ওই ঘটনারই দু'একমাস পর সামান্য কয়েক ভোটে জিতে তুমি আবার শেরিফ নির্বাচিত হলে। সেবার ক্রনোকে বিশেষ সার্ভিস দেয়ার জন্যে ল্যাডার ফাইভের সব ভোটই তুমি পেয়েছিলে।'

'তুমি কি বলতে চাও?' শেরিফের মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে।

'মিথ্যা, শেরিফ, সবই আমি যেমন মিথ্যা বলছিলাম তেমনি মিথ্যা!'

পারলার সেলুনের কয়েক গজ দূরেই ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা। রাস্তাটা গরুর পায়ের ছাপে ভরা। সাহস করে রোনা রাস্তাটা পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। অর্ধেক পার হয়েছে, এই সময়ে ওদিক থেকে প্রচণ্ড ডাক ছেড়ে ছয়টা বুনো গরু ওর দিকে ধেয়ে এলো। পিছন ফিরে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতে গিয়ে রাস্তার বালুতে পা পিছলে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল রোনা। গরুগুলোর পথের ওপরই রয়েছে মেয়েটা। গরুর পিছনে একজন অশ্বারোহী চিৎকার করে ছুটে আসছে।

বিস্ফারিত চোখে আড়ষ্ট হয়ে ওদিকে চেয়ে আছে শেরিফ। ছুটে এগিয়ে গেল ল্যারি। পিস্তলটা উঠে এসেছে ওর হাতে। সামনের গরুটাকে গুলি করল সে। একটু থমকে আরও এগিয়ে এসে রোনার থেকে মাত্র এক গজ দূরে ধপাস করে পড়ে গেল ওটা। দলপতিকে

পড়ে যেতে দেখে অন্য গরুগুলো থমকে দাঁড়িয়েছে। গরুগুলো যে দিক থেকে আসছিল ল্যারিও সেদিক থেকেই ছুটে এসেছে। গুলি করার পর মুহূর্তেই একটা গরুর লম্বা আর ধারাল শিঙের গুঁতো খেয়ে ওর শার্টের একটা হাতা ছিঁড়ে গেছে।

'অল্পের জন্যে রক্ষা হয়েছে,' বলল বিল উইলমো। চিৎকার শুনে সেলুন থেকে ঘটনা কি দেখতে বেরিয়েছিল সে। 'ওকে আমার এখানে নিয়ে এসো।'

'ব্যথা পায়নি তো?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'মনে হয় না.' জবাব দিলো ল্যারি। 'তবে তুমি যদি ক্রনোকে সত্যিই সার্ভিস দিতে চাও, তাহলে ওই ছোকরাকে ধরে এনে জিজ্ঞেস করো শহরের মধ্যে দিয়ে কেন সে এভাবে গরু তাড়িয়ে নিচ্ছিল। ওই ব্যাটা নিশ্চয়ই মাতাল বা পাগল। আমরা দুজনই মারা পড়তে পারতাম।' শেরিফ চলে গেল ; এই মেজাজে ল্যারির সঙ্গ ওর সহ্য হবে না।

রোনার যখন সম্বিত ফিরল তখন সে একটা অপরিচিত ঘরে চেয়ারে বসে আছে। রুক্ষ কিন্তু দয়ালু চেহারার একজন লোক ওর দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলো।

'এক চুমুকে এটা খেয়ে নাও, ম্যাম। এতে নতুন জীবন পাবে।'

একটা কাশি উঠল বটে, কিন্তু এতে তার রক্ত চলাচল যেন বৃদ্ধি পেল চারদিকে চেয়ে দেখল সে। 'আমি কোথায়?'

'পারলার সেলুনে। আমি এটার মালিক বিল উইলমো। ল্যারি ডাক্তার ম্যালাচিকে আনতে গেছে। একটা শার্টও কিনতে হবে ওর।

'ও কি আহত হয়েছে?'

'হতে পারত, কপালগুণে বেঁচে গেছে,' বলল বিল। 'এই যে ডাক্তার এসে গেছে।'

ম্যালাচি ঘরে ঢুকে দ্রুত এগিয়ে এলো রোনার দিকে। রুগীকে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। 'তাহলে কোনো চোট পাওনি, মিস বয়েড?'

'না বোকার মতো অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম মাত্র। মিস্টার উইলমো আমাকে একটা ওষুধ দিয়েছে—তাতেই এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি।'

'ওষুধ?' গ্লাসটা তুলে নিয়ে শুঁকে দেখল সে। 'তাহলে যা দরকার ছিল সেটা বিলই করে ফেলেছে। আমার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু ল্যারি যেমন বলছিল, ভাবলাম না জানি কি হয়েছে।'

'ওর সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেছি। শুনলাম সে-ও চোট পায়নি।'

'হ্যাঁ, এসব কাউবয়রা কঠিন প্রাণী। সহজে এদের কিছু হয় না। ডাক্তারী ব্যবসার জন্য খুব খারাপ। ওই ব্র্যান্ডি—মানে ওষুধ—ওটা নিশ্চয়ই বিলের দাদার আমলের। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে সেলারে মদ রাখা হতো। ওটার দাম বোতল প্রতি অন্তত পঞ্চাশ ডলার হবে।'

'আমার প্রতি সে অনেক দয়া দেখিয়েছে।'

'এটা যখন বিরাট শহর হয়ে গড়ে উঠবে, ওকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসে পাঠাব।'

'তোমার স্বপ্ন এখনও গেল না। ও কে? ইয়াংকি না?'

'ইয়াংকিই তো—কিন্তু সেই আগের ইয়াংকি বলে চেনা কঠিন।'

'বেশি ব্যথা পাওনি তো তুমি? সবটাই আমি দেখেছি। ভেবে

ছিলাম তুমি মারাই পড়বে।'

'মিস্টার ডাউটির কল্যাণে এবার বেঁচে গেছি। কেমন আছ ইয়াকি?'

'ভাল। আমি এখন পুরোপুরি কাউহ্যাণ্ড।

'দেখো, ডাক্তার। তোমার নিশ্চয়ই গর্ব হচ্ছে?

'আমি শুধু উপদেশ দিয়েছি—আসল কাজ ও নিজেই করেছে।'

রোনা কিছু বলার আগেই ল্যারি ঘরে ঢুকল। ব্যাট-উইঙ দরজার দোলার ফাঁক দিয়ে মিস শেপার্ডকে যেতে দেখা গেল।

হঠাৎ তাড়াহুড়া করে উঠে পড়ল ম্যালাচি। 'এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে।' যাবার আগে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ল্যারির সাথে খানিক কথা বলে বেরিয়ে গেল সে।

চেয়ারে বসা মেয়েটার দিকে এগিয়ে এলো ল্যারি। 'ডাক্তারের কাছে জানলাম চোট পাওনি—খুশি হলাম। তোমার জন্যে আর কি করতে পারি?'

ওর কথাবার্তা একটু আড়ষ্ট আর পরপর শোনাল। যে লাল চুলের ছেলেটা তাকে চোরাবালি থেকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার সাথে এর যেন অনেক তফাৎ আছে বলে রোনার মনে হলো। এই অল্প সময়েই সে যেন পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠেছে। হারানর ব্যথা আর কর্তব্যের চাপই তার এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

'তুমি শুধু যথেষ্ট নয়—তার চেয়েও বেশি করেছ,' জবাব দিলো রোনা। 'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তাহলে আর চেষ্টা করো না, ধন্যবাদ আমার দরকার নেই,' একটু রূঢ় ভাবেই বলল ল্যারি। 'এটা জেনো যে আমি যে কোনো মানুষের জন্যে একই কাজ করতাম।'

'ভাল কথা, কিন্তু তাই বলে আমার কৃতজ্ঞ বোধ করা তুমি ঠেকাবে কি করে? তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছ।'

'এমন ঝুঁকি বহুবার আমি বাবার গরু বাঁচাতেও নিয়েছি। রূঢ় হতে চাই না, কিন্তু তোমাদের পরিবারের কাউকে বাধ্য হয়ে সাহায্য করলেও আমাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।'

'বুঝলাম,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলো রোনা। 'কিন্তু এটাও মনে রেখো তোমার সাহায্য নেয়াও আমার পরিবারের জন্য নরক যন্ত্রণাই।'

হেসে বিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিবুক উঁচু করে গর্বের সাথে বেরিয়ে গেল রোনা। বিষণ্ণ চোখে ওর যাওয়া দেখল ল্যারি। ওকে কি ভূতে ভর করেছিল, এসব কথা সে কেন বলতে গেল?

'ক্রনোর আত্মীয় হলেও মেয়েটা খুব ভাল,' মন্তব্য করল বিল।

'চেহারা দেখে সব বোঝা যায় না। আমার সব চেয়ে পাজি ঘোড়াটাই দেখতে সব চেয়ে সুন্দর।'

সবজান্তার মতো মুচকি হেসে চুপ করে রইল বিল। ম্যালাচি ফিরে এসে দেখল ওরা দুজনে ড্রিঙ্ক করছে। ওদের অবাক করে দিয়ে হুইস্কি খাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ম্যালাচি।

'তোমার হাতের কি অবস্থা?'

'ভাল। সামান্য একটু ঘষা লেগেছে মাত্র।'

'কিন্তু আর দু'সেকেণ্ড দেরি হলেই তোমার হার্ট ফুটো হয়ে যেত।'

'আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিতে নিশ্চয় আসনি?'

'না। তুমি র‍্যাঞ্চ ছাড়ছ কবে?'

'ও, তাহলে ওই গুজব তোমার কানেও পৌঁছেচে?'

'আজগুবি কথায় আমি কান দিই না। এটা জেনো, আমি তোমারই পক্ষে,' গম্ভীর স্বরে বলল ম্যালাচি। 'যেভাবেই হোক আমি জানতে পেরেছি খুব কম সময়ের মধ্যে তোমাকে বেশ কিছু টাকা জোগাড় করতে হবে।'

'তাহলে আমার আর্থিক অবস্থা এখন পাবলিক প্রপার্টি? তীক্ত স্বরে বলল ল্যারি।

'এখানে কারটা তা নয়? কিন্তু কথা হচ্ছে টাকাটা কোথা থেকে জোগাড় হবে? গরু ব্যবসায় যা অবস্থা তাতে অন্য র‍্যাঞ্চারের কাছ থেকেও ধার পাওয়া যাবে না—ওদেরও একই অবস্থা। পশ্চিমে রুফের গুপ্তধন অবশ্য আছে—যদি খুঁজে বের করতে পারো।'

'এসব তুমি কিভাবে জানো?'

'ওই গল্পও এখন পাবলিক প্রপার্টি,' স্মরণ করিয়ে দিলো ডাক্তার। 'তোমার বাবা নিজেই আমাকে ওকথা বলেছিল। ঠেকে গেলে গুপ্তধন উদ্ধার করবে। সম্ভবত এই কারণেই ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েও সে নিশ্চিন্ত ছিল।'

চুপ করে রইল ল্যারি। তার ব্যক্তিগত ব্যাপার সবাই জানে—এটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। তারপর বলল, 'আমি ডাবল বার ছেড়ে চলে যাচ্ছি এটা তোমাকে কে বলল?'

'কেউ না। আমি নিজেই ভেবে দেখেছি এখন রুফের গুপ্তধন খুঁজে বের করাই তোমার একমাত্র পথ।'

'এতে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'তোমার সাথে যেতে চাই।'

ভীষণ অবাক হলো ল্যারি। লোকটাকে একটু মেয়েলি স্বভাবের বলেই সে মনে করত। ডাক্তার যে বিপদ মাথায় নিয়ে তার সাথে পাহাড়ী এলাকায় যেতে চাইবে এটা ল্যারি স্বপ্নেও ভাবেনি।

'ওখানে পথ চলা সত্যিই কঠিন হবে, ট্রেইল ছেড়ে বারবার কঠিন পথ পেরোতে হবে। খোলা আকাশের নিচে ঠাণ্ডায় ঘুমাতে হবে। তাছাড়া লড়াই বাধারও ঝুঁকি আছে, যদি—'

'জানো বয়েড টের পায়। হ্যাঁ, ওরও টাকার খুব দরকার—হয়ত তোমার চেয়েও বেশি দরকার। যাক, আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি—গুলিও ছুঁড়তে পারি। দেখতে যেমন মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি ফিট আমি। আর কেউ চোট পেলে...'

বাঁকা সুরে শেষ খোঁচাটা মারল ল্যারি। 'সেলুন থেকে অনেক অনেক দূরে থাকবে তুমি।'

'আসলে এই কারণেই যেতে চাচ্ছি।' হাসল ডাক্তার। 'এটা আমার নিজের ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট, ল্যারি। তোমার সাহায্য আমার দরকার।'

রাজি হয়ে হাত মেলাল ল্যারি।

ত্তের

রোনা বয়েড অক্ষত অবস্থায় ল্যাডার ফাইভে পৌঁছলেও ওর মনটা অশান্ত। তার উদ্ধারকারী দয়ালু প্রকৃতির হয়েও এমন রূঢ় ব্যবহার করায় মনটা ভারি হয়ে আছে। দুটো পরিবার এভাবে বছরের পর বছর কিভাবে দাঙ্গা চালাতে পারে এটা ওর মাথায় ঢুকছে না। ল্যারির মধ্যে আদিম আর বুনো একটা ভাব থাকলেও পছন্দ করার মতো অনেক গুণও আছে। এই দুই পরিবারের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারলে বেশ হতো।

বসার ঘরে ক্রনো একাই ছিল। ঘটনা শুনতে শুনতে রোনা প্রথমে শঙ্কা, তারপরে স্বস্তি ফুটে উঠতে দেখল আঙ্কেলের মুখে। কিন্তু উদ্ধারকারীর নাম শোনা মাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

'আবার ওই লোক?' খেপে উঠল ক্রনো। 'কপাল মন্দ না হলে তুমি বিপদে পড়লেই ও আশেপাশে থাকে কিভাবে?'

'একে কপাল খারাপ বলে মানতে আমি রাজি নই,' প্রতিবাদ করল রোনা। 'ভদ্রলোক আমার জীবন বাঁচিয়েছে—সে নিজেও মারা যেতে পারত।'

'বাজে কথা। ওই পরিবারের লোক সহজে মরে না—ওদের

মারতে বুলেটের দরকার হয়। আমি অকৃতজ্ঞ নই, খুকি—ওর বদলে আর যে কোনো লোক হলে আমি তাকে যা চাইত তাই দিতাম।'

'লোকটা ধন্যবাদও নিতে রাজি না,' বলল রোনা। 'আমার মুখের ওপর তাই বলে দিলো।'

'ছোকরার ঔদ্ধত্য দেখে গা জ্বলে যায়,' বলল ক্রনো। 'ওর একটা উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার। এর ব্যবস্থা আমি করব।'

'মামা, এই ঝগড়ার শুরু কিভাবে হলো?'

'সে এক লম্বা কাহিনী। আর একদিন সব বলব। আপাতত তোমার এটুকু জানলেই চলবে যে আমার বাবা একজন ডাউটির হাতে খুন হয়েছিল।' উঠে দাঁড়াল ক্রনো। 'তুমি একজন বয়েড, রোনা। আমাদের শত্রু তোমারও শত্রু হওয়া উচিত। আমরা কিছুই ভুলি না—ক্ষমাও করি না।'

পাহাড়ে যাওয়ার কথাটা রোনাকে জানাতে চেয়েছিল ক্রনো, কিন্তু ভাবল এখনও তার সময় আসেনি। ল্যারি ডাউটির প্রতি মেয়েটার কৃতজ্ঞতা বোধে একটু ভাটা পড়লে তখন জানানো যাবে। ওকে পুরোপুরি দলে রাখতে হবে। অন্যদিক থেকে আক্রমণ চালাল ক্রনো।

'ল্যাম্পির মুখের চেহারা দেখেছ?'

'হ্যাঁ, মনে হয় দুর্ঘটনায় পড়েছিল লোকটা।'

'হ্যাঁ, দুর্ঘটনাই বটে, ওর দুর্ভাগ্য তিনজন ডাবল বার কাউহ্যাণ্ডের সাথে ওর দেখা হয়েছিল। ওরা নির্মম ভাবে ওকে পিটিয়ে ওর ঘোড়া কেড়ে নিয়ে ওকে অন্ধকারে দশ মাইল পথ হেঁটে র‍্যাঞ্চে ফিরতে বাধ্য করেছে।

'একজনের বিরুদ্ধে তিনজন! মিস্টার ডাউটি ওখানে ছিল?'

'না, কিন্তু ওই নতুন লোকটা ছিল। অর্থাৎ এতে তার বসেরও সায় ছিল।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণটা খুবই সহজ, লোকটা আমার ফোরম্যান—এতে আমাকেই অপমান করা হলো।'

মামার কথায় সন্দেহ হচ্ছে না বটে, কিন্তু এরফান এমন একটা কিছু করতে পারে বিশ্বাসও হচ্ছে না।

'এখানে কি কোনো আইনকানুন নেই?'

'না, কেবল একজন শেরিফ আছে। তবে এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না, লাম্পি নিজেই এর প্রতিশোধ নিতে পারবে। ল্যাডার ফাইভও দুর্বল নয়।'

ল্যারিও দুশ্চিন্তার ভিতর ব্যাঙ্কে ফিরল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে দেখা করেও কোনো ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত দিনটা ওর খুব খারাপই কেটেছে বলতে হবে।

ল্যারির কাছ থেকে কিছু অ্যাডভান্স নিয়ে বাপের অনুপস্থিতিতে ইভান্সের কাছ থেকে একটা পিস্তল কিনেছে ইয়ংকি। ওর জন্যে ট্রিপটা খুবই উপভোগ্য হয়েছে। ছেলেটা ওকে কাস্টমার হিসেবে স্যার বলতে বাধ্য হয়েছে।

'ও, মার খাওয়ার শোধ তুলেছ বলে খুব খুশি?' মন্তব্য করল পিপ।

'কী? আমি মার খেয়েছি? সেও কিছু কম মার খায়নি।'

'তাহলে তো শোধ তোলার কোনো দরকারই ছিল না,' বলল এরফান।

ঠোঁটকাটা ইয়ংকিও চট করে ওকথার জবাব দিতে পারল না। চুপ করে রইল সে।

'তুমি তো সমান সমানই ছিলে—এখন যা করেছ তাতে তুমি ওকে খুব লজ্জা দিয়েছ। হয়ত এখন সে তার কাজটাকেই ঘৃণা করবে।'

'ব্যাপারটা এভাবে আমি ভেবে দেখিনি,' স্বীকার করল ছেলেটা। 'এখন আমি কি করব?'

'এর পরে যখন শহরে যাও, ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। এতে যদি তোমার একজন বন্ধু বাড়ে, সেটাই তোমার লাভ।'

আজ আর একটা নতুন জিনিস শিখল ইয়ংকি।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ল্যারি তার বক্তব্য জানাল। গরুর হাত থেকে রোনাকে বাঁচানর ঘটনা ওরা আগেই শুনেছিল।

'আবারও তুমি বয়েড মেয়েটাকে বাঁচালে। অমন মেয়েকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেয়াই উচিত না,' মন্তব্য করল মার্ভিন।

'এটা ওর দোষ না,' মেয়েটাকে আড়াল দিলো ল্যারি। 'কিন্তু এর চেয়েও জরুরী একটা ব্যাপার আমাদের আলাপ করা দরকার। শেপার্ড স্ক্রু টাইট দেয়া শুরু করেছে। সে আমাকে কর্মচারীদের বেতনের টাকা দিতেও রাজি না।'

'কিছুদিন অপেক্ষায় কাউহ্যাণ্ডরা কেউ আপত্তি করবে না,' জানাল মার্ভিন।

'আমি তা জানি, মার্ভিন, এইজন্যেই আমি চাই না এমন ঘটুক। আমি একজন ক্রেতা ঠিক করেছি, তিন বছর বয়েসের সব গরু সে কিনবে। বেচে ডেলিভারি দিতে হবে। ভাল দাম পাওয়া যাবে না—আর আমাদের রওনা হতেও এতে দু'দিন দেরি হবে। কিন্তু উপায় নেই। ভাল কথা, ডাক্তার ম্যালাচিও আমাদের সাথে যেতে

চায়—যেতে পারবে বলে কথা দিয়েছি আমি।'

'সে কি জানে কিসের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে?' মার্ভিন সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করল।

'সোজা কথায় তাকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি।' কি কথা হয়েছে সেটার পুনরাবৃত্তি করল ল্যারি। 'তবে ও সাথে থাকলে আমাদের উপকারই হবে।'

'আমাদের ব্যাপার ও এতটা কিভাবে জানে?' প্রশ্ন করল মার্ভিন।

'ঠিক জানি না, তবে মনে হয় শেপার্ডের মেয়ের সাথে ওর বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। সম্ভবত ওর কাছ থেকেই জেনেছে।'

'তাহলে ওর এক্সপেরিমেন্টের কারণটাও বোঝা গেল,' বলল এরফান।

ভোর হতেই কাজ শুরু হলো। গরুর সংখ্যা বেশি না হলেও এ-সব কাজে অনেক সময় লাগে। জড় করা, মার্কা মারা—এগুলো সময়-সাপেক্ষ কাজ। ল্যারি আর এরফান ল্যারিয়েট ছুঁড়ে গরু ধরে আনছে, পিগট ওদের পা বাঁধছে আর ফয়েস্ট মার্কা মারছে। পরদিন গরু বিক্রি করে দিয়ে এলো ওরা।

চোদ্দ

হাঁটতে হাঁটতে মিস শেপার্ড আর ম্যালাচি কবরখানার কাছে পৌঁছল। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। সুন্দর পরিবেশে এসে ম্যালাচির চেহারা থেকে সেই সহজাত তেতো-বিরক্ত ভাবটা এখন দূর হয়ে গেছে।

'কবরে কারোই নাম লেখা নেই,' মন্তব্য করল মলি।

'রেইনবোতে আজ পর্যন্ত কারো কবরই পাকা করা হয়নি। ওই নতুন কবরটা ডেভ ডাউটির। শত্রু ছাড়া আর সবার কাছেই লোকটা ছিল দয়ালু।' হঠাৎ ম্যালাচির ব্যঙ্গরস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। 'আর কেউ তোমাকে এখানে নিয়ে এলে গর্বের সাথে এক উজবুকের কবর দেখাত। লোকটা সাতজন মানুষকে হত্যা করেছিল - অথচ সে ডাক্তার ছিল না। শহরের লোক ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। বোকা লোকটার উচিত সাজাই হয়েছে—রক্তপাত ঘটানর আগে ওর একটা ডিগ্রী নিয়ে নেয়া দরকার ছিল।'

মলি হাসল না। 'নিজের পেশা নিয়ে রসিকতা আমার ভাল লাগে না। যোদ্ধারা, যারা অন্য মানুষকে হত্যা করেই সারাটা জীবন কাটায়, তারাও বীর বলে সম্মান পায়। কিন্তু ডাক্তার, যারা

অন্যের জীবন রক্ষা করতে খেটে মরে—তারা কি পায়?'

'শেষ পর্যন্ত সব মানুষের ভাগ্যে যা জোটে তা হচ্ছে – ওই,' কাছের কবরটার দিকে নির্দেশ করল ডাক্তার।

'আজকে তুমি খুব আনমনা,' অনুযোগ করল মলি।

'ক্ষমা ক'রো, মাঝে মাঝে আমি কথায় আর কাজে নিরেট বোকা মির পরিচয় দিই। আসলে যা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি।'

মেয়েটার গালদুটো ক্ষণিকের জন্য একটু লাল হয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক হলো। এই প্রথম সে উপলব্ধি করল এই লোকটা না থাকলে তার কেমন লাগবে। করুণা থেকেই এর শুরু—তরুণ, প্রতিভাবান একজন লোক তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে ফেলছে। হোটেলের একটা কামরায় থাকে, রেস্টুরেন্টে খায়, আর দিনের বেশির ভাগ সময় তার কাটে সেলুনে। ওর জন্যে দুঃখ হতো। আর এখন··· গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল মলি।

'তুমি কি একেবারেই চলে যাচ্ছ?'

'ভালোর জন্যেই যাচ্ছি,' হাসল ডাক্তার। 'কিন্তু তাতে কার কি আসে যাবে?'

'আমার বেশি বন্ধু নেই,' বলল মলি। ওর স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে ডাক্তারের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমি আশা করছি দুই থেকে তিন সপ্তাহ আমার বাইরে থাকতে হবে,' বলল সে। 'কিন্তু কখন, কবে, কোথায় যাব সেটা এখন তোমাকেও জানাতে পারছি না। শহরবাসী জানবে আমি পুবে গেছি।'

রেইনবোতে ফেরার পথে ওদের মধ্যে টুকিটাকি অনেক কথাই হলো। বিদায় নেয়ার সময়ে ম্যালাচি জিজ্ঞেস করল, 'আমি ফিরে এলে কি তুমি খুশি হবে, মলি?'

'হ্যাঁ, খুশি হব।'

'ব্যাস, আমার আর কিছু জানার দরকার নেই,' ফিসফিস করে বলল ডাক্তার। 'আমি ফিরে আসব—সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে ফিরব।'

সেই সন্ধ্যায় রোজকার মতো পার্লার সেলুনে গেল ম্যালাচি, কিন্তু মদ ছুঁল না। সেলুন ছেড়ে বেশ সকাল সকালই বেরোল। কিছুক্ষণ পর ডাবল বার র‍্যাঞ্চ-হাউসের দরজায় টোকা দিলো। ল্যারি নিজেই দরজা খুলে ডাক্তারকে বসার ঘরে নিয়ে গেল। পাহাড়ে যাবার জন্যে সবাই জড় হয়েছে।

'খুশি হলাম, ডাক্তার,' বলল ল্যারি। 'দরকারি সব জিনিস এনেছ তো?' ডাক্তারের মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়া দেখে কাবার্ড থেকে একটা বোতল বের করল ল্যারি। 'এসো, শুভযাত্রা কামনা করে আমরা সবাই এক চুমুক খাই—ফিরে আসার আগে আর আমাদের ভাগ্যে ড্রিঙ্ক জুটবে না।'

'আমাকে বাদ রাখো, ল্যারি,' নিচু স্বরে বলল ম্যালাচি।

'আমিও বাদ, ওসব আমি খাই না,' বলে উঠল ইগ্‌গি।

বলার ভঙ্গিতে লাকি ছাড়া আর সবাই হেসে উঠল। ঘরের এক কোনায় বসে আছে সে। কোমরে একটা বিরাট পিস্তল গোঁজা। মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে একবারে পুরোটা গলায় ঢেলে গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল লাকি। ওর চেহারার কোনো পরিবর্তন হলো না। ডাক্তার আগ্রহের সাথে ওকে লক্ষ্য করছে। ঘড়ির দিকে চাইল ল্যারি।

'রাত বারোটা বেজে গেছে, এবার রওনা হওয়া দরকার।'

একে একে সবাই নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরোল। ঘোড়ার পিঠে উঠে ল্যারি পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল। সবার শেষে পিপ দড়িতে বাঁধা প্যাক-হর্সটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। নীরবতা ভঙ্গ করে দূরে একটা কয়োটি ডেকে উঠল।

খোঁয়াড়ের কাছে অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া লোকটাকে ওরা কেউ দেখতে পায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখে দৌড়ে লুকান ঘোড়াটার কাছে চলে এলো। জিনে চেপে ঝুঁকে ঘোড়ার কাঁধের সাথে মিশে দলটাকে অনুসরণ করল। রাইফেলের গুলির আওয়াজেই লোকটার উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল পিপ, কিন্তু পাশ থেকে টাইনি ওকে সময় মতো ধরে ফেলল। নিচে নেমে অতিকায় কাউবয় আহত পিপকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিলো। আওয়াজ যেদিক থেকে এসেছে ঘোড়া নিয়ে সেদিকেই ছুটল এরকান, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। কেবল একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে শোনা গেল।

কাঠে আগুন ধরিয়ে একটা মশাল তৈরি করে সেই আলোয় পিপকে পরীক্ষা করে দেখল ডাক্তার। 'উরুতে লেগে গুলিটা অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ভয়ের কিছু নেই তবে কয়েক সপ্তাহ তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে। একটু পানি দাও।' পানির বোতল থেকে পানি নিয়ে, ক্ষতটা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো ডাক্তার। 'ওকে র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমরা কেউ একজন ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।' সায় দিলো ল্যারি।

'ওহ্, বস্, এর কোনো দরকার নেই,' প্রতিবাদ করল পিপ।

'ডাক্তার তো ব্যাণ্ডেজ করেই দিয়েছে। আমি ছেলেমানুষ নই—সহ্য করতে পারব। এই ট্রিপটা আমি মিস করতে চাই না, বস।'

'কিন্তু আহত লোক সাথে নিয়ে আমাদের পিছিয়ে পড়লে চলবে না। ওই লোকটা যদি ল্যাডার ফাইভে খবর পৌঁছায় তাহলে আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো সময় মোটেও থাকবে না,' বলল ল্যারি।

শেষে দলের লোকজনকে দেরি না করিয়ে একাই র‍্যাঞ্চে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলো পিপ। ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলো টাইনি। দাঁতে দাঁত চেপে স্যাডল-হর্ন খামচে ধরে বসে আছে পিপ। পায়ের ব্যথাটা অসহ্য রকম দপদপ করছে। ল্যারি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'ডাক্তার, ও কি ঠিক মতো পৌঁছতে পারবে?' প্রশ্ন করল সে। 'আমার র‍্যাঞ্চ যায় যাক, কিন্তু পিপের কিছু ঘটলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

'ও ঠিকই পৌঁছবে,' অভয় দিলো ম্যালাচি। 'শক্ত মানুষ।' তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, 'লোকটার মনোবল আমাকে লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে।'

খুব ভোরে ডাচের ডাকে ক্রনোর ঘুম ভাঙল। একজন বিশেষ জরুরী দরকারে ওর সাথে দেখা করতে চায়।

সব খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল ক্রনো। মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। 'তাহলে ওরা আমাদের ফাঁকি দিয়ে রওনা হয়ে গেছে। তুমি ট্রেইল করতে পারো, মাইক?'

'বেশির ভাগ লোকের চেয়ে ভাল পারি,' সাদামাঠা গলায় জানাল সে।

'তাহলে তোমাকে আমরা সাথে নেব ; কাজের জন্যে তুমি টাকা পাবে। আমাদের সব কিছু তৈরি তো, লাম্পি ? ভাল, আমরা কিছু খেয়ে নিয়েই রওনা হব।'

ছ'ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হলো ওরা। রোনাও সাথে এসেছে। ডাচ আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু ওর আপত্তি টেকেনি।

রেইনবো শহরকে এড়িয়ে ওরা ডাবল বারের পশ্চিম সীমানার দিকে এগোল। অল্পক্ষণ পরেই মাইক যেখানে গুলি ছুঁড়েছিল সেখানে পৌঁছল। দিনের আলো ফুটে উঠেছে। একদল ঘোড়সওয়ারের খুরের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ম্যাচের কয়েকটা পোড়া কাঠি আর ঘাসের ওপর রক্তের দাগটার দিকে দেখাল মাইক।

'বলেছিলাম না, একজন আহত হয়েছে ? লোকটাকে র‍্যাঞ্চে ফেরত পাঠিয়েছে ওরা।' ক্রনোর একটা প্রশ্নের জবাবে সে জোর দিয়ে বলল, 'যখন বলবে তখনই ওদের ধরে ফেলব আমি।'

'কিন্তু ওদের এখন ধরতে চাই না,' সাবধান করল ক্রনো। 'আমরা যে ওদের পিছু নিয়েছি এটাও যেন ওরা জানতে না পারে।'

'বুঝেছি। ওদের অনুসরণ করা আমাদের জন্যে খুব সহজ হবে। এসব কাউহ্যাণ্ডরা ট্র্যাক লুকানর ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ।'

কিন্তু আরও এক মাইল এগিয়ে মাইক টের পেল কাউহ্যাণ্ডদের ব্যাপারে সে যা মন্তব্য করেছিল সেটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। একটা ছোট ঝর্নার কাছে এসে অগ্রবর্তী দলের ছাপ একেবারে মিলিয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে পানির ভিতর দিয়ে এগিয়েছে ওরা।

'আমরা অনুসরণ করছি না জানলে ওদের পানিতে নামার কারণ দেখি না,' বলল মাইক।

'ওরা যে জানে তাতে সন্দেহ নেই,' বলল লাম্পি। 'তুমিই তো

বোকার মতো গুলি করে ওদের জানিয়ে দিয়েছ।' ওই লোকটাকে দলে নেওয়াটা প্রথম থেকেই লাম্পি পছন্দ করেনি।

'আমি কি তখন জানতাম এতসব প্যাঁচ রয়েছে ?' পাল্টা জবাব দিলো মাইক।

ঝর্নার পাড় ধরে দুপাশেই অনেকদূর খোঁজার পর আবার ট্র্যাকের দেখা মিলল। তবে এতে ওদের অনেকটা সময় নষ্ট হলো। এরপর থেকে এই ধরনের দেরি প্রায়ই ঘটতে শুরু করল।

লাম্পি টিপ্পনী কাটল, 'সামনের রাখাল-বালক তো তোমাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছে—তুমি কোন্ কাজটা ভাল পারো ?'

গিরগিটির মতো আধ-বোজা চোখে কিছুক্ষণ লাম্পির দিকে রোষের সাথে চেয়ে থেকে নিচু স্বরে সে বলল, 'তোমার মতো পোকা-মাকড় মারতে পারি।'

রোনাকে ডাচই বেশি সঙ্গ দিচ্ছে। সুগঠিত কাঠামোর ওপর রাই-ডিং স্যুট আর সিল্কের শার্টে রোনাকে চমৎকার মানিয়েছে। ট্রিপের ব্যাপারে মেয়েটা কৌতূহলী হয়ে এটা ওটা প্রশ্ন করছে। আঙ্কেল তাকে বিশেষ কিছুই জানায়নি।

'আমাদের বারবার এভাবে দেরি করতে হচ্ছে কেন ?' ট্রেইল খোঁজার ফাঁকে একবার প্রশ্ন তুলল রোনা। 'আমার তো ধারণা ছিল আমরা নিছক বেড়াতেই বেরিয়েছি।'

'কাজ এবং বেড়ান—দুটোই, তবে আমার জন্যে একটা প্রমোদ-ভ্রমণ হচ্ছে,' হাসল ডাচ। 'গোপন কথাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলছি—সবাই জানে না, কিন্তু আসলে আমরা গুপ্তধনের খোঁজে বেরি-য়েছি।'

'সত্যি ?' খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রোনা। 'কেমন ধন-রত্ন

খুঁজছি ?'

'জানি না—সোনা, টাকা বা হীরে-জহরত—কিংবা তিন রকমই থাকতে পারে। ওগুলো রেড রুফ নামে একজন আউট-ল এসব পাহাড়ের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল বলে শোনা যায়।'

'তার কি হয়েছে ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডাচ। 'কে বলতে পারে ? হয়ত আরও ধন-রত্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে মারাই পড়েছে।'

'আঙ্কেল ক্রনো জানে টাকাটা কোথায় লুকান আছে ?'

রোনার চোখে চোখ রেখে হাসল ডাচ। 'না, ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। কিছু তথ্য তার জানা আছে, কিন্তু এতে অনেক সময় লাগতে পারে।' গলার স্বরটা আরও ঘনিষ্ঠ করে সে বলল, 'দেরি হলেই আমার জন্যে ভাল।'

একটু লাল হলো রোনার গাল। 'কিন্তু ট্র্যাক খোঁজার দরকার পড়ছে কেন ? ওগুলো নিশ্চয় রেড রুফের ট্র্যাক নয় ?'

'না, অন্য দলও কিছু তথ্য জোগাড় করে আমাদের আগেই ওগুলো কব্জা করতে চায়। আমরা দেখতে চাই ওরা কোন্‌দিকে যায়। আসল কথা, ওটা খুঁজে পাওয়া তোমার মামার জন্যে খুব জরুরী। গরুর ব্যবসায় কয়েক বছর মোটেও লাভ হয়নি—তাই তার দেনার পরিমাণ ভারি হয়ে গেছে।'

'বেচারা আঙ্কেল ক্রনো—আমি ভাবতাম সে বড়লোক।'

'অনেকেরই তাই ধারণা—সম্মান নিয়ে তাকে চলতে হয়। ওর প্রতি আমার অনেক উঁচু শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। যেভাবে সে ল্যাডার ফাইভ রক্ষা করার জন্যে ফাইট করে চলেছে তারপরেও র‍্যাঞ্চটা হারান ওর পক্ষে খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হবে।'

'অবস্থা এতই খারাপ ?'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ মুখে মাথা ঝাঁকাল ডাচ। 'রেইনবোর উন্নতি করারও অনেক প্ল্যান ক্রনোর আছে—একমাত্র আমার সাথেই সে ওসব নিয়ে আলাপ করেছে।'

'অন্য দলটা কারা ?'

'ডাবল বার ছাড়া আর কে ? তোমার মামাকে ধ্বংস করার জন্যে ল্যারি ডাউটি করতে পারে না এমন কাজ নেই।'

রোনার মনেও কোনো সন্দেহ নেই। ল্যারি তার আক্রোশ ঢাকার চেষ্টা করেনি। 'লুকান ধন আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।'

'নিশ্চয়, ক্রনোর ভালর জন্যে আমি যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি।'

'আমার বিশ্বাস এখানে সবাই তাতে একমত।'

এটাই রোনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চেয়েছিল ডাচ। কাজ হাসিল হওয়ায় এবার প্রসঙ্গ পাল্টাল। ডাচের কিছু নিজস্ব পরিকল্পনাও জড়িত আছে এর সাথে।

পনের

পিছনের দলটাকে ধোঁকা দিয়ে দেরি করাবার বুদ্ধিগুলো সব এরফানের মাথা থেকেই আসছে। এবার দুটো কম্বলের সাহায্যে আর এক-টা ধাঁধার সৃষ্টি করল সে। প্রত্যেকের কাছেই থাকল দুটো করে কম্বল। ঘোড়াকে আর সামনে না বাড়িয়ে জিনের ওপর থেকেই প্রথম কম্বলটা বিছানো হলো, তারপরে অন্যটা। ঘোড়া দ্বিতীয় কম্বলের ওপর ওঠার পর প্রথম কম্বল উঠিয়ে দ্বিতীয় কম্বলের পাশে পাতা হলো। এতে মাটির ওপর ঘোড়ার খুরের কোনো চিহ্নই থাকল না। দ্বিতীয় দলটা এসে দেখবে ওরা স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। পদ্ধতিটা সময়সাপেক্ষ—কিন্তু ওদের ট্র্যাক খুঁজে বের করতে অনুসরণকারী দলের আরও বেশি সময় নষ্ট হবে।

'বাহ, বেশ চমৎকার বুদ্ধি তো!' এরফানের প্রশংসা করল ম্যালাচি। 'তোমার কি মনে হয় এতে ওদের বোকা বানানো যাবে?'

'এটা ইণ্ডিয়ানদের একটা চালাকি,' জবাব দিলো এরফান। 'ক্রনোর সাথে যদি সত্যিকার ট্র্যাকার কেউ থাকে তবে সে ব্যাপারটা আন্দাজ করবে—কিন্তু তার পরেও আমরা কোন্‌দিকে গিয়েছি জানা না থাকায় চারদিক খুঁজে আবার আমাদের ট্র্যাক বের করতে ওদের

অনেক সময় লাগবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সবুজ গাছে ছাওয়া একটা পাহাড়ের তলায় এসে পৌছল। ছায়ায় ছায়ায় অল্প ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠা শুরু হলো।

মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছে ওরা। বেশির ভাগ পথই উঁচু উঁচু বিশাল গাছের ভিতর দিয়ে। মাথার উপরে ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে সামান্য এক-আধটু আলো আসছে। মাঝে মাঝে ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছকে পাশ কাটিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে। একটা-দুটো জায়গায় গাছ কিছুটা হাল্কা হলেই কেবল টের পাওয়া যাচ্ছে এখনও দিন। এদিকে জীবজন্তুর সংখ্যা খুব কম।

রাত নেমে আসার আগেই একটা ঘেসো জমির ওপর পৌছল ওরা। আশেপাশে বেশ কিছু ঝোপ আর গাছপালা রয়েছে। এক-দিকে পাহাড়টা খাড়াভাবে একশো ফুট উপরে উঠে গেছে। সবাইকে ওখানেই থামাল এরফান।

'আজ রাতের জন্যে এখানে ক্যাম্প করলেই ভাল হবে, ল্যারি,' বলল সে। 'ঘোড়ার খাবারও যথেষ্ট রয়েছে, তাছাড়া পাহাড়ের ক্লিফের জন্য আগুন জ্বালালে ধোঁয়াও দেখা যাবে না।'

ঘোড়াগুলোকে লম্বা দড়ি দিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্যে বেঁধে দেয়া হলো, যেন ভালুক বা পাহাড়ী সিংহের ভয়ে হুড়মুড় করে ছুটে না পালায়। লাকি আর ইয়কি অল্পক্ষণেই একটা আগুন তৈরি করে ফেলল। মাংস ভাজি আর কফির গন্ধ ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর খিদে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

'কেমন লাগছে, বাছা?' কিছু শুকনো কাঠ নামিয়ে রাখতে রাখতে ইয়কিকে প্রশ্ন করল এরফান।

'চমৎকার,' উৎসাহের সাথে জবাব দিলো ইয়কি। 'এ তো দেখছি নাচে যাওয়ার চেয়ে মজার।'

খেতে বসে এরফান জিজ্ঞেস করল কতদূর পথ পাড়ি দেয়া হয়েছে।

'মনে হয় অর্ধেক,' ল্যারি জবাব দিলো। 'তোমার কি ধারণা, লাকি?' জবাব দেয়ার বদলে কেবল ঈষৎ মাথা ঝাঁকাল লাকি। একটু নিচু স্বরে ল্যারি আবার বলে চলল, 'আমার বিশ্বাস লাকি বাবার সাথে এখানে এসেছিল। কেন এসেছিল তা অবশ্য সে জানে না—এইজন্যেই ওকে সাথে এনেছি। তুমি কেমন বোধ করছ, ডাক্তার?'

'ক্লান্ত, কিন্তু এত ভাল আর কখনও লাগেনি,' হাসল ম্যালাচি। 'আর কয়েক সপ্তাহ এভাবে কাটলে আমি ডাক্তারী ছেড়ে কাউবয় হয়ে তোমার র‍্যাঞ্চে যোগ দেবো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত মানুষগুলো একে একে ঘুমিয়ে পড়ল। আগামী দিনেও তাদের আবার একই পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে। কান খাড়া রেখে পায়ের ওপর পা তুলে আগুনের ধারে জেগে বসে আছে এরফান। পাশেই রাখা আছে ওর রাইফেল। ক্রুনো বয়েড যে এই দলটাকে অনুসরণ করছে এ বিষয়ে এরফানের মনে কোনো সন্দেহ নেই। লাম্পি যে একটা মিথ্যাবাদী লম্পট, এটার প্রমাণ পেয়েছে। নিজের লাভের আশায় ও সবই করতে পারে। কিন্তু ডাচ উইলিয়ামকে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। এটা ঠিক যে ওর মতো লোক পশ্চিমের এই কঠিন পরিবেশে সারা জীবন একটা র‍্যাঞ্চে পড়ে থাকার জন্য আসেনি। তবে এখানে সে কি জন্যে এসেছে? অনেক ভেবেও সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পেল না এরফান। ওর পাহারা

দেয়ার সময় শেষ হয়েছে। চোখ ডলতে ডলতে এগিয়ে এসে টাইনি ওকে নিষ্কৃতি দিলো। ঘুমাতে গেল এরফান।

প্রায় পনের মাইল দূরে আর একটা ক্যাম্পে প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটল। তফাৎ এই যে ওখানে দুটো আগুন জ্বলছে। একটা র‍্যাঙ্কার, তার ভাগনি আর ডাচের জন্য—অন্যটা আর সবার। লাম্পি এই বন্দোবস্তে একটু আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু তাকে কড়াভাবে ধমকে নির্দেশমতো কাজ করতে বলা হয়েছে। আগুন দুটোর দূরত্ব এমন রাখা হয়েছে যেন এক দলের কথাবার্তা অন্য দলের লোক শুনতে না পায়। আগুনের কাছেই একটা ছোট্ট তাঁবুর ভিতর রোনার শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অগ্রগতি ধীর হলেও তাতে ক্রুনার উদ্যম কমেনি।

'খোলা আকাশের নিচে কাটাতে কেমন লাগছে, রোনা?' প্রশ্ন করল ডাচ।

'খুব ভাল—থ্রিলিং,' বলল রোনা। 'তোমার কি মনে হয় আমরা সফল হব?'

দুজনের কেউ মুখ খুলল না। র‍্যাটক্লিফ ওদের রাঁধুনী হিসেবে কাজ করছে। লোকটা খাবার সার্ভ করে নিজেদের আগুনের কাছে ফিরে গেলে ডাচ বলল, 'আমি মিস বয়েডকে আমাদের এখানে আসার আসল কারণ সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়েছি; এতে ওর খুব আগ্রহ।'

'সত্যিই তাই,' উৎসাহের সাথে বলল মেয়েটা। 'কিন্তু এত কাণ্ড করতে হচ্ছে বলে একটু দুঃখ হচ্ছে।'

'এতে দুঃখের কিছু নেই, সোনা,' সস্নেহে বলল ক্রুনো। 'মানুষকে উপরে উঠতে হলে কিছু সংগ্রাম করতেই হয়। শেষ পর্যন্ত আম-

রাই জিতব।'

'ওই লাল চুলের আউট-ল লোকটাই আমাদের উপরে উঠতে সাহায্য করবে,' যোগান দিলো ডাচ।

'ওর চুল কি লাল ছিল?'

'ঠিক জানি না তবে আমার মনে হয় ওই কারণেই ওর ডাকনাম রেড রুফ।'

'খুনী হিসেবেও ওই নাম সে—' অন্য আগুনের ধার থেকে উচ্চকণ্ঠে হাসিতে ক্রনোর কথায় বাধা পড়ল। সেই সাথে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 'লাম্পি আশা করেছিল আমাদের সাথেই ওর খাবার ব্যবস্থা হবে – ইদানীং একটু উদ্ধত হয়ে উঠছে ও। বাধ্য হয়ে ওকে মনে করিয়ে দিতে হলো আমিই বস্।'

'ঠিক করেছ,' সমর্থন করল ডাচ। মাথার ভিতর যে পরিকল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে তাতে মালিক আর ফোরম্যানের সম্পর্ক খারাপ থাকলেই ওর সুবিধা। 'তবে এখন ওর গোমড়া ভাবটা কেটে গেছে বলেই মনে হচ্ছে।'

'কর্মচারীরা কেউ মুখেমুখে তর্ক করুক এটা অসহ্য। ওরা অনুগত থাকবে এটাই আমি চাই।'

ডাচ কোনো মতামত প্রকাশ করল না। সে জানে ফোরম্যান সহজে কথাটা ভুলবে না।

ক্রনো যখন কথাগুলো বলছিল তখনও লাম্পি মনে মনে ভাবছে এই অপমানের শোধ সে তুলবে। কাউহ্যাণ্ডদের দলের সাথে তাকে একসাথে ভিড়িয়ে দেয়াটা সহজ মনে নিতে পারেনি ও। কিন্তু ওদের সাথেই যখন থাকতে হবে নতুন লোকটার সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

'মাইক, ভুল করলে সেটা স্বীকার করতে আমি লজ্জা পাই না,' শুরু করল সে। তোমার ব্যাপারে আমি ভুলই করেছিলাম। তুমি আসলেই ভাল ট্র্যাক করতে জানো। সামনের দলটা ওখানে যেভাবে বাতাসে মিলিয়ে গেছিল তাতে যে-কোনো ইণ্ডিয়ানও ভেবাচ্যাকা খেয়ে যেত।'

'হ্যাঁ, চালাকিটা আমাকেও প্রথমে হতভম্ব করেছিল,' মিছে বড়াই না করে স্বীকার করল মাইক।

'তোমার দোষ নেই—ওদের ছলনা তুমি ধরে ফেলার পর আমরাই তো আবার ট্র্যাক খুঁজে বের করতে দেরি করে ফেললাম।'

তোষামোদে দাড়িওয়ালা লোকটার মন কিছুটা গলল। সে ভাবল, ফোরম্যান লোকটা হয়ত আসলে তত খারাপ নয়।

সে বলল, 'ধন্যবাদ, বন্ধু। কিন্তু এই ট্রিপে একটা ব্যাপার আমার কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না – দলের ফোরম্যান হিসাবে তুমি হয়ত এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে।'

'বলো কি জানতে চাও?' দলের ফোরম্যান বলায় মনে মনে খুশি হয়েছে লাম্পি।

'আমরা কিসের উদ্দেশে ছুটছি?'

'এখন আর এটা গোপন রেখে লাভ নেই,' গলার স্বর নামাল লাম্পি। 'লুকান টাকার খোঁজে চলেছি – রেড রুফের গুপ্তধনের কথা শোনোনি?'

'শুধু শুনেছি? আমি নিজেও গুজবে বিশ্বাস করে বোকার মতো অনেকদিন ওই সম্পদ খুঁজে বেড়িয়েছি। যাক গে, ভাল বেতন পেলে আরও কিছুদিন খামোকা ঘুরতে আপত্তি নেই।'

'হয়ত কোথায় খুঁজতে হবে তা তুমি জানতে না,' এতক্ষণ চুপ-

চাপ শোনার পর কথোপকথনে যোগ দিলো র‍্যাটক্লিফ। লোকটা গড়নে হাল্কা হলেও ওর পেশী দড়ির মতোই পাকান। নামের প্রথম অংশ 'র‍্যাট' ওর চরিত্রের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

'ঠিক বলেছ, জানতাম না। জানলে কি আর আজ এখানে থাকতাম?' বলে উঠল মাইক। 'কিন্তু ক্রুনো বয়েডই কি জানে? জানলে সামনের দলটার পিছু নেয়ার কি দরকার?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব পেল না মাইক। লাম্পি বা র‍্যাটের উত্তরটা জানা নেই। কিন্তু চতুর লাম্পি ধরা দিলো না। অন্য দুজনের চেয়ে বেশি জানার ভাবটা বজায় রেখে বলল, 'কারণ অবশ্যই আছে—ক্রুনো লোকটাকে এত বোকা ভেব না।'

'তাহলে আমরা সবাই ভাগ পাব?' লোভে চকচক করছে মাইকের চোখ।

'মেয়েটাকে বাদ দিলে ওরা দুজন আর আমরা চারজন—ভাগ না পেলে বলতে হবে আমরা হাবা,' অর্থপূর্ণ ভাবে জবাব দিলো ফোরম্যান।

মাইক আর র‍্যাট সম্মতিসূচকভাবে মাথা ঝাঁকাল। মাইক বলল, 'পার্টনার, তোমাকে ধীরে ধীরে ভালোই লাগছে আমার।'

লাম্পি এখন সন্তুষ্ট। র‍্যাঙ্কার যদি তার সাথে ভাল ব্যবহার না করে তাহলে একটা গোপন অস্ত্র রইল ওর কাছে। ওদিকে ডাচকেও সে অর্ধেক হাত করে রেখেছে। দু'দিক থেকেই ওর পথ পরিষ্কার।

ষোল

পরদিন ডাবল বারের লোকজন বেশির ভাগ সময় একটানা গতিতে এগিয়ে চলল। অনুসরণকারী দলের থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে আন্দাজ করলেও ওরা যখনই সুযোগ পেল চিহ্ন ভাঁড়িয়ে নানা উপায়ে পিছনের দলটাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল। এতে যে মাইকের খাটুনি কি পরিমাণে বাড়ল এটা ওরা টের পেল না।

চারপাশের বুনো পরিবেশ সত্যিই অবাক হবার মতো। ঘন পাইনের বন সূর্যের আলো মাটি পর্যন্ত পৌঁছবার সুযোগ দিচ্ছে না। ছোটছোট ঝোপঝাড়ে উজ্জ্বল রঙের ফুল ফুটে আছে। মাঝেমাঝে হাজার হাজার টন ওজনের বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই চোখে পড়ছে। ওগুলো দূরে উঁচু পাহাড়টা থেকে খসে গড়িয়ে নেমে এসেছে। পাহাড়ের ঢাল তেমন খাড়া না হলেও ক্রমাগত উপরে উঠেছে।

এখানে শিকার প্রচুর। কোয়েইল, কাঠবেড়ালি আর খরগোস। একবার হরিণের একটা ছোট পালও ওদের চোখে পড়ল। খুঁতখুঁতে প্রাণীগুলো কয়েক সেকেণ্ড ওদের জগতে প্রবেশকারী অপরিচিত জন্তুগুলোর দিকে চেয়ে থেকে পরক্ষণেই চোখের নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল। রাইফেল বের করার জন্যে ইয়কির হাত নিশপিশ করছিল—

সতৃষ্ণ নয়নে ওদিকে চেয়ে রইল সে।

'ওর জন্যে পরেও অনেক সময় পাবে,' সান্ত্বনা দিলো এরফান। 'কাজ আগে ; তাছাড়া আমরা কোথায় আছি তা প্রচার করে জানিয়ে দেয়া বোকামি হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছেলেটা। 'কোথায় মারতে হবে তা-ই তো আমি জানি না।'

'ঠিক বাম কাঁধের পাশে—ওখানেই হার্ট,' জানাল এরফান।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে গাছের সংখ্যা কমে এলো। এগুলো আগের মতো তত উঁচুও নয়। সূর্য প্রায় ঢলে পড়ছে, এই সময়ে ওরা যেখানে পৌঁছল তার প্রকৃতি এতক্ষণ যা দেখেছে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অগভীর একটা বাটির মতো জায়গা। মাঝখানে গভীরতা এক-শো ফুটের বেশি হবে না। চওড়ায় আধমাইল। বাটির তলায় ধূসর মিহি বালি জমে আছে। গ্রীজউড আর ক্যাকটাস ছাড়া আর কোনো গাছ নেই। বেসিনের ধারটা এবড়োখেবড়ো খাড়া—একটা 'ভি' আকারের খাঁজ নেমে গেছে ওটার তলা পর্যন্ত। ঘোড়া থেকে নেমে ল্যারির পাশে গিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করল লাকি।

'বাবার সাথে তুমি এখানেই এসেছিলে?' আলতো একটা মাথার ঝাঁকিতে জবাব পেয়ে ল্যারি সবার উদ্দেশে বলল, 'তাহলে এটাই আমাদের কর্মস্থল।'

ওদের সামনেই, বেশ কমাইল দূরে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওল্ড ক্লাউডি। এরফান লক্ষ্য করল ওটার গোলাকার চূড়া আর তার দুপাশে পাহাড়ের কাঁধ যেভাবে নিচে নেমেছে, মনে হচ্ছে একটা লোক যেন বসে আছে। বেসিনটাকে ওর হাঁটু বলে

ভাবতে কল্পনাপ্রবণ মনের দরকার হয় না। বিশাল মূর্তিটার পিছনে আকাশ লাল হয়ে উঠছে।

'তাহলে, এরফান? এবার আমরা কি করব?' প্রশ্ন করল ল্যারি।

'চিঠির বর্ণনার সাথে মিলছে। কিন্তু এখানে ক্যাম্প করার মতো জায়গা নেই।' মাথার হ্যাটটা একটু পিছন দিকে ঠেলে চিন্তাযুক্ত মনে এরফান আওড়াল, 'পশ্চিম হচ্ছে উত্তর, আর উত্তরই দুপুর। ওদিকের খাঁজটা আমাদের পশ্চিমে, অর্থাৎ ওটাকেই আমাদের উত্তর বলে ধরতে হবে আর দুপুর মানে বারোটা। এই জায়গায় এসে আমাদের ভালো করে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এটা হয়ত একটা ইঙ্গিত।' এবার ওর দৃষ্টি বাটির মতো গোলাকার বেসিনের দিকে গেল। 'আমরা যদি ওই বেসিনকে ঘড়ির ডায়েল বলে কল্পনা করি তবে পশ্চিমের খাঁজটা বারোটা নির্দেশ করবে—তাহলে আমরা যেটা দিয়ে বেসিনে নামব সেখানে মিনিটের কাঁটা এলে আধঘণ্টা হচ্ছে—কিন্তু এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে—অর্থাৎ আরও বামদিকে কোনো জায়গায় আমাদের পথ। অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় যে খাঁজটা দেখা যাচ্ছে ওটাই আমাদের নিতে হবে।'

সব কিছু মিলে যেতে দেখে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল ব্লাঙ্কার, 'এরফান! আমার মনে হচ্ছে ধাঁধার উত্তরটা তুমি ধরে ফেলেছ। আচ্ছা, ওরাও যদি এই পর্যন্ত এসে হাজির হয়, ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে কিছু করা যায় না?'

'সেটা আমি দেখছি। তুমি সবাইকে নিয়ে বেসিন পার না হওয়া পর্যন্ত এক লাইনে এগোও।'

যেখানে ওদের দলটা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে ঘোড়ার পায়ের ছাপগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে শুরু করে ডানে একটা

সরু খাঁজের দিকে এগোল এরফান। একটা ছোট্ট গিরিপথ ওদিক দিয়ে এগিয়ে গেছে। মেঝেটা পাথরের—ঘোড়ার পায়ের ছাপ পড়বে না। এবার আগের চিহ্নটার পাশ দিয়ে ব্ল্যাকিকে পিছনে হটিয়ে আবার ফিরে এলো এরফান। আরও দুবার একই ভাবে চলার পর ছয়জন আরোহীর ওই দিকে যাওয়ার ছাপ বালির ওপর পড়ল। এবার একটা ভাঁজ করা কম্বল দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে ওর সঙ্গীরা যেদিকে গেছে সেদিকে টেনে নিয়ে চলল। ওদের চলার সব চিহ্ন মুছে গেল।

বেসিন পেরিয়ে আরও খানিক দূর গিয়ে একটা উপত্যকার কোলে সঙ্গীদের দেখা পেল এরফান। ক্যাম্প করার জন্যে চমৎকার একটা জায়গা বেছে নিয়েছে ওরা।

খেতে বসে এরফান ব্যাখ্যা করল সে কি করে এসেছে। 'এখন সব কটা পথই একটা একটা করে ওদের খুঁজে দেখতে হবে। আশা করা যায় এতে ওদের অনেক সময় নষ্ট হবে।'

'আমরা ওদের পথ ধরলেই তো পারি? ওরাই গুপ্তধন খুঁজে বের করুক, তারপর ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিলেই হবে?' প্রস্তাব দিলো টাইনি।

'না, ঠিক হবে না, অনেক রক্তপাত হবে। দাঙ্গা এড়াতে পারলেই আমি খুশি হব। তবে টাকাটা নাবাত্ত আমার—ওটা আমার চাই,' বলল ল্যারি।

'কেউ যে আমাদের অনুসরণ করছে তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ কিন্তু আমরা পাইনি,' স্মরণ করিয়ে দিলো ডাক্তার।

'তা ঠিক,' স্বীকার করল ডাউটি। 'কিন্তু বাবার মৃত্যু, নাচের দিন ডাবল বারে হামলা, ডাবল বারের ওপর ব্যাঙ্কের চাপ, আর পিপের

আহত হওয়ার প্রতিটা ব্যাপারেই ক্রনোর হাত রয়েছে বলে সন্দেহ হয়। একমাত্র সে-ই এসব কাজে লাভবান হতে পারে।'

সুতরাং পাহারার ব্যবস্থা রাখল ওরা। সকালের দিকে এরফান খেয়াল করল ডাক্তার ম্যালাচি ঠোঁটের কাছ থেকে একটা বোতল নামিয়ে কর্ক লাগাচ্ছে।

'মাথা ধরার ওষুধ, ম্যালাচি?' ব্যঙ্গ ভরে প্রশ্ন করল এরফান।

লজ্জিত মুখে মুখ তুলে চাইলো ডাক্তার। একটু আড়ষ্ট হয়ে সে বলল, 'সাধারণত আমি মাথা ধরার কারণ হিসেবেই দেখা দিই।' তারপর আবার বলে উঠল, 'ঈশ্বর, কেন আমরা এত দুর্বল?'

হাতের মুঠো খুলল ম্যালাচি। ওর হাতে একটা স্কচের ছোট বোতল। 'তুমি জানো, কি জন্যে আমি এখানে এসেছি। আমি এই খারাপ অভ্যাসটা ত্যাগ করার আশায় এই ট্রিপে এসেছিলাম। আমার জন্যে এটা খুব জরুরী—কিন্তু পারব কিনা জানি না। ভেবেছিলাম লোভ সম্বরণ করতে পারব। এইজন্যেই সাথে করে জিনিসও এনেছিলাম। মনে করেছিলাম আমি বাহাদুর—এই জিনিসের গন্ধ শোঁকার পরেও আমি নিজেকে সামলাতে পারব। কিন্তু গন্ধ শুঁকে পাগল হয়ে উঠলাম।'

'ওইটুকুই এনেছ?'

'হ্যাঁ, তবে তুমি দেখে না ফেললে এটা শেষ হলে রেইনবোতে ফিরে আরও নিয়ে আসব ভেবেছিলাম।'

'কাকে ঠকাচ্ছ, নিজেকে না মিস শেপার্ডকে?'

'তুমি কি করে জানো?'

'কথা কিছুই চাপা থাকে না।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না; জীবনে কিছু কিছু সময় আসে

যখন মনে হয় জীবন কিছুই নয়। নেশায় ডুবে যায় মানুষ—ওখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।'

রূঢ় ভাবে হাসল এরফান। 'একবার আমাকে হাত-পা বেঁধে মরুভূমির ভিতর ফেলে গিয়েছিল এক পাজি মেক্সিকান গেরিলা চীফ। সব শক্তি খরচ করে আমি নিজেকে মুক্ত করে ওই অনন্ত পথ হেঁটে পাড়ি দেয়া শুরু করলাম পানির খোঁজে। পানির অভাবে জিভ ফুলে গেল—মুখ বন্ধ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় আমি প্রায় অন্ধ—গা পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার অবস্থা—কিন্তু ওই অবস্থায় পানির অভাব না—যেটা আমাকে জয় করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে ওখানেই শুয়ে মরে যাওয়ার ইচ্ছা। তোমার অবস্থাও তাই, মদ খাওয়ার ইচ্ছাকে বোঝার দরকার নেই—মরার ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হবে। বোতলটা ফেলে বুটের তলায় গুঁড়িয়ে দাও।'

'ওকথা বলো না, এরফান, আমি পারব না,' অনুনয় করল ডাক্তার।

'তাহলে খাও। মদ গিলেই মরো,' রুক্ষ ভাবে বলে ঘুরে চলে গেল এরফান।

রূঢ় কথায় কাজ হলো। ঘুরে দেড়গজ যাওয়ার আগেই পাথরের ওপর কাঁচের জিনিস পড়ার আওয়াজ এরফানের কানে এলো। তারপরেই বুটের নিচে ওটা ভাঙার শব্দ পেল। একটা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে ম্যালাচি।

সকাল বেলায় খোঁজ শুরু হলো। কিছু লুকান যায় এমন প্রতিটা জায়গা খোঁজা হলো। কিন্তু একটা গুহা ছাড়া মূল্যবান কিছুই খুঁজে পেল না ওরা। তবে গুহাটা বেশ বড়, ঘোড়া সহ সবার জায়গা হবে। ক্যাম্প বদল করে ওখানেই এসে উঠল ওরা। গুহাটা বেশ লম্বা,

ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'রেডক্রফ্, এখানে কোথাও টাকা লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বের করতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হবে,' সবার মনোভাবকে কথায় রূপ দিলো টাইনি।

'এখানে খোঁজার আগে বাইরে আর একবার খুঁজে দেখা প্রয়োজন,' বলল ল্যারি।

'এটা সম্ভাব্য জায়গা বলেই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ঢুকলে অন্যরকম লাগে,' মন্তব্য করল এরফান।

ম্যালাচি এতে কোনো মন্তব্য করল না। সম্ভবত এসবে ওর মন নেই। ঈপ্সিত জিনিস পেটে পড়েনি। বেচারা বিশেষ কিছু খায়ওনি।

'হয় ওরা আসেনি, কিংবা তুমি ওদের ধোঁকা দিয়ে অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়েছ, এরফান,' বলল টাইনি।

এরফান জবাব দিলো, 'তোমার দুটো যুক্তিই ভিত্তিহীন।'

দুপুর বেলা ম্যালাচি একাই, কোথায় যাচ্ছে না জেনে ওই বেসিনে গিয়ে হাজির হলো। সারা দিন কিছুই খায়নি সে।

একটা পরিচিত স্বর কথা বলে উঠল। 'এই তো বেঁচে আছ। আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি মারাই গেছ। আর এক চুমুক স্যুপ খেয়ে নাও।' কেউ একজন ওর মুখের কাছে ফ্লাস্ক কাত করে ধরল।

বড় এক ঢোক খেলো ম্যালাচি। ফ্লাস্কের জ্বালাময় তরল পদার্থ গলা দিয়ে নিচে নামল। ডাক্তারের বিধ্বস্ত নার্ভ কিছুটা শান্ত হলো। দৃষ্টিও পরিষ্কার হয়ে এলো। দেখল, বেসিনে একটা পাথরের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ল্যাম্পি।

'বোকার মতো অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম—হয়ত সান স্ট্রোক,' বলল

ডাক্তার।

'নিশ্চয়, যে কোনো লোকেরই এমন ঘটতে পারে,' তোয়াক্কা করে বলল লাম্পি। 'কিন্তু তুমি এখানে কি করছ? তোমাকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি।'

খালি পেটে স্পিরিট কাজ করে চলেছে। ম্যালাচির মাথা ঘোলাটে হয়ে আসছে। কিন্তু তবু আবছাভাবে তার মনে পড়ছে সত্যি কথা বলা যাবে না। 'ছুটি কাটাতে এ দিকে এসেছি, লাম্পি,' জবাব দিলো ডাক্তার। 'হরিণ শিকারের খুব শখ আমার।' ফ্লাস্কটা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলো সে।

'কি হলো, ডাক্তার? ভালো ড্রিঙ্ক প্রত্যাখ্যান করছ? এটা বেস্ট বোবর্ন—বিলের সেলুন থেকে কেনা। মাথা ধরবে না, তুমি তো সবই জানো।'

জানে ম্যালাচি—ভালো করেই জানে। ফ্লাস্কের ভিতর মদের ছলাৎ শব্দ ওর কানে আসছে। লাম্পি কর্ক খোলার সাথে সাথে ঝাঁঝাল গন্ধটা নাকে এলো। ডাক্তারের পুরো সত্তা আর একটা ড্রিঙ্ক চাইছে। কম্পিত হাত বাড়াল সে।

'সামান্য একটু।'

'শখ মিটিয়ে খাও,' উদারতা দেখিয়ে বলল লাম্পি। কথাটা ডাক্তারের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না—তবে কথাটা সে মানল।

বাড়তি ডোজে কাজ শেষ হলো। মাতাল চোখ তুলে চাইল ডাক্তার। 'ঠ্যাঙ্কস, লাম্পি, কিন্তু তুমি এদিকে কেন এসেছ?'

'তোমার মতোই, ছুটি কাটাচ্ছি,' হাসল লাম্পি। 'ক্রনো তার ভাগনিকে এই এলাকার সাথে পরিচিত করতে নিয়ে এসেছে—তাই

আমারও আসতে হলো।'

গোল গোল চোখ করে লাম্পির দিকে চাইলো ম্যালাচি। 'মিস বয়েড এখানে এসেছে? কিন্তু এটা ভুল—তাকে এখানে আনা ক্রনোর ঠিক হয়নি। দেখা হলে ওকে বকে দেব। এবার আমার যেতে হয়। গুড বাই।'

টলতে টলতে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল ম্যালাচি। বেসিন পেরিয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যায় খাবার সময়ে যখন ওরা ডাক্তারের কি হলো ভাবছে, তখন মড়ার মতো সাদা মুখে ক্যাম্পে হাজির হলো ম্যালাচি। হাত দুটো কাঁপছে।

'ল্যারি, আমি ক্ষমার অযোগ্য একটা ভুল করেছি—তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।' ফ্যাসফ্যাসে গলায় সব কথা খুলে বলল সে।

নীরবে সব কথাই শুনল ল্যারি, তারপর বলল, 'তাহলে ওরা এসে গেছে। কয়জন?'

'জানি না। বেশি মাতাল হয়ে পড়েছিলাম বলে খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। লাম্পি শুধু এটুকু বলল যে মিস বয়েড ওদের সাথে এসেছে।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল ল্যারি। 'কি বললে? মিস বয়েডও আছে? ক্রনোর মাথায় দোষ না থাকলে ঐ মেয়েকে এসবের মধ্যে টেনে আনত না।'

'এখনই এই এলাকাটা ভালো করে চিনে রাখা দরকার। সকালে এখানে অতিথির আগমন ঘটতে পারে,' বলল এরফান। ডাক্তারের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সে আবার বলল, 'নিজেকে আর এ নিয়ে কষ্ট দিও না—ভুল-ত্রুটি আমাদের সবারই হয়। তাছাড়া ওরা শেষ

পর্যন্ত আমাদের খুঁজে বের করতই।'

বোকার মতো ওর দিকে চেয়ে রইল ম্যালাচি। এই লোক-গুলোকে সে বুঝতে পারে না। সম্ভবত ওদের সাফল্যের শেষ আশা-টুকুও সে শেষ করে দিয়েছে—অথচ রাগ না হয়ে শান্তভাবেই পরি-স্থিতিকে ওরা স্বীকার করে নিয়ে মোকাবিলার জন্যে তৈরি হচ্ছে। আপন মনে মাথা নাড়ল সে।

'সস্তা দরের জুডাস আমি,' বিড় বিড় করে বলল ডাক্তার। 'পঞ্চাশ সেন্টের হুইস্কির বিনিময়ে বন্ধুদের বিকিয়ে দিয়ে এসেছি। মনের জোর নেই—হেরে গেলাম।'

'কোনোদিন হারেনি, এমন লোক আজও জন্মায়নি,' সান্ত্বনা দিলো এরফান।

মশাল জ্বালিয়ে গুহার ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখা শুরু করল ওরা। হাজার হাজার বাদুড় রয়েছে ভিতরে। কিন্তু কোনো মানুষের পা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। গুহার পিছন দিকে কি আছে, বা আর কোনো মুখ আছে কি না দেখায় আগ্রহী হলো এরফান। মেঝেটা মোটামুটি সমান।

দুশো গজ এগোনোর পর হঠাৎ বিপদ আশঙ্কা করে থেমে দাঁড়াল সে। মশালটা নামিয়ে যা দেখল তাতে ওর গা শিউরে উঠল। মেঝেতে বারো ফুট চওড়া একটা ফাটল, খাড়াভাবে সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। অনেক নিচে থেকে সবেগে পানির স্রোত বয়ে যাওয়ার শব্দ আসছে।

সতের

মাতাল ডাক্তার টলতে টলতে অদৃশ্য হবার সাথে সাথে তাড়াহুড়া করে নিজেদের ক্যাম্পে ছুটল লাম্পি। বিজয় উল্লাসে ওর চোখ দুটো চকচক করছে।

'বস্, খবর আছে, গরম খবর,' চিৎকার করে বলল সে। 'ডাবল বারের লোকজন কোথায় আস্তানা গেড়েছে আমি জানি। ওরা এদিকে মোটেও আসেনি—ওটা একটা চালাকি।'

'কোথায় ওরা?' অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল র‍্যাঙ্কার।

'ওই গর্তের ঠিক উল্টো পাশে।'

'ওদের কাউকে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার ম্যালাচির সাথে দেখা হয়েছে।'

বিতৃষ্ণার সাথে লাম্পির দিকে তাকাল ক্রুনো। 'তুমি কি মদ খেয়েছ, না স্বপ্ন দেখছ?'

'বিশ্বাস করো, আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'বাজে বকো না, চুপ করো,' ধমকে উঠল ক্রুনো। এমনিতেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে ওরা। লাম্পি নতুন করে আশা দিয়ে নিরাশ করল।

লাম্পি কসম খেয়ে বলল সে সত্যি কথাই বলছে। এবার শেষ পর্যন্ত শুনল ক্রনো। কিন্তু এখনও ওর বিশ্বাস হচ্ছে না।

'ম্যালাচি,' আউড়াল ক্রনো। 'সে ওদের সাথে কেন?'

'বলছিল ছুটি কাটাতে এসেছে—একাই এসেছে এমন বোঝাতে চেষ্টা করছিল।'

চিন্তিত হয়ে উঠল ক্রনো। ডাক্তারের উপস্থিতি ওর পছন্দ হচ্ছে না। 'তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তবে একশো ডলার বকশিস পাবে।'

কথা শুনে লাম্পির মুখ বাঁকান খেয়াল করল না ক্রনো।

রোনা আর ডাচ ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে ফিরল। লাম্পির আনা খবরটা ওদের জানাল র‍্যাঙ্কার।

'ভালো,' বলল ডাচ। 'আগামীকাল সকালেই ওদের সাথে মোলাকাত হবে। ওই কাগজটা তুমি যত্ন করে নিরাপদ জায়গায় রেখেছ তো?'

'তোমার কি মনে হয় আমি এতই বোকা যে ওটা সাথে নিয়ে ঘুরব? না, তাতে ওটা বেহাতে পড়ার চান্স থাকে। ওতে যা লেখা ছিল তা মুখস্ত করে পুড়িয়ে ফেলেছি।'

ডাচকে চেষ্টা করে নিজের হতাশা চাপতে হলো। 'এতে বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেল না? তুমি যদি মারা পড়—'

'তাহলে গুপ্ত রহস্য গোপনই থেকে যাবে। তোমার শঙ্কার কারণ আছে বটে—কিন্তু মরে গেলে ধনরত্নে আমার কি লাভ হবে?'

জোর করে হাসল ডাচ উইলিয়াম। 'তা ঠিক, কিন্তু—'

'আমার একটা ভাগনী রয়েছে, মানি, কিন্তু আমি স্বার্থপর মানুষ। আমি মরে গেলে কার ভাগ্যে কি ঘটবে তাতে আমার কিছু

আসে যায় না।'

সেই সন্ধ্যায় আগুনের পাশে নিচু স্বরে অনেক আলাপ আলোচনা হচ্ছে। লাম্পি সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে ঘটনাচক্রে নয় ওর বিচক্ষণতার জন্যেই এখন কাজটা একেবারে সোজা হয়ে গেল।

'কিন্তু বাক্সটা তো আমাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে?' প্রশ্ন করল মাইক।

'কোনো অসুবিধা নেই, বুড়োর কাছে একটা কাগজ আছে। তাতে কোথায় খুঁজতে হবে তার সঠিক নির্দেশ লেখা আছে। অন্য দলের কাছে তেমন কিছু নেই—থাকলে এতদিনে গুপ্তধন উদ্ধার করে ফিরে যেত।'

'আমাদের জন্যে ভালোই তো,' মন্তব্য করল র‍্যাট।

'হ্যাঁ, খুব ভালো,' বাঁকা সুরে বলল লাম্পি। 'তিনচার দিনের মধ্যেই আমরা রেইনবো ফিরে যাব - প্রত্যেকে মজুরি হিসেবে দুশো ডলার করে পাব – তারপর সুখে দিন কাটাব।'

'দুইশো! মাত্র?' বলে উঠল মাইক। 'ক্রনো কি সেই রকমই ইঙ্গিত দিয়েছে?'

'আজকে যে কাজটা করেছি তার জন্যে আমাকে অতিরিক্ত একশো ডলার দেবে বলেছে। তোমরা কি পরিমাণ পাবে নিজেরাই ভেবে দেখো।'

কেউ জবাব দিলো না। কিন্তু ওদের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ফোরম্যানও আর কিছু বলল না। বীজ বোনা হয়েছে—এবার ফসলের অপেক্ষা।

সকালে ক্রনোর কাছে এগিয়ে গেল ডাচ। 'রোনা বয়েডের কি হবে? তাকেও কি সাথে নিয়ে যাবে?'

'বিকল্প উপায় আর কি আছে? এই নির্জন বুনো এলাকায় ওকে একা রেখে যাওয়া যায় না। অবশ্য তুমি যদি ওকে সঙ্গ দাও সেটা অন্য কথা।'

প্রস্তাবটা ডাচের মোটেও পছন্দসই হলো না। 'সেটা উপভোগ্য হবে সন্দেহ নেই,' বলল সে। 'কিন্তু আমি ওখানে উপস্থিত থাকতে চাই। তাছাড়া আমাদের দলটাকে দুর্বল করলে চলবে না—ডাউটির শক্তি কতটা তা আমরা জানি না।'

'সে ফাইট করবে বলে আমার মনে হয় না। তবে তোমার কথাই হয়ত ঠিক। তুমি রোনাকে দেখে রাখতে পারবে।'

অল্পক্ষণ পরে বেসিন পেরিয়ে দলের সবাইকে এগিয়ে নিয়ে চলল ক্রনো। ওর পিছনে পাশাপাশি দুজন করে যাচ্ছে। সবার পিছনে রোনা আর ডাচ। মেয়েটার চোখেমুখে উত্তেজনা—গালেও ঈষৎ রঙের ছোঁয়া লেগেছে। কামনার ঢেউ পাশের লোকটার মনে দোলা দিলো।

রোনার দিকে একটু ঝুঁকে সে বলল, 'আমার সব চেয়ে প্রিয় আকাঙ্ক্ষা আজ সকালে পুরো হয়েছে।'

'কিন্তু আমরা তো এখনও গুপ্তধন খুঁজে পাইনি,' ইচ্ছা করেই ইঙ্গিতটা এড়িয়ে গেল রোনা।

'আমারটা আমি পেয়ে গেছি – তোমার মামা আজ সকালের জন্য তোমার দেখাশোনার ভার আমার হাতে তুলে দিয়েছে। কাজটা সারা জীবনের জন্য পেলে আমি ধন্য হব।'

নিচু স্বরে গভীর আগ্রহের সাথে বলা কথাগুলোয় রোনার হার্ট-বীট বেড়ে গেল, চেহারা আরও একটু রাঙা হলো। কয়েকদিন থেকেই সে ওই প্রস্তাব আশা করছিল। মনেমনে সম্মতি জানাবে বলেও ভেবেছে। এখন সময় উপস্থিত – ইতস্তত করছে রোনা।

'বুঝলাম,' শান্ত স্বরে জবাব দিলো সে। 'কিন্তু অল্পদিন হলো আমাদের পরিচয় হয়েছে, ভাবার জন্যে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে।'

'যুক্তিসঙ্গত কথা। হয়ত এই ট্রিপ শেষ হওয়ার আগেই তুমি আমাকে আরও ভালো করে চিনতে পারবে।'

ধন্যবাদ জানাল রোনা। অনেক কষ্টে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছাটাকে দমন করল ডাচ। ওটা বোকামি হবে।

'ডাবল বারের লোকজন কোথায় গেল?' প্রশ্ন করল রোনা। বোঝা যাচ্ছে ওকে সব কথা বলেনি ক্রনো।

'ওদের ওখানেই আমরা যাচ্ছি—আমরা যেখানে খুঁজতে চাই তার কাছেই ওরা ক্যাম্প করেছে।'

'তোমার কি মনে হয় মিস্টার ডাউটি—ঝামেলা করবে?'

'না, একা তোমার মামাই জানে কোথায় খুঁজতে হবে—ওরা জানে না। মাথায় বুদ্ধি থাকলে হার স্বীকার করে নেবে।'

'আমার ভয় হচ্ছে সে ততটা বুদ্ধিমান নয়।'

'বোকা আর মাথা গরম বললেই ওর ঠিক বর্ণনা দেয়া হয়,' বলল ডাচ। 'ও যদি গোলমাল চায় তবে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'

গিরিখাতে পৌঁছে রোনার দেহে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। ক্যানিয়নের খাড়া নগ্ন দেয়ালে ফাটলের ভিতর শিকড় গুঁজে জায়গায় জায়গায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুলছে গুল্ম আর ঝোপ। দুঃখজনক একটা কিছু ঘটার পূর্বাভাস ওর মনকে কেন যেন বিক্ষিপ্ত করছে। উজ্জ্বল সূর্যের আলো আর ওদের চলার পথে পাখির আনন্দমুখর ডাক শোনা গেলেও জায়গাটাকে রোনার ভয়ানক মনে হচ্ছে। একটা তীক্ষ্ণ আদেশ শোনা গেল।

'ওখানেই দাঁড়াও, বয়েড।'

ঘোড়ার রাশ টেনে থেমে দাঁড়াল ক্রনো। 'তুমি আমাকে আদেশ দেয়ার কে? সামনে আসতে ভয় পাচ্ছ?'

বিশ কদম সামনে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ডাউটি। 'না, ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু পিছন ফিরতে দুবার ভাবব। এখানে কি জন্যে এসেছ?'

'তোমার কাছে জবাবদিহি করতে চাই না।'

'কিন্তু আমার জানা দরকার।'

'এসব পাহাড়ের মালিক তুমি কবে থেকে হলে? যেখানে খুশি আমি যাব।'

'আর এটাও কি তোমার খুশি যে আমার পিছু নিয়েছ? আর মিথ্যা বলো না; যা ন্যাবাত আমার সেটাই চুরি করতে তুমি এখানে এসেছ। কিন্তু মনে রেখো আমিই আগে পৌঁছেছি।'

বিস্ময় আর রাগে সাবধানতা ভুলে গেল ক্রনো। উত্তেজিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা পেয়ে গেছ তুমি?'

শুষ্ক হাসি হাসল ল্যারি। 'উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে গেল। কি পাব? পাঁচজন সশস্ত্র গার্ড নিয়ে ভাগনীকে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাতে বেরিয়েছ?'

ল্যারির খোঁচা আর দেরি হয়ে যাওয়ার ভয় ক্রনোর রাগ চড়িয়ে দিলো। 'সাথে আমার ভাগনী না থাকলে আজ—'

'রাখো তোমরা বড়াই,' বাধা দিলো ল্যারি। 'তোমার ওর পিছনে না লুকালে তার কোনো বিপদ হবে না। যখন খুশি তোমার কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে দেখতে পারো।'

পিছন দিকে না ফিরেই ক্রনো আদেশ দিলো। 'ছড়িয়ে পড়ে

কাভার নাও, এই বাচাল ছেলেটাকে এখনই শিক্ষা দিয়ে দিই।'

কথা শেষ করার আগেই পিস্তল বের করে গুলি চালাল ক্রনো। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। তরুণ ছেলেটা সময় মতোই আড়ালে সরে পড়েছে। ল্যাডার ফাইভের তরফ থেকে এক পশলা গুলি বৃষ্টি হলো—কিন্তু ঝোপের ভিতর থেকে একটা রাইফেলের নল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। গুলিগুলো বৃথা গেল। মিস করে নিস্ফল একটা গালি দিয়ে ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল ক্রনো। প্রথম গুলির শব্দ শুনেই ডাচ রোনার ঘোড়ার লাগাম ধরে ওকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

'ঘোড়া থেকে নেমে বসে পড়,' বলে ডাচ নিজেও তাই করল। 'ওরা বেশি নিচু দিয়ে গুলি না ছুঁড়লেই আমরা নিরাপদ।' রোনার অবাক হওয়া লক্ষ করে সে আবার বলল, 'আমি পুবের লোক—এরকম আদিম উপায়ে ঝগড়া বিবাদের নিষ্পত্তিতে বিশ্বাস করি না। এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারলে বা জখম করলে অস্ত্র চালনার দক্ষতাই কেবল প্রমাণ হয়। অর্থাৎ যে বড় গুণ্ডা তারই জিত হবে।'

জবাব দিলো না রোনা। ডাচের কথার ভিতর কিছুটা যুক্তি আছে এটা ঠিক। রোনা পুবে বড় হলেও, ডাচের সঙ্গীরা যখন যুদ্ধ করছে তখন ওর এভাবে নিরাপদে লুকিয়ে বসে থাকা সে সমর্থন করতে পারল না।

'ডাউটি সম্পত্তিটা তার বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিল?'

"মিথ্যা কথা, সন্দেহ নেই।'

গোলাগুলির শব্দ বেড়ে উঠল। এবার ডাবল বারও পাল্টা জবাব দিচ্ছে। একটা গুলি কিছু ডাল-পাতা ছিটিয়ে ওদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'ওরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছে, আরও কাছে সরে এসো,' বলে রোনার হাত ধরল ডাচ।

হাত সরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আমি ভয় পাইনি।'

'তোমার জন্যেই আমার ভয়,' বলল ডাচ। কিন্তু ওদিক থেকে কোনো সাড়া পেল না।

বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলল। তারপরে একটা লম্বা আর্ত-চিৎকার শোনা গেল। ডাচ উইলিয়াম ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ক্রুনোর অসার মুঠো থেকে ওর পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ল র‍্যাঙ্কার।

'হায়! শুয়োরটা বয়েডকে মেরে ফেলেছে!' চেঁচিয়ে উঠল ডাচ।

উঠে দাঁড়াল রোনা। 'আমি মামার কাছে যাচ্ছি,' বলে ডাচের নিষেধ উপেক্ষা করে আহত লোকটার দিকে ছুটে গেল।

ক্রুনোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে লাম্পি—জখমটা কোথায় দেখার চেষ্টা করছে। মেয়েটার পিছন পিছন ডাচও বেরিয়ে এলো। সজোরে মাথার ওপর একটা সাদা রুমাল নেড়ে কাউকে গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করল। কিন্তু এর দরকার ছিল না—ল্যারি আর ম্যালাচি বেরিয়ে আসার পরও কোনো গোলাগুলি হলো না। দ্রুত জখম পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

'মরেনি, কিন্তু গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।'

'আমরা কি ওকে সাথে করে নিতে পারব?' জানতে চাইল ডাচ।

'হ্যাঁ, ওকে মেরে ফেলতে চাইলে নিয়ে যেতে পারো,' রুক্ষভাবে জবাব দিয়ে ল্যারির দিকে চাইল ডাক্তার। একমাত্র এখানে আমার

তত্ত্বাবধানে থাকলেই ওর বাঁচার আশা আছে।'

'তুমি যা বলবে, তাই হবে, ডাক্তার,' বলল ল্যারি। আমরা যতটুকু পারি সাহায্য করব।'

'মামার সেবা করার জন্যে আমিও থাকব,' বলল রোনা। ওর চোখে প্রত্যাখ্যাত হবার ভয়।

শ্রাগ করল ল্যারি। 'তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত মর্যাদা দেখানর ব্যবস্থা আপাতত আমাদের আওতার বাইরে।'

রোনাকে টেনে সরিয়ে নিলো ডাচ। 'আমার মন আমি স্থির করে ফেলেছি, সুতরাং বাধা দিয়ে লাভ নেই,' ওকে জানাল মেয়েটা।

'বাধা দেওয়ার কথা আমি মোটেও ভাবছি না, শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে এরা তোমার মামাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কারণ সে একাই গুপ্তধনের সঠিক অবস্থান জানে। ক্রুনো মারা গেলেই ওদের লাভ।'

'সেটা যেন না ঘটে তা আমি দেখব,' প্রত্যয়ের সাথে জানাল রোনা।

'ভাল, মনে রেখো, ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে ওর কাছে ঘেঁষতে দিও না। জ্বরের ঘোরে হয়ত কথা বলতে পারে ক্রুনো। তুমি যদি কিছু জানতে পারো তৎক্ষণাৎ সেটা আমাকে জানাবে।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, প্রতি সন্ধ্যায় আমি ওখানে একবার করে আসব—ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, টাকা আমার কাছে বড় কিছু নয়, কিন্তু খুনী লোকগুলো হারুক এটাই আমি চাই।'

ক্রনোকে ব্যাণ্ডেজ করে একটা কম্বলের ওপর শোয়ান হয়েছে। 'তোমরা দুজন ওকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিলো ল্যারি। লাম্পি আর ক্রিসকে এগোতে দেখে বাধা দিলো, 'তোমাদের বলিনি।'

মুখ চুন করে পিছিয়ে গেল ওরা। টাইনি আর লাকি সাবধানে ক্রনোকে বয়ে নিয়ে গেল। ডাক্তার আর রোনাও অনুসরণ করল। ডাচের দিকে ফিরল ল্যারি।

'তোমরা শিয়ালের দল কেউ এদিকে পা বাড়াবে না।' সাবধান করল সে।

'তুমি বেশি চড়া সুরে কথা বলছ ল্যারি,-মিস বয়েড আমার বাকদত্তা স্ত্রী—নিশ্চয় তাকে দেখতে আসব আমি।'

'এলে নিজের ঝুঁকিতে আসবে। তোমাদের কাউকে ক্যাম্পের ধারে কাছে দেখলেই আমি গুলি চালাব। এবার লেজ গুটিয়ে বিদায় হও- আপাতত বলা শেষ।'

ডাচ উইলিয়ামের চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল। 'ওখানেই ভুল করছ' ফুঁসে উঠল সে। 'এটা মাত্র প্রথম পার্ট শেষ হলো—দ্বিতীয় পর্ব আসছে।'

ডাচের পিছনেই দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করছে লাডার ফাইভের চারজন। কিন্তু ল্যারির সঙ্গীরা ফিরে এসেছে। বেল্টের ভিতর দুই বুড়ো আঙুল গুঁজে স্থির চোখে ডাচের দিকে চেয়ে আছে এরফান। লাকি আনমনে একহাতে কুঠার ঘুরাচ্ছে। রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠছে ফলা। ইথান দুহাতে ওর রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে সতর্ক চোখে প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। কিন্তু ডাচ আদেশ দিলো না। তার জেতার সম্ভাবনা কম, তাই সে নিজের

ঘোড়ার খোঁজে চলল। আর সবাই তাকে অনুসরণ করল। লাম্পি বলল, 'আমরা ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম। কিন্তু লাভ কি? আমরা কাগজটা পেতাম না—ওটা ক্রনোর কাছে নেই।'

'কোন কাগজ?'

'যে কাগজে গুপ্তধনের ঠিকানা লেখা আছে। ওটার জন্যেই তো ওকে গুলি করলাম।'

আড়ষ্ট হয়ে দু সেকেণ্ড বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে ডাচ বলল, 'তুমি? তুমিই গুলি করেছ বয়েডকে?'

'নিশ্চয়, এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর পাওয়া যাবে না,' কিছুই আসে যায় না এমন স্বরে জবাব দিলো লাম্পি। 'আমার ঠিক সাম নেই ছিল ক্রনো, এত গোলাগুলির মধ্যে…' কারও চোখে সমর্থনের চিহ্ন না দেখে থেমে গেল লাম্পি।

'বাপার হদ্দ।' খেপে উঠল ডাচ উইলিয়াম। 'তোমার মাথায় কি ঘিলু আছে, নাকি পুরোটাই গোবর? তুমি কি ভেবেছিলে ওইরকম মূল্যবান একটা কাগজ তোমার মতো গুণ্ডাকে চুরি করার সুযোগ দিতে ক্রনো কাছে রাখবে?'

'তবে আর কোথায়?'

'তার মগজে হাঁদারাম। কাগজ সে পুড়িয়ে ফেলেছে। একমাত্র লোক যে আমাদের লুকান ধনের ঠিকানা দিতে পারত, তাকেই হয়ত তুমি বোকার মতো মেরে ফেলেছ।'

নিজের বোকামির পরিমাণ উপলব্ধি করে গালাগালিতে রাগ করতেও ভুলে গেল লাম্পি। ওদের সব আশাই শেষ হয়ে গেল। '…হয়ত ক্রনোর জ্ঞান ফিরলে সে কিছু বলতে পারে,' আমতা আমতা করে বলল সে।

'হ্যাঁ, ওদের বলবে,' ধমকে উঠল ডাচ।
'মেয়েটা আছে ওখানে,' দুর্বল স্বরে বলল লাম্পি।
'ওটাই আমাদের শেষ আশা-ভরসা।'

আঠার

ল্যাডার ফাইভের লোকজন ফিরে যাওয়ার পর ডাবল বারের ওরা ক্যাম্পে ফিরল। গুহার অল্প ভিতরেই একটা আগুন জ্বলছে। কিছুটা দূরে আরও একটা আগুন জ্বেলে তার পাশে ক্রনোকে শোয়ান হয়েছে। মামার কাছেই একটা পাথরের ওপর বসে আছে রোনা। ডাক্তারও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'কেমন আছে ও?' প্রশ্ন করল ল্যারি।

'খারাপ,' জবাব দিলো ম্যালাচি। 'বুকে গুলি লেগেছে—তবে স্বাস্থ্য ভাল, বেঁচে যাওয়ার একটা ক্ষীণ আশা আছে। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সবই করেছি।'

ডাক্তার সরে গেল। চিন্তামগ্ন ভাবে ল্যারি চেয়ে রইল মেঝেতে শোয়া অসহায় শত্রুর দিকে। বাবার কথা ওর মনে পড়ছে। এই লোকটাই কি বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী? সে কি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো এইভাবে তার শোধ নিল, নাকি···একটা ঠাণ্ডা বিদ্রূ-

পের স্বরে ওর চমক ভাঙল।

'মুগ্ধ হয়ে নিজের কীর্তি দেখছ?'

'ওটা আমার কাজ নয়,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলো ল্যারি।

'তুমি বা তোমার লোক—ওই একই কথা হলো,' জোর দিয়ে বলল রোনা।

'ক্রনোই প্রথমে আমার দিকে গুলি করেছিল,' মনে করিয়ে দিলো সে।

'তুমি তাকে অপমান করেছিলে।' বলার মতো এর চেয়ে বেশি কিছু খুঁজে পেল না মেয়েটা।

তিক্ত হাসি হাসল ল্যারি। 'ও, বয়েডরা মিথ্যে কথা বলবে, চুরি করবে, খুনও করবে, কিন্তু ওদের অপমান করা চলবে না। বংশের নাম রাখতে পারবে তুমি।'

'ওই বংশে জন্মেছি বলে আমি গর্ব বোধ করি।'

'আমিও; নইলে—' কথাটা শেষ করল না ল্যারি।

কিন্তু মেয়েলী স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি থেকে রোনা বুঝে নিলো: নইলে তোমাকে হয়ত ভালবাসতে পারতাম বা তোমার সাথে একটা সম্পর্ক হতে পারত—এই গোছের কিছু বলতে চেয়েছিল। যে এমন স্পষ্ট ভাষায় ঘৃণা জানাতে পারে, তাকে আঘাত দেয়ার প্রবল ইচ্ছায় নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল রোনা। তারপর বলল, 'সেটা আর হবার নয়, দেরি করে ফেলেছ। আমি—'

'ডাচ উইলিয়ামকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ,' কথাটা শেষ করল ল্যারি। 'একটু আগে সে বড়াই করে কথাটা জানিয়ে গেছে। বীর বটে, বন্ধুরা লড়ছে, আর সে কিনা ভয়ে তোমার সাথে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল।'

ল্যারি দেখেছে ওই ঘটনা। কান লাল হলো রোনার। কিছুটা ল্যারির বিদ্রূপে, আর কিছুটা সে মত্ত দেবেই এটা ডাচের ধরে নেয়ায়। 'ওকে আমার দেখাশোনা করতে বলা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, সেই সাথে নিজের দেখাশোনাও করেছে। যাক সে সব কথা, আমি জানতে এসেছিলাম তুমি আমাদের সাথেই নাকি আলাদা বসে থাকবে?'

'গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের সাথে ওঠা-বসার অভ্যাস আমার নেই,' খোঁচা দিলো রোনা।

'এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত,' পাল্টা আক্রমণ করল ল্যারি। 'আরেকটা কথা, আমার অনুমতি ছাড়া ক্যাম্প ছেড়ে বিশ গজের বেশি তুমি যেতে পারবে না।'

'যদি যাই?'

ল্যারির চোয়াল শক্ত হতে দেখল রোনা। 'তাহলে হাঁটুর ওপর ফেলে থাপড়ে তোমার পাছা লাল করে দেবো।'

এমন বেয়াড়া হুমকির কোনো জবাব দিয়ে ওঠার আগেই অন্য আগুনের কাছে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল ল্যারি। ইয়র্কির সাথে কথা বলছে টাইনি।

'জীবনে প্রথম মানুষের দিকে গুলি ছুঁড়তে তোমার কেমন লাগল, ইয়র্কি?'

'মানুষ কই? আমি তো লাম্পির দিকে গুলি ছুঁড়ছিলাম।' হাসল ছেলেটা।

সবার একসাথে হেসে ওঠার শব্দ রোনার কানে পৌঁছল। ওই লোকগুলোকে ঠিক বুঝতে পারে না সে। খুনোখুনি করার একঘণ্টার মধ্যে এরাই আবার কিভাবে মারপিটের খুঁটিনাটি নিয়ে রসিকতা

আর হাসাহাসি করে? ক্রুগীর দিকে চাইল রোনা। তার মামাও ওদের মতোই কঠিন মানুষ। আবার কথাবার্তার ফাঁকে ল্যারির পরিষ্কার নিচু গলার স্বর ওর কানে ভেসে এলো।

'তুমি যা বলছ তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ডাক্তার। ওই কারণেই আমাদের ওকে বাঁচিয়ে তোলার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

ম্যালাচির মন্তব্য শুনতে পেল না রোনা। কিন্তু ওরা যে তার মামার ব্যাপারেই আলাপ করছে, সেটা পরিষ্কার। যাকে একটু আগেই মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল তাকেই আবার এখন বাঁচাতে চাইছে কেন ল্যারি? ডাচের কথাটা মনে পড়ল ওর। হ্যাঁ, ক্রুনোকে ল্যারির বাঁচিয়ে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। কিন্তু কিছুতেই ওদের জিততে দেবে না রোনা।

কিন্তু মন থেকে ল্যারির চিন্তা দূর করতে পারছে না। যে দু'দুবার তার জীবন রক্ষা করেছে সেই লোকই বারবার তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। ওর শেষ হুমকির কথা স্মরণ করে রোনার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে।

পরে রোনার বিছানা পাতার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে টাইনিকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলো ল্যারি। তারপর ম্যালাচিকে বলল, 'দেখছ? মেয়ে হয়ে বিছানা করতেও শেখেনি।'

বিশাল-দেহ টাইনি এগিয়ে গিয়ে কাভার আর কম্বলগুলো এক নজর দেখল। ওগুলো তুলে ঝাড়া দিয়ে ধুলো ঝেড়ে বিছানা করতে ব্যস্ত হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার বিছানা তৈরি হয়ে গেল। আগুনে আরও কয়েকটা কাঠ চাপাল সে।

'আগুনের দিকে পা দিয়ে শুলে ঠাণ্ডা লাগবে না।' অসুস্থ মানুষ

টার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাল টাইনি। 'অবস্থার কিছু উন্নতি হলো ?'

'না, কোনো পরিবর্তন নেই,' জবাব দিলো রোনা।

'ওর নিজের দোষেই এমন হলো। ল্যারির দিকে ওভাবে গুলি ছোঁড়া ওর মোটেও উচিত হয়নি।'

যেমন প্রভু, তার তেমনি প্রজা—ভাবল রোনা। টাইনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুয়ে পড়ল সে। বেশ আরামের বিছানা হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে সে মনে মনে ঠিক করল একজন কাউবয়কে ধরে বিছানা করার কৌশলটা শিখে নেবে। মেয়েদের অন্তত বিছানা তৈরি করতে পারা উচিত।

খাওয়ার পর ল্যারি, এরফান আর ম্যালাচি একখানে বসে গল্প করছে।

ল্যারি বলল, 'ডাক্তার ম্যালাচি একটা নতুন খবর দিলো, এরফান। ওর মতে ক্রনোকে ওদের দলেরই কেউ গুলি করেছে।'

'অসম্ভব কিছু নয়,' বলল এরফান।

'শুধু সম্ভবই নয়, আমি শিওর,' জোর দিয়ে বলল ম্যালাচি। 'গুলিটা পিছন দিক থেকে ঢুকে উপরে উঠে বেরিয়ে গেছে। গুলিটা ওর পিছনে খুব কাছে থেকে কেউ করেছে।'

লাম্পিই সবথেকে আগে ওর কাছে পৌঁছেছিল, আর জখম খুঁজে পেতেও অনেক সময় নিয়েছিল,' মনে করিয়ে দিলো এরফান।

'চিঠিটা খুঁজছিল ?'

'ক্রনোকে যখন পরীক্ষা করি তখন ওর কাছে কোনো কাগজ ছিল না,' জানাল ডাক্তার। 'অন্যায় হলেও আমি ভাল মতো খুঁজে দেখেছি।'

'তাহলে লাম্পির কাছেই রয়েছে চাবিকাঠি।'

'আমার মনে হয় না,' এরফান বলে উঠল। ক্রনো বোকা নয় ; সেও নিশ্চয় আমাদের মতোই লেখাগুলো মুখস্থ করে ওটা নষ্ট করে ফেলেছে।'

'তোমার কথাই হয়ত ঠিক, এরফান,' স্বীকার করল ল্যারি। তারপর ডাক্তারকে বলল, 'মিস রয়েডের ধারণা আমরা কেউ ক্রনোকে গুলি করেছি, ওকে এখনও কিছু বলার দরকার নেই—লোকজনকেও আমরা এখন কিছুই জানাব না।'

সকালে রুগীকে পরীক্ষা করে দেখল ম্যালাচি। ব্যাণ্ডেজগুলো ঠিক জায়গাতেই আছে। ল্যারি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল ?' জবাবে মাথা ঝাঁকাতে দেখে সে আবার বলল, আমি লাকিকে কিছু বার্চ গাছের ডাল আনতে বলেছি।' রোনার চোখে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে বুঝল সে ভুল বুঝেছে। বার্চের ছোট ছোট ডাল আর পাতা দিয়ে চমৎকার নরম বিছানা হয়,' শুকনো গলায় ব্যাখ্যা করল ল্যারি।

'তাই নাকি ?' ধীর স্বরে বলল মেয়েটা। 'তবে ওর অন্য ব্যবহারও আছে।'

'ওকে অনেক ডাল আনতে বলেছি।' পাল্টা জবাব দিলো র‍্যাঞ্চার। উত্তরের অপেক্ষা না করে ওখান থেকে সরে গেল সে। মনেমনে ভাবছে, ওই উদ্ধত মেয়েটার কাছ থেকে দূরে কেন থাকতে পারে না ? এটা যে তরুণীর প্রতি তরুণের চিরন্তন টান, বুঝতে পারছে না ল্যারি। মনে করছে এটা তারই দুর্বলতা। মথের মতোই আগুনের পাশে ঘুরঘুর করে বারবার ছ্যাঁকা খাচ্ছে।'

ইংকি গার্ড ডিউটিতে ছিল, এসে খবর দিলো ডাককে আসতে দেখে দাঁড় করিয়েছে। ল্যারি না আসা পর্যন্ত ওখানেই থাকতে

বলেছে।

'সাথে আর কেউ আছে?'

'আর কাউকে দেখলাম না।'

'এরফান আর টাইনিকে হাতের কাছে থাকতে বলো,' ইয়কিকে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ল্যারি।

ঘোড়া থেকে নেমে ডাচ একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট একটা থলে রাখা রয়েছে ওর পায়ের কাছে। দুজনের মধ্যে কোনো অভিবাদন বিনিময় হলো না।

'মিস বয়েডের জন্যে কিছু দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি, এগুলো তার কাছে পৌছে দিতে চাই।'

'আমি নিয়ে যাচ্ছি,' বলে ব্যাগটা তুলে নিলো ল্যারি। 'এর ভিতরে কি আছে?'

'মেয়েদের জিনিস, আমি—'

'ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি,' বলে থলের মুখ খুলল র‍্যাঙ্কার। উপরেই রয়েছে একটা লোডেড করা রিভলভার। 'এটা ওই মেয়ের কাজে লাগবে না। মনে হয় না সে জীবনে কখনও গুলি ছুঁড়েছে; এটা সে পেল কোথায়?'

'মামাই দিয়েছে হয়ত।

রূঢ় ভাবে হাসল ল্যারি। 'হাঁ, ক্রনো জানে কেমন সঙ্গীদের সাথে তার চলতে হবে।' ওটা কোমরে গুঁজে বলল, 'এটা তোমার কাছেই ফেরত দিতাম, কিন্তু পিছু হেঁটে ক্যাম্পে ফিরতে চাই না।'

ডাচের চামড়া ভেদ করল খোঁচাটা। চেহারা কঠিন করে সে বলল, 'কেন, আমাকে ভয় পাও?'

'ভয় পাই না, কেবল স্মরণ রাখছি যে ক্রনোকে পিছন থেকে

গুলি করা হয়েছিল।'

চমকে ওঠার চমৎকার অভিনয় করল ডাচ। 'অসম্ভব।'

'ডাক্তার ম্যালার্ডি তার কাজ ভালই জানে।'

'সে তো তোমাদের দলের লোক।'

'ঠিক, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়।

'তুমি সব হিসাব রাখতে থাকো, ল্যারি। ভুলে যেও না এর বোঝাপড়া একদিন হবে।'

'আমার স্মরণশক্তি খারাপ না। তুমি এখানেই দাঁড়াও আমি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পিছন ঘুরে রওনা হলো ল্যারি। ওর চওড়া পিঠের দিকে চেয়ে ডাচ ভাবছে। এটাও দেখতে পাচ্ছে খানিক দূরেই বাম হাতের উপর রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে এরফান আর টাইনি। ক্রনোর পিছন থেকে গুলি খাওয়ার ব্যাপারটা ওরা জানে দেখে অস্বস্তি বোধ করছে ওরা কি রোনাকে জানিয়েছে? রোনা পৌছলে, প্রথমে আহত মানুষটার খবর নিয়ে জানল ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

'হাঁ ক্রনোকে শেষ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এখন তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে—কিন্তু তার কারণটাও আমাদের অজানা নেই।'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে,' স্বীকার করল মেয়েটা।

জবাব শুনে আশ্বস্ত হলো ডাচ। ওকে তাহলে জানানো হয়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে রোনার মধ্যে একটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করল। ডাচকে দেখে যতটা খুশি হবে ভেবেছিল ততটা হয়নি।

'ওরা তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করছে তো?'

'হাঁ, কিন্তু ওখানে প্রায় বন্দীর মতোই আছি।'

'বেশিদিনের জন্যে না,' সান্ত্বনা দিলো ডাচ। 'তোমার মামার

কাছ থেকে গুপ্তধনের ঠিকানা পেয়ে গেলেই ওই কুকুরগুলোকে আমি শায়েস্তা করব।'

যে লোক দাঙ্গায় বিশ্বাসী নয়, সে কি কৌশলে ওদের শায়েস্তা করবে ভেবে পেল না রোনা। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানর আগেই ডাচ আবার কথা বলল:

'আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে—ক্রনো জ্ঞান ফিরে পাওয়ার সময়ে তুমি কাছে থাকার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। ওই ডাক্তারকে আমি বিশ্বাস করি না। সে বিপক্ষ দলের হয়েই কাজ করছে।'

'ডাক্তারকে সৎলোক বলেই মনে হয়। মদের চেয়ে খারাপ নেশা আরও আছে—যেমন, সোনার নেশা। মদ একজনকে ধ্বংস করে, আর সোনার নেশা অনেক জনের জীবন নাশ করে।'

'আমি ভাবলাম গুপ্তধন আবিষ্কারে তোমার খুব আগ্রহ,' প্রতিবাদ করল সে।

'হ্যাঁ, মামার ভালোর জন্য। কিন্তু এতে যদি কারো মৃত্যু ঘটে—'

'তুমি যদি মত পাল্টে থাকো তাহলে বলো, আমরা লেজ গুটিয়ে রেইনবোতে ফিরে যাই। ডাবল বারের ওরা এতে খুব খুশি হবে।'

রোনার চোখ জ্বলে উঠতে দেখে ডাচ বুঝল তার জয় হয়েছে।

'না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মেয়েটা। 'আমার যেটুকু করার তা আমি করব; যারা মামাকে গুলি করে মারার চেষ্টা করেছে, তাদের আমি ঠেকাব।'

'এই তো প্রকৃত বয়েডের মতো কথা—আমি জানতাম তুমি পিছপা হবে না। বুড়ো আবার নিজের পায়ে দাঁড়ালে, র‍্যাঞ্চ দায়মুক্ত হওয়ার পর আমরা—'

'আমার এখন যেতে হবে,' তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল রোনা। 'এই মুহূর্তেই হয়ত আমাকে মামার প্রয়োজন।'

ওকে দেরি করাল না ডাচ। শত্রুপক্ষ খবরটা আগে জেনে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

একটা পুরো সপ্তাহ কেটে গেল। ডাবল বারের ওরা ক্যানিয়ন আর গুহার প্রত্যেকটা পাথর উল্টে দেখেছে—কিন্তু রেড রুকের সঞ্চিত ধনের সন্ধান মেলেনি।

ক্রনোর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ক্ষতটা সেরে উঠছে—ওর পাল্‌স্‌ও কিছুটা জোরাল হয়েছে। সর্বক্ষণ পাশে থেকে সেবা করে চলেছে রোনা।

ক্রনোকে নিয়েই আলাপ চলছিল ক্যাম্পে।

ডাক্তার বলল, 'এখন ওর শরীর কিছুটা ভাল, কিন্তু আচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটছে না।'

'ওর বোধশক্তি না ফিরলে আমাদের দু'পক্ষের জন্যেই চালমাত অবস্থা দাঁড়াবে,' মন্তব্য করল ল্যারি। 'ব্যাঙ্কার আমাদের র‍্যাঞ্চ নিলামে ওঠাবে।'

'নিলামে উঠলেও অন্তত ল্যাডার ফাইভ কিনতে পারবে না। ওদের আর সব লোক নিয়ে ডাচ উইলিয়াম কোথায় এখন?'

'আশেপাশেই আছে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় সে এদিকে আসে; মেয়েটা লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সাথে দেখা করে। ভেবেছে আমি কিছুই টের পাই না।'

'মেয়েটার প্রতি তুমি একটু বেশি রকম কঠোর হচ্ছ, ল্যারি, বেচারির ওপর দিয়ে অনেক ধকল যাচ্ছে।'

কাষ্ঠ-হাসি হাসল ল্যারি। 'তুমি জানো কেন সে বুড়োর সেবা

করতে এসেছে ? জানো বা আমাদের কাছ থেকে কোনো খবর জানতে পারলেই ওর বসের কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়ে ওকে পাঠানো হয়েছে।'

'ডাচ মিথ্যা বুঝিয়ে হয়ত ওকে ব্যবহার করছে, মেয়েটা আসলে খারাপ নয়,' রায় দিলো ডাক্তার।

সেইদিনই সন্ধ্যায় অন্ধকারে নিঃশব্দে গুহা ছেড়ে ডাচের সাথে দেখা করতে গেল রোনা। অপেক্ষা করছিল ডাচ—দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল সে। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিল রোনা।

'আমাকে এখনই ফিরতে হবে,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আমার বিশ্বাস দেখা করার ব্যাপারটা ল্যারি টের পেয়ে গেছে। ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের আর এভাবে দেখা করতে হবে না।'

উত্তেজনায় আর সব ভুলে গেল ডাচ। 'তাহলে শেষ পর্যন্ত কিছু জানতে পেরেছ ?'

'হ্যাঁ আজকে মামা কথা বলেছে,' জানাল রোনা। 'আমরা দুজন ছাড়া ওখানে আর কেউ ছিল না। কেবল দুটো লাইন বলল — আমার মনে হয় ওতেই সঙ্কেতটা লুকিয়ে আছে।'

'জলদি বলো কি বলেছে—যেকোনো মুহূর্তে বাধা আসতে পারে।' আগ্রহের আতিশয্যে ডাচের আসল রূপ বেরিয়ে এলো। মেয়েটা ওর চোখে লোভের আগুন দেখতে পাচ্ছে।

'কণ্ঠস্বর খুব অস্পষ্ট ছিল। মনে হলো যেন মামা কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করছে। ধীর ভাবে প্রতিটা শব্দ আলাদা করে উচ্চারণ করল, "বাদুড়ের - গুহা।" ওখানে আমাদের মাথার উপর হাজার হাজার বাদুড় আছে। তারপর অনেকক্ষণ থেমে আবার বলল, "কালের আঙুল দিক নির্দেশ করছে।"'

'ব্যাস, এই ?' ডাচের গলাটা যেন একটু নিরাশ শোনাল।

'এখন পর্যন্ত আর কিছুই বলেনি।'

'এবার আর এক সমস্যার মুখোমুখি হলাম আমরা। গুহাটা হয়ত ওটাই হবে, যদিও বাদুড়ওয়ালা গুহা আরও থাকতে পারে। কিন্তু কালের আঙুল মানে কি হতে পারে ?'

একটু চিন্তা করল রোনা - গুহার ভিতরটা মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল। 'ওখানে অনেক স্ট্যালেকটাইট (Stalectite—গুহার ছাদ থেকে পানির সাথে স্বচ্ছ ক্যালসিয়াম বেরিয়ে উল্টো পিরামিডের মতো যে আকার ধারণ করে) আছে। ওগুলো দেখতে অনেকটা লম্বা আঙুলের মতোই।'

কসম বলছি মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই ধরেছ,' উল্লসিত হয়ে বলে উঠল ডাচ, কালের আঙুল অর্থাৎ কালের হাজার হাজার বছরের সৃষ্টি কিন্তু কোনটা ? নিশ্চয় সবচেয়ে পুরোনো আর বড়টাই হবে — আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না। ভাবল বারের লোকজন ওখানে সবটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পায়নি।'

প্রত্যয়ের হাসি হাসল ডাচ। 'ভয়ের কিছু নেই, তুমি যে তথ্য এনেছ তাতে কাজটা সহজই হবে। এবার কোনো অঘটন ঘটার আগেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। হ্যাঁ, ভাল কথা, ওদের রাতে গার্ডের কেমন ব্যবস্থা ?

'দুজন পালা করে পাহারা দেয়। কেন, কি করতে চাও ?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি, তবে অ্যাকশনের জন্যে তৈরি থেকো। আমরা শিগগিরই তোমাকে মুক্ত করব।

বিদায় নিয়ে গুহায় ফেরার পথে রোনার মনটা কেমন যেন খুঁত-

খুঁত করছে। আজকে একটা ব্যাপার ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, ডাচের কাছে টাকাটাই সব চেয়ে বড় – রোনা দ্বিতীয়। গুহায় ফিরে দেখল গার্ড ছাড়া আর সবাই শুয়ে পড়েছে। তার মামা গভীর ঘুমে অচেতন। আর দেরি না করে সেও শুয়ে পড়ল।

উনিশ

আগুন ঘিরে বসে ল্যাডার ফাইভের লোকজন গল্প করছে। ডাচ ক্যাম্পে ফিরল। মাইকের মন্তব্য থেকেই বোঝা গেল ডাচের প্রতি দলের মনোভাব।

'আজকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, ডাচ? তোমার লুলু কি আজ সন্ধ্যায় সদয় ছিল না?'

আড়ষ্ট হলো বিশাল লোকটা। 'ওই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে মুখ সামলে কথা বলবে,' সাবধান করল ডাচ। 'এটা মনে রেখো ক্রনোর অবর্তমানে আমিই তোমাদের বস্।'

'তাই নাকি?' তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করল মাইক।

'হ্যাঁ, পছন্দ না হয় এখনই বিদায় হতে পারো।'

'আমাকে বাধ্য করাবে কে, শুনি?' ধীরে ধীরে নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াচ্ছে লোকটা।

অত বড় দেহ নিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাইকের কব্জি ধরে ফেলল ডাচ। হাত মুচড়ে পিস্তল কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর ওর হাতের আঙুলগুলো মাইকের গলায় চেপে বসল। ওভাবেই লোকটাকে তুলে ধরে প্রচণ্ড ভাবে ঝাঁকাচ্ছে—ঘাড়টা বুঝি ভেঙেই যায়।

'পাজি কুত্তা,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল সে। 'আজ তোকে হাত দিয়েই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব।'

আবার দারুণ বেগে ঝাঁকাল—সত্যিই টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু শেষে তা না করে ওকে অনায়াসে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। ওখানে শুয়ে হাঁপাচ্ছে মাইক। এবার অন্যদের দিকে ফিরল ডাচ।

'হারামজাদা এমন বোকামি না করলে আজ রাতের অভিযানে হয়ত কাজে আসতে পারত—কিন্তু এখন ওকে ছাড়াই আমাদের কাজ চালাতে হবে।'

'অভিযান?' চেঁচিয়ে উঠল ক্লাম্পি।

'হ্যাঁ, তাই। মিস বয়েড অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমরা যা জানতে চাই সেই খবর এনেছে আজ—আর এই ছুঁচোটা কিনা তাকেই অপমান করল।'

ছুঁচোটা এতক্ষণে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কথাগুলো বক্তার ইচ্ছা অনুযায়ী ওর কানেও পৌঁছেছে। রেড রুফের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে সে রাজি নয়।

'কি যে বলো, বস, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম—অপমান করতে চাইনি। মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলার সময়ে আমাদের মুখ সাধারণত একটু আলগা হয়ে যায়—কিন্তু আমরা সবাই মিস বয়েডকে সম্মান করি।'

ইচ্ছা করেই একটু ইতস্তত করল ডাচ উইলিয়াম। রাগের প্রকাশটাও ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। ক্রনোর আহত হওয়ার পর থেকেই কর্তৃত্ব তার হাত ফস্কে যেতে বসেছিল। এতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। নিজেদের শক্তি কমাবার ইচ্ছে ওর নেই—এমনিতেই সংখ্যায় ওরা কম তাছাড়া কাউকে বরখাস্ত করলে সে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়ে শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দিতে পারে।

'ওই ধরনের রসিকতা আমার পছন্দ নয়,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ডাচ। 'এবারের জন্যে ক্ষমা করে দিতে রাজি আছি, তবে জেনো আমি যা বলব তা সবাইকে মেনে চলতে হবে—নইলে আমি এর মধ্যে নেই।'

ওই কথার একটাই জবাব হয়। সবার পক্ষ নিয়ে লাম্পিই সেটা বলল।

'আমরা সবাই তাতে রাজি আছি।' অন্যেরা মাথা দোলিয়ে সায় দিলো। 'তাহলে মিস বয়েড তোমাকে যা বলেছে সেই নির্দেশ আমাদের সরাসরি লুকান টাকার কাছে নিয়ে যাবে?'

খবর বের করার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করে মুচকি হাসল ডাচ। 'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, লাম্পি। ক্যাভি ডাওটি আর তার দলের লোকজনকে ওই গুহা থেকে বের করতে পারলে তবেই নির্দেশমতো জায়গায় পৌছান সম্ভব হবে।'

'কেন?'

'কারণ জায়গাটা ওই গুহার ভিতরেই।'

রাত বারোটার পরপরই শুরু রওনা হলো। বেসিন পেরিয়ে ক্যানিয়নে ঢুকল। ওদের কপাল ভালো, আকাশে চাঁদ নেই—চারপাশে ঘন অন্ধকার। পঞ্চাশ গজের ভিতর পৌঁছে ঘোড় থেকে নেমে

ঝোপের আড়াল দিয়ে নিঃশব্দে পায়ে হেঁটে এগোলো। হঠাৎ ডাক্তারের গলা কানে আসতেই থেমে দাঁড়াল।

'কোনো শব্দ পেলে, লাকি?'

জবাব শোনা গেল না। ওরা জানে না বুড়ো লোকটা তার নিজস্ব নিয়মে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আরও কয়েক পা এগোলো ওরা। দুজন গার্ডের ছায়ামূর্তি এখন আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে।

ব্রিস আর র‍্যাট ঘুরে ওদের পিছনে চলে এলো। নরম বালির ওপর পায়ের শব্দ হলো না। কেউ রাইফেলের বাঁট উঁচু করে লাকির মাথায় আঘাত করল। অজ্ঞান হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল সে। ওই মুহূর্তে পিছন থেকে লোহার মতো শক্ত আঙুলে লাম্পি ডাক্তারের গলা টিপে ধরল। টুঁ শব্দ করার জো নেই। মাটিতে ফেলে ওর হাত-পা আর মুখ বেঁধে দিলো দুজন লোক। গরুকে মাটিতে ফেলে বাঁধতে অভ্যস্ত কাউবয়দের জন্য ডাক্তারের মতো লোককে কাবু করা খুব সহজ হলো।

এবার পা টিপেটিপে গুহার দিকে এগোলো ওরা। ভিতরে দুটো আগুন জ্বলছে। আগুনের আলোয় একটার পাশে দুজন আর অন্যটার পাশে চারজনকে ঘুমাতে দেখা যাচ্ছে। দলনেতার সঙ্কেত পেয়ে সবাই একসাথে দ্বিতীয় আগুনের পাশে শোয়া চারজনকে আক্রমণ করল।

পায়ে পা বেধে একজন হোঁচট খাওয়ায় এরফানের ঘুম ভেঙে গেল। গার্ড ডিউটি দিতে ওকে জাগান হয়েছে মনে করে উঠে দাঁড়াল। দেখল আগুনের ওপাশে একটা ছায়ামূর্তির কবলে পড়ে ইরভিং হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে।

• ইয়কির চিৎকার কানে এলো। 'এরফান, সাবধান! ওরা অ্যাটাক করেছে।'

ঘুরে সময়মতো রাইফেলের বাঁটটা মাথায় আঘাত হানতে আসছে দেখে চট করে ওটা কাটাল। পিস্তল বের করার জন্যে হাত নামাল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল। ওদিকে ইয়কিকে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে পড়ে যেতে দেখল এরফান। আগুনের শিখায় লোকটাকে চিনতে পারল—ডাচ উইলিয়াম ঘুসি মেরেছে ইয়কিকে। ওই বিশাল দেহ নিয়ে ছেলেটার সাথে মারপিট করতে দেখে এরফানের মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

ঝটকা দিয়ে একটা হাত ছুটিয়ে নিয়ে আক্রমণকারীর মুখ আন্দাজ করে ঘুসি ছুঁড়ল। আন্দাজ ঠিকই ছিল—এরফানকে ছেড়ে মাটিতে পড়ল লোকটা। কিন্তু এরফান কিছু করার আগেই আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। মাটি থেকে অন্য লোকটাও উঠে ধরল ওকে। কয়েকবার ডাইনে-বাঁয়ে ঝাড়া দিয়েও লাভ হলো না—পিস্তল বের করার সুযোগ পেল না সে।

গুহার ভিতর পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজ শুরু হলো। কিন্তু এত কম আলোয় লক্ষ্য ভেদ করা মুশকিল—এলোপাথাড়ি গুলি হচ্ছে। টাইনিকে পড়ে যেতে দেখল এরফান। টাইনি যার সাথে লড়ছিল সে ল্যারির বিরুদ্ধে সঙ্গীকে সাহায্য করতে ছুটল।

সব শক্তি একত্র করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় সামনের লোক দুটোর পাঁজরে পরপর কয়েকটা কনুই-এর বাড়ি মারল এরফান। ওরা পিছিয়ে গেল। একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তোমাকে আমরা কাভার করে আছি, এরফান—সারেণ্ডার করো।' কথার সাথে পিস্তল কক করার শব্দ হলো।

গলার স্বর চিনে রিসকে গালি দিয়ে জাহান্নামে যেতে বলার আগেই মেয়েলী কণ্ঠে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে রোনাকে গুহার ভিতরে ছুটে পালাতে দেখল এরফান। খাদটার কথা চিন্তা করে ওর রক্ত হিম হয়ে এলো।

ঝুঁকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে রিসের মুখে খোঁচা মেরে পর-ক্ষণেই অন্য লোকটার ঘাড়ে বাড়ি কষাল এরফান। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ওরা বেসামাল হয়ে পড়ল। এই সুযোগে ওদের ফাঁক দিয়ে এরফান ছুটল গুহার ভিতর। নাম ধরে ডাকছে, কিন্তু মেয়েটা সাড়া দিলো না—নিজের ডাকের প্রতিধ্বনিই কেবল ফিরে এলো।

ছুটে এগিয়ে চলল এরফান। সে সময় মতো মেয়েটার কাছে পৌঁছতে পারার ওপর ওর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। গুহার অসমান মেঝে আর আলগা পাথরের ওপর দিয়ে ছুটতে খুব অসুবিধা হচ্ছে।

কিন্তু বাধা বিপত্তিতে দমে যাওয়ার পাত্র নয় এরফান। একটু সামনে একটা এলোমেলো চলার শব্দ ওর কানে পৌঁছল। মেয়েটা বেশি দূরে নেই। অন্ধের মতো এগোচ্ছে এরফান। কাঠটা মশালের মতো তুলে ধরে কয়েক গজ সামনেই রোনাকে দেখতে পেল। সামনে খাদটাও দেখা যাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদের এক ফুট দূরে ওকে ধরে ফেলল এরফান।

'ভয় নেই, মিস রয়েড, তুমি বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলে।'

বিস্ফারিত চোখে খাদের গহ্বরটার দিকে চেয়ে আছে রোনা। ভয়ে শিউরে উঠল।

'মারপিট আর গোলাগুলির মধ্যে পড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে-ছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি সহ্য করতে পারিনি—দূরে

পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম—যে কোনোখানে।'

'জানি, হঠাৎ করে ভয় পেলে ওরকম হয়,' বলল এরফান।

পিছনে সুড়ঙ্গ পথে একটা চিৎকারের সাথে পরপর দুটো গুলির শব্দ হলো। ওদের প্রায় গা ঘেঁষে গুলি দুটো বেরিয়ে গেল। এরফানকে তাড়া করে আসছে দুজন লোক। ধরা দিতে চায় না এরফান, কিন্তু গুলি ছুঁড়লে এলোপাথাড়ি পাল্টা গুলিতে মেয়েটার জীবন বিপন্ন হতে পারে। মশাল তুলে খাদের ওপাশটা দেখল সে। খাদটার পাড় সরু হয়ে এক জায়গায় আট ফুটে এসে ঠেকেছে। ওপাশের পাড়টা এদিকের থেকে কিছুটা নিচু। যারা তাড়া করে আসছে ওদের কাছে আলো নেই। এখনও কিছুটা দূরে আছে, কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। সাবধানে জ্বলন্ত কাঠটাকে ওপাশে ফেলল এরফান—দেখল ওটা এখনও জ্বলছে।

'কেমন বোধ করছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছুটা ভালো। এখন কি করবে তুমি?'

'ওই গর্তটা আমাদের পার হতে হবে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল রোনা।

'নইলে গুলি খেয়ে মরতে হবে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই আরও দুটো গুলি গর্জে উঠল। বুলেটের আঘাতে গুহার দেয়াল থেকে টুকরো পাথর খসে পড়ল। আলো লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে ওরা। আর দেরি করল না এরফান। মেয়েটাকে হাত ধরে তুলে গুনেগুনে দশ পা পিছিয়ে এলো—তারপর ঝুঁকে রোনাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

'স্থির হয়ে থাকো, ভয় পেয়ো না।'

বুক ভরে দম নিয়ে ছুটতে শুরু করল এরফান—প্রতি পদক্ষেপে

ওর গতি বাড়ছে। দশের মাথায় সব শক্তি এক করে ঝাঁপ দিলো। সেকেণ্ড পার হচ্ছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন লম্বা মিনিট। এরফান টের পেল মেয়েটার ভারে সেও নিচের দিকে নামছে। তবে কি যথেষ্ট জোরে লাফ দিতে পারেনি? ওরা নামছে—আরও, আরও নিচে—তারপরেই এরফানের পা শক্ত মাটির সাথে ঠুকে গেল। হোঁচট খেয়ে পড়ল সে। রোনাও ওর হাত ফস্কে মাটিতে পড়ল। স্থির পড়ে আছে দুজনেই।

'নড়ো না,' ফিসফিস করে সাবধান করল এরফান।

সাবধান করার দরকার ছিল না। রোনার নড়ার ইচ্ছা বা শক্তি, কোনোটাই নেই। নিকষ কালো অন্ধকারে চুপচাপ পড়ে আছে ওরা। মশালটা নিভে গেছে। ওদিকে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

কেউ একজন বলে উঠল, 'এসো, ব্রিস, আমরা নিশ্চয় ওর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি এখন।'

'জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, র‍্যাট। কেমন কবরের মতো মনে হচ্ছে। চলো, ফিরে যাই; ওর আলোটাও আর দেখা যাচ্ছে না।'

'এখানেই কোথাও ওটা নিভেছে। তুমিই না বলেছিলে ওকে তোমার চাই?'

'নিশ্চয়, হাতে পেলে জ্যান্ত ছাল তুলে নেব আমি।'

'আমারও একই কথা। আমি···আ—আ—আ—আ!'

একটা বিকট রোম জাগান চিৎকার নিচের দিকে মিলিয়ে গেল।

'ব্রিস? কি হলো?' উদ্বিগ্ন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাট। 'কোথায় তুমি?'

একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করে

দ্রুত পায়ে ছুটে লোকটা গুহার মুখের দিকে ফিরে গেল।

অন্ধকারে হাতড়ে কাঠটা খুঁজে বের করে ওটা ধরিয়ে রোনাকে উঠতে সাহায্য করল এরফান। চোট পায়নি মেয়েটা, কিন্তু ওর সারা গা থরথর করে কাঁপছে।

'ভয়ঙ্কর মৃত্যু হলো লোকটার,' ফিসফিস করে বলল রোনা। 'কেন এই জঘন্য দেশে এলাম আমি?'

এরফানের জবাবটা একটু কড়া শোনাল। 'খারাপ লোক রয়েছে বলে দেশের দোষ কেন দিচ্ছ? সবখানেই খারাপ লোক থাকে, সেটা শহরই হোক বা অজ পাড়াগাঁই হোক। একটা পাজি লোক মরেছে, এতে দেশের ভালোই হবে। যাক গে, বিপদ এখনও কাটেনি। এখান থেকে বেরোবার একটা পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে এরফানের দৃষ্টিভঙ্গিটা পুরোপুরি মেনে নিতে না পারলেও, এতে রোনা একটু স্থির হলো। হাঁটতে শুরু করল ওরা। সামনে আরও খাদ আছে কি না সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে এরফান।

যেতে যেতে মেয়েটা প্রশ্ন করল, 'ওখানে গুহায় কি ঘটেছে?'

'সম্ভবত তোমাদের দলই জিতেছে,' শুষ্ক স্বরে জবাব দিলো সে। 'ইয়র্কি আর টাইনি আহত হয়েছে; আমি যখন আসি তখন ল্যারি একা তিনজনের বিরুদ্ধে লড়ছিল। তিনজনের সাথে ওর একা পেরে ওঠার কথা না।'

'ওকে ফেলে তুমি পালিয়ে এলে কেন?' কৈফিয়ত দাবি করল রোনা। ওর স্বরে একটু রাগের আভাস রয়েছে।

অন্ধকারে ওর হাসিটা দেখা গেল না। 'ভয় পেয়েছিলাম,' বলল

সে।

যে লোক একটু আগেই জীবন বাজি রেখে তাকে ওই মরণ খাদটা পার করে নিয়ে এলো তার মুখে ও কথা সাজে না। 'বুঝলাম না,' বলল সে।

'ভয় পেয়েছিলাম তোমারও রিসের দশা হবে।'

রোনার ফেকাসে মুখ আরক্ত হলো। 'তুমি তাহলে ওটার কথা আগেই জানতে? আমারই বোঝা উচিত ছিল মিস্টার ডাউটিকে একা ফেলে আসার কারণ না থাকলে তুমি আসতে না। আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি, অথচ তোমাকে একটা শুকনো ধন্যবাদও জানাইনি। আমাকে ক্ষমা করো।'

পাওনা ধন্যবাদ নিতেও অস্বস্তি বোধ করে এরফান। 'ও কিছু না,' বলল সে। 'আচ্ছা সামনে আলো দেখা যাচ্ছে না?'

ভালো করে চেয়ে দেখেও রোনা কোনো আলো দেখতে পেল না। পাওয়ার কথাও নয়—এরফান ভালো করেই জানে বাইরে এখনও অন্ধকার। কিন্তু কথাটা যেজন্যে বলা সেই উদ্দেশ্য ওর সফল হয়েছে। হঠাৎ এরফান লক্ষ্য করল মেয়েটা খোঁড়াচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করল সে।

'বিশেষ কিছু না—লাফ দেয়ার সময় পড়ে একটু ব্যথা লেগেছে। তুমি আমাকে ওপারে রেখে এলে না কেন? ওরা আমার কোনো ক্ষতি করত না।'

'ওরা অন্ধকারে গুলি করছিল—তোমার গায়েও লাগতে পারত। হয়ত আমি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলাম—কিন্তু তখন ভাববার সময় ছিল না।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুমি

তো রিসকে সাবধান করতে পারতে?'

'শোনোনি ওরা আমাকে কি কি করতে চাইছিল?' একটু চুপ করে থেকে কোনো জবাব না পেয়ে আবার বলল, ওরা 'আমাকে বুলেটে গেঁথে ধন্যবাদ জানাত।'

এগিয়ে চলল ওরা। কাঠের আগুনটা আবার নিভে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে আবার সাবধানে পা ফেলে সতর্কভাবে এগোতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ থেকেই ভিতরের ভারি হাওয়ার বদলে মুক্ত বাতাসের একটা ভাব লক্ষ্য করছে এরফান। এবার সে সত্যিই দূরে এক বিন্দু আলো দেখতে পেল। রোনাও দেখেছে—ওর ফুরিয়ে আসা শক্তি যেন এতে নতুন উদ্যম পেল।

'উফ্,' বলল সে, 'এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন আমাকে জীবন্তই কবর দেয়া হয়েছে।'

মুখের কাছে পৌঁছে মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে এলো ওরা। পাহাড়টা ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচের দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কুয়াশায়। কেবল পানির গর্জন শোনা যাচ্ছে।

বিশ

ডাবল বারকে কাবু করে ফেলেছে ল্যাডার ফাইভের লোকজন।

'বাইরে যারা গার্ড দিচ্ছিল তারা কোথায়? মেরে ফেলেছ?' ডাচকে প্রশ্ন করল ল্যারি।

'না, মারিনি; তোমার মতো ওদেরও বেঁধে রেখেছি। মার খাওয়ার জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী।'

'পুরুষের মতো লড়ে মার দেয়া বা হজম করা, দুটোতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু তোমাকে দেখলাম বাচ্চা ছেলেটার সাথে খুব বীরত্বের সাথে লড়লে। এরফান কোথায়?'

হুলটা ডাচের গায়ে ফুটল। 'জানি না, কেয়ারও করি না। মিস রয়েড আতঙ্কিত হয়ে গুহার ভিতর ছুটে গেছে, সাহস হারিয়ে বাহাদুর এরফানও ওর পিছু নিয়েছে। আমার দুজন লোক ওদের পিছনে গেছে—এখনও ফেরেনি।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই হোঁচট খেয়ে টলতে টলতে অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো র‍্যাট। ওর হাঁপান দেখেই বোঝা যায় ছুটতে ছুটতে এসেছে।

'কি, ওদের পেলে?' প্রশ্ন করল ডাচ।

'ওদের?' পুনরাবৃত্তি করল লোকটা।

'হ্যাঁ, এরফান আর রোনা।'

'ঈশ্বর! সেও ওখানে ছিল? তাই আমার মনে হচ্ছিল এরফান যেন দৌড়ে কাউকে ধরার চেষ্টা করছে।' টানেলের ভিতর কি ঘটেছে সব জানাল র‍্যাট।

'তাহলে ওরা কোথায় গেল?'

'আমার মনে হচ্ছে ওরা দুজন একই ফাঁদে ধরা পড়েছে—রিস ওদের অনুসরণ করেছে।'

ডাচ উইলিয়ামের মুখে শোকের কোনো ছাপ পড়ল না। 'আমরা জায়গাটা দেখতে যাব,' বলল সে।

'আমার বাঁধন খুলে দাও,' অনুরোধ করল ল্যারি। 'কথা দিচ্ছি

গোলমাল করব না – শুধু সাহায্য করব।'

'সন্দেহ নেই, নিজেকেই সাহায্য করবে। র‍্যাট, তুমি আর মাইক বন্দীদের ওপর নজর রেখো—দেখো ওরা যেন কোনো চালাকি করতে না পারে। লাম্পি, তুমি আমার সাথে এসো।'

আলো নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। খাদের ধারে পৌঁছে আলো নিচু করে কয়েকটা ছোট পায়ের ছাপ ওদের চোখে পড়ল।

'অন্তত এই পর্যন্ত এসেছিল মেয়েটা,' মন্তব্য করল লাম্পি।

'সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ওটার কালো গভীরে দেখার চেষ্টা করল ডাচ। অনেক নিচে পানি চলাচলের শব্দ হচ্ছে। মনের দিক থেকে নিষ্ঠুর হলেও, প্রাণবন্ত সুন্দর মেয়েটা পড়ে থেঁতলে গিয়ে কী ভয়াবহ মৃত্যু বরণ করেছে কল্পনা করে ডাচের ভিতরটা কেঁপে উঠল। কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। পৃথিবীতে সুন্দরী মেয়ে আরও অনেক আছে। তার কুটিল মাথায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কি-ভাবে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগান যায় সেই চিন্তা চলেছে।

'মনে হচ্ছে র‍্যাটের কথাই ঠিক? ওটা ওখানে আছে জানলে একজন ভাল ক্রীড়াবিদের পক্ষে হয়তবা লাফিয়ে পার হওয়া সম্ভব—কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে...' মাথা নেড়ে বাক্যটা শেষ করল ডাচ। 'ক্রনোর জন্য এটা খুব খারাপ খবর; রোনাই ছিল তার একমাত্র আত্মীয়।'

'ক্রনো মারা গেলে ল্যাডার ফাইভ কে পাবে?' লাম্পি প্রশ্ন করল।

'র‍্যাঙ্কে আমার কিছু শেয়ার আছে,' জানাল ডাচ। 'ব্যাঙ্কের সাথে ব্যবস্থা করে আমিই ওটার ভার নেব।'

'ক্রনো এখনও মরেনি,' মনে করিয়ে দিলো সে।

'তা ঠিক, কিন্তু আমার মনে হয় না ও বাঁচবে।'

'তুমি ল্যাডার ফাইভের মালিক হলে আমারও কিছু পাওয়া উচিত। তোমাকে অনেকভাবে ওটা পেতে সাহায্য করেছি আমি।'

'হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ, লাম্পি। তোমার পাওনা আমি ঠিকই কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেব,' জবাব দিলো ডাচ। 'নির্জন জায়গা এটা—এখানে কেউ নিচে পড়লে হতভাগ্যকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাক, আমাদের কিছু করার দরকার নেই; চলো ফেরা যাক।'

ডাচের কথার সুরে অস্বস্তি বোধ করছে লাম্পি। প্রেমিকার দুঃখজনক মৃত্যু যে এত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে—সে সবই পারে। বলা যায় না, রোনাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তাকেও ঠেলে নিচে ফেলে দিতে পারে। ওর গায়ে অসম্ভব শক্তি—জোর খাটিয়ে পারবে না লাম্পি। মশালটা বাম হাতে নিয়ে ডান হাত পিস্তলের বাঁটের কাছাকাছি রাখল সে।

ফিরে এসে ওরা দেখল বন্দীদের এক জায়গায় জড় করা হয়েছে। র‍্যাট আর মাইক আগুনের ধারে নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত। ভোরের আলো গুহায় ঢুকছে। বন্দীদের তদারক করতে গেল ডাচ। ওর চাল-চলনে একটা বিজয়ীভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

'তোমাকে কুসঙ্গে দেখে দুঃখ হচ্ছে, ম্যালাচি,' বলল সে।

'কি করব, তুমি আর তোমার বন্ধুদের এখানে ঢুকে পড়া ঠেকাতে পারলাম না। তাই বাধ্য হয়েই এক সাথে থাকতে হচ্ছে,' ধারাল জবাব দিলো ডাক্তার। 'মিস বয়েডের কি হল কিছু বুঝলে?'

'কোনো আশা নেই, ওরা তিনজনই মারা পড়েছে,' বলল ডাচ।

'আমার বিশ্বাস বিধ্বস্ত মানবিক অবস্থা নিয়ে রোনা সুড়ঙ্গের ভিতর ছুটেছিল। ওদিকে এরফানও পালাতে গিয়ে ওর পিছু নিল—পিস্তল-বাজরা আসলে সবাই ভীতু হয়। রিসের আগে ওই দুজনেরও একই পরিণতি ঘটেছে।'

বিশাল লোকটা এবার ক্রনোর দিকে এগিয়ে গেল। পৃথিবী থেকে ল্যারির সব হাসি-গান যেন মুছে গেছে। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছে; বন্ধু এরফানকে হারিয়েছে, র‍্যাক্সটাও হারাবার পথে—এসব কারণেই ওর খারাপ লাগছে। কিন্তু নিজের মনকে সে কেমন করে ফাঁকি দেবে? কালো একজোড়া চোখ, আর সুন্দর মুখে অপরূপ মিষ্টি হাসি ওর কাছে সব চেয়ে দামী ছিল। সে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে থেঁতলে যাওয়া সুঠাম দেহ নিয়ে তাণ্ডব খেলায় মেতেছে রুক্ষ খরস্রোতা ঝর্না। দৃশ্যটা আর সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজে ককিয়ে উঠল ল্যারি।

'ব্যথা?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল ম্যালাচি।

'হ্যাঁ, তবে এ ব্যথা তুমি সারাতে পারবে না।'

ডাক্তার বুঝল। 'এখনও আশা ছেড় না,' সান্ত্বনা দিলো সে। 'এরফানের ওপর আমার অনেক আস্থা আছে।'

'ঠিক বলেছ ডাক্তার,' বলে উঠল ইয়ুকি। র‍্যাক্সের পাশেই বসে ছিল সে। 'আমি জানি এরফান ঠিকই ফিরে আসবে—নরকে বন্ধ করে তালা মেরেও কেউ ওকে আটকে রাখতে পারবে না।'

'তোমার অবস্থা কি?' জিজ্ঞেস করল ম্যালাচি।

'আমি? আমি ঠিকই আছি। ওই দৈত্যটার ঘুষি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম—এই যা। যেদিন নিজের সাইজের কারও সাথে মোকাবেলা করতে হবে সেদিন মা খেয়ে পাতি কুত্তার মতো লেজ

গুটিয়ে পালাবে ডাচ।'

রুগীর পাশ থেকে ফিরে ইয়ুকির শেষ কয়েকটা কথা ডাচের কানে গেল। ইয়ুকির পাঁজরে একটা লাথি মেরে সে বলল, 'মিছে ফটর-ফটর করো না, ছোকরা।' তারপর ম্যালাচিকে বলল, 'ক্রনোর অবস্থা বিশেষ ভালো মনে হচ্ছে না। ওর দেখাশোনা করার জন্য তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি, কিন্তু মুক্তির সুযোগে চালাকি করতে গেলে তোমাকে গুলি করা হবে।'

ম্যালাচির চোখ দুটো জ্বলছে। 'ডাচ, তোমার ওপর অপারেশন করার সুযোগ যদি আমার কোনোদিন আসে তবে পেশাগত সততা ভুলে গিয়ে মানবজাতির একটা উপকার করব।'

'মানে আমাকে খুন করবে—অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, তবে একে আমি জনসেবাই বলব।'

কুৎসিত ভাবে হাসল ডাচ। 'তাহলে এইজন্যেই ক্রনো ভালো হয়ে উঠছে না।'

স্থির হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে আহত লোকটা। কম্বল সরিয়ে ব্যাণ্ডেজ পরীক্ষা করে পাল্‌স্ দেখল ডাক্তার।

'খারাপ নয়, আগের মতোই আছে,' ঘোষণা করল ম্যালাচি।

'কিন্তু ওর জ্ঞান ফিরে আসছে না কেন?' প্রতিবাদ করল ডাচ। 'একটু আগেই চোখ খুলে আমার দিকে চেয়ে ছিল—কিন্তু চিনতে পারল না।'

হয়ত সে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে বলেই তোমাকে চেনেনি। তোমাদেরই একটা ভুল সংশোধন করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি আমি।'

'তোমার এ কথার মানে কি? কসম বলছি আমি—'

'তুমি ভালো করেই জানো আমি কি বলছি। তোমার হুমকিতে

আমি ভয় তো পাই-ই না, এতে কোনো আগ্রহও নেই আমার। তোমাকে ঈশ্বর একটা চমৎকার বিশাল দেহ দিয়েছেন—কিন্তু মনটা দিয়েছেন কৃপণের মতো—খুব ছোট।' গোড়ালির ওপর ঘুরে নিজের সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল ম্যালাচি। পুবের অতিকায় লোকটা রাগে ফুঁসছে।

কিন্তু ঠোঁট-কাটা ডাক্তারকে সে মনে মনে ভয়ও করে। লোকটা অনেক বেশি জানে—ওর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ল্যাম্পিকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল।

'এখনই ম্যালাচির সাথে কথা বললাম, ওর ধারণা ক্রনো ভালো হয়ে উঠবে।'

'ভালো,' বলল সে। 'লোকটা বেঁচে উঠলেই আমি খুশি।' বলার ভঙ্গিতে মনে হল ওটাই ওর মনের কথা।

'হ্যাঁ, তা তো হবেই,' উপহাস করল ডাচ। 'ক্রনো মারা গেলে এটা হবে মার্ডার। আর ডাক্তার যদি জানে গুলিটা কে করেছিল তবে তার সাক্ষী তোমার জন্যে ঝামেলা ডেকে আনবে।'

ল্যাম্পির চাহনিতে ভয় আর সন্দেহ ফুটে উঠল। 'ওকে কে বলল?'

'আমি বলিনি, বন্ধু, এসব বিজ্ঞানের লোক ক্ষতের প্রকৃতি দেখেই অনেক কিছু বুঝতে পারে। আমাকে কিছু বলতে এসেছিলে?'

'লোকজন জানতে চায় সোনার খোঁজ কখন শুরু করা হবে।'

সাথেসাথে জবাব দিলো না ডাচ। ইদানীং অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে একাই কেবল গোপন তথ্যটা জানে। এত শীঘ্র সে গুপ্তধন উদ্ধার করতে আগ্রহী নয়। তার চতুর মন পুরোটাই একা ভোগ করার ফন্দি-ফিকির খুঁজছে। কিন্তু এড়িয়ে যাবার উপায়

দেখতে পাচ্ছে না।

'সকাল হয়েছে, যথেষ্ট আলো আছে গুহায়—এখনই উপযুক্ত সময়,' উৎফুল্ল স্বরে বলল ডাচ। 'লোকজনকে যন্ত্রপাতি বের করতে বলো।'

গুহার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গম্বুজের মতো ছাদটার দিকে তাকাল ডাচ। অনেকগুলো স্ট্যালেকটাইট ছাদ থেকে ঝুলছে। বিভিন্ন সাইজ। প্রায় মাঝের দিকে একটা সব চেয়ে মোটা আর লম্বা।

'আমরা এইখানে খুঁড়ব,' নির্দেশ দিলো সে।

র‍্যাট গাঁইতি নিয়ে এগিয়ে এসে উপর দিকে তাকাল। 'খোঁড়ার সময়ে উপর থেকে ওটা খুলে না পড়লেই বাঁচি,' বলল সে।

'তোমার চিন্তার কারণ নেই। প্রবল ভূমিকম্প ছাড়া ওটা ভেঙে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই,' অভয় দিলো উইলিয়াম।

লোকটা গাঁইতি মাথার ওপর তুলে মেঝেতে কোপ মারল। নিরেট পাথরের সাথে বাড়ি খেয়ে র‍্যাটের হাত থেকে গাঁইতি ছুটে গেল। গাল দিয়ে উঠল সে। ঝাঁকিতে ওর হাত অবশ হয়ে গেছে। মাইক গাঁইতিটা তুলে নিয়ে পাথরের ওপর ঠুকে দেখল। নিরেট পাথর—ওতে আধ ইঞ্চি গর্ত হয়েছে মাত্র। বিরক্ত হয়ে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। 'কোনো লাভ নেই – যা আমাদের দরকার তা হচ্ছে ডাইনামাইট।'

'তুমি কি জায়গাটা ঠিক চিনেছ?' প্রশ্ন করল ল্যাম্পি।

'কোনো সন্দেহ নেই,' বলল ডাচ। বলল বটে, কিন্তু ওর নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না। 'উপরের ধুলো বালি সরাও, পাথরটা ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

কথা মতো কাজ করা হলো, কিন্তু তাতে কোনো রকম আশ্বাস

পাওয়া গেল না। তাহলে কি আরও কিছু ছিল, যা ক্রনো বলেনি? কিন্তু সঙ্গীদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ওর সহ্য হচ্ছে না। গাঁইতি কেড়ে নিয়ে সে নিজেই কোপাতে শুরু করল।

'এখানে গর্ত করতে নিশ্চয় ব্যাটার অনেক সময় লেগেছিল,' মন্তব্য করল র‍্যাট।

'এমনও হতে পারে গর্ত আগেই ছিল, টাকা লুকিয়ে রেখে সে পাথরকে অনুরোধ করেছিল যেন বেড়ে উঠে ওটা ঢেকে ফেলে,' মন্তব্য করল মাইক।

রসিকতায় খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল ল্যাম্পি। ডাচ উইলিয়াম কিছুক্ষণ মাইকের দিকে কটমট করে চেয়ে থেকে ওর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল। ওটা দিয়েই বাড়ি মেরে কোপান মেঝেটা পরিষ্কার করে হাঁটু গেড়ে বসে ভালো করে মেঝেটা পরীক্ষা করল।

'আমি ঠিকই ধরেছি,' উত্তেজিত স্বরে কথাটা বলে আঙুল দিয়ে একটা ফাটল দেখাল ডাচ। 'আলগা একটা পাথর চাপা দেয়া হয়েছে এখানে। আমি বাজিধরে বলতে পারি ওটারই তলায় আছে গুপ্তধন।'

যাদুমন্ত্রের মতো ডাচের কথায় সবাই উৎসাহী হয়ে নতুন উদ্যমে কাজে লাগল। গাঁইতি তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ফাটলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে দেহের সমস্ত ওজন দিয়ে হাতলের ওপর চাপ দিলো ল্যাম্পি মেঝেতে প্রায় চারকোনা ছোট অংশ নড়ে উঠল। ফোরম্যানকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল র‍্যাটক্লিক। দুজনে মিলে জোরে ধাক্কা দিয়ে মোটাসোটা পাথরের চাঁইটাকে উল্টে ফেলল। গর্তের ভিতরে একটা চামড়ার থলে দেখা যাচ্ছে। দেখার সাথে সাথে আনন্দে চিৎকার করে উঠে ওটা তুলতে গেল র‍্যাট, কিন্তু ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলো অতিকায় লোকটা।

'সরো,' বলল ডাচ। 'ভিতরে কি কি আছে সেটা আমাদের প্রথমে দেখতে হবে। আর কাজটা করার দায়িত্ব আমার।'

থলেটা তুলে নিলো ডাচ। 'বেশ ভারি—তবে যতটা বড় হবে বলে আশা করেছিলাম ততটা নয়।' চামড়ার ফিতে সরিয়ে থলের মুখ খুলে ভিতরে হাত ঢুকাল সে। সবার নজর এখন থলের ওপর। কেউ লক্ষ্য করল না – ওদের সামনে দিয়েই ম্যালাচি গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রথমে বেরোল কাগজে রোল করা একটা প্যাকেট। খুলে দেখা গেল ভিতরে রয়েছে একসারি স্বর্ণমুদ্রা।

'পঞ্চাশটা ডাবল ঈগল – শুরুটা ভালোই,' বলে ওগুলো মুড়ে রেখে আবার থলেতে হাত ঢুকাল ডাচ। এবারেও আগেরটার মতোই একটা মোড়ক বেরোল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর ভিতরেও সোনার মুদ্রা রয়েছে। ওটা আর না খুলে প্রথমটার পাশে রাখল। একে-একে ওরকম বিশটা প্যাকেট বেরোল থলে থেকে।

'বিশ হাজার!' বলে উঠল ল্যাম্পি। 'ব্যাগ এখনও খালি হয়নি।'

'আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট - বাকিটা ক্রনোর।' টাকার ব্যাপারে ওদের মনোভাব যাচাই করে দেখতে চাইছে উইলিয়াম।

'জাহান্নামে যাক ক্রনো,' চেঁচিয়ে উঠল ফোরম্যান। 'আমরা পেয়েছি, আমরাই সবটার মালিক।'

'আমিও একমত,' বলল মাইক। 'বাকি জিনিস বের করো – বস্।'

এমন হবে তা ডাচের জানাই ছিল। র‍্যাটের দিকে চেয়ে বুঝল সেও ফোরম্যানের সাথে একমত। আবার হাত ঢুকাল সে। বেশ মোটা একটা নোটের বাণ্ডিল বের হলো। সবই বড় নোট। গুনে দেখা

গেল ওখানে চল্লিশ হাজার ডলার রয়েছে। এরপর ছুটো ছোট ব্যাগ বেরোল। খুলে দেখা গেল ওর ভিতর রয়েছে গুঁড়ো সোনা।

'দাঁড়িপাল্লা ছাড়া এর দাম যাচাই করা মুশকিল,' জানাল ডাচ। 'তবে আমার ধারণা অন্তত দশ হাজার ডলারের সোনা এখানে আছে।'

একে একে আবার সব ব্যাগে ভরে রাখল ডাচ উইলিয়াম। 'আমরা এদিককার একটা ব্যবস্থা নিয়ে ওগুলো পরে ভাগ করব।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, এতে কেউ আপত্তি করল না। ডাচ বুঝল তার মতো আর সবারও পুরোটা নিজে ভোগ করার ইচ্ছা রয়েছে। 'আমাদের বন্দীদের কি ব্যবস্থা করা যায়?' সবার মতামত জানতে চাইল সে।

'রিসের খোঁজ নিতে পাঠাও ওদের,' প্রস্তাব দিলো লাম্পি।

কিন্তু এতে বাকি জীবন ডাচকে ওদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে - কথাটা কেউ ফাঁস করে দিলেই তার বিপদ ঘটবে। 'ভায়োলেন্স আমি পছন্দ করি না, ঝুঁকি থাকলে তো কথাই নেই। ওটা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। না, আমরা যখন যাব তখন ওরা জীবিতই থাকবে। শেষ পর্যন্ত বাঁধন থেকে নিজেদের হয়ত মুক্ত করতে পারবে ওরা, কিন্তু অস্ত্র আর ঘোড়া ছাড়া তিনজন জখম লোক নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারবে না। ওরা যদি রেইনবোতে পৌঁছতেও পারে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমরা যা বলব সেটাই ঠিক বলে মেনে নেবে রেইনবোর লোক। আর টাকাটাও আমাদের কাছেই থাকবে।'

'তুমি বলছ একজন মরমর লোককে সাথে নিয়ে আমরা বোঝা বাড়াব?' প্রশ্ন তুলল লাম্পি।

'না নিলে কিছু ব্যাখ্যা আমাদের দিতে হবে।'

'ওটা সহজ ব্যাপার। আমরা বলব গুপ্তধনের খোঁজে এসে আমরা ওটা খুঁজে পাই। ডাবল বারের লোকজনও এদিকে ছিল সেটা আমরা জানতাম না। হঠাৎ করে ওরা ডাকাতি করার চেষ্টায় আমাদের আক্রমণ করে। ওদের হাতেই ক্রনো, তার ভাগনি আর রিস মারা পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের আমরা হটিয়ে দিই।'

'একেবারে সহজ সরল সত্য,' দাঁত বের করে হাসল র‍্যাট।

এতক্ষণে লাম্পির সম্বিত ফিরল। 'ডাক্তার কোথায় গেল?'

বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল ডাচ। 'ম্যালাচি কোথায়?'

'জানি না,' জবাব দিলো ল্যারি। 'জানলেও তোমাকে বলতাম না।'

'মেজাজ খারাপ?' ওকে আরও চটিয়ে দেয়ার জন্যে সে যোগ করল, 'হ্যাঁ, সারা সপ্তাহ সত্তর হাজার ডলারের ওপর বসে থাকার পর ওটা হারাতে হলে কষ্ট লাগারই কথা।'

ডাচ চলে যাবার পর ইয়র্কি জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার কি কেটে পড়েছে?'

'ডাক্তার সেরকম মানুষ নয়,' বলল ল্যারি।

'ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে?'

'বলা কঠিন। তোমার ভয় করছে?'

'জানি না, কয়েক মাস আগে হয়ত কেয়ার করতাম না,' স্বীকার করল ইয়র্কি। 'কিন্তু এখন...'

ডাক্তারের অদৃশ্য হওয়ায় ল্যাডার ফাইভের লোকজনের মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু লাম্পিকে আলাদা ডেকে নিয়ে ডাচ সম্পূর্ণ আলাদা কথা পাড়ল। 'টাকাটা চার ভাগে ভাগ হলে

আমাদের প্ল্যান ভেস্তে যাবে,' বলল সে। 'আমরা দুজনে মিলেও ভাবল বারই কিনতে পারব না—ল্যাডার ফাইভের কথা বাদই দিলাম।'

লাম্পি বুঝল তাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সে বলল, 'ওরা তো আসল কাজ কিছুই করেনি, ওদের হাজার পাঁচেক করে ধরিয়ে দিলেই চলবে।'

'পাঁচ হাজার—কিংবা কিছুই না। স্বীকার করো ?'

'নিশ্চয়, এতে দোটানার কোনো ব্যাপার নেই।'

যাদের ব্যাপারে আলাপ হলো, ওরা ফিরে এসেছে। 'ম্যালাচির কোনো চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না। ঘোড়াগুলোকে কেউ তাড়িয়ে দিয়েছে। একটাও নেই।'

'ইশ, হারামজাদাকে আগেই সময় থাকতে শেষ করে ফেলা উচিত ছিল,' বলল লাম্পি।

'অসুবিধে নেই—ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছে, তাতে ওদের নিজেদেরই ঝামেলা হবে। আমাদের কাজ কমেছে—ওটা আমরাই করতাম।'

একুশ

রোনা আর এরফান বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। অন্ধকারে লম্বা সময় কাটিয়ে ভোরের আলো এখন খুব মিষ্টি মনে হচ্ছে।

'এখন কি করবে ?' প্রশ্ন করল রোনা।

'নিচের কুয়াশাটা কেটে গেলেই আবার রওনা হব। গত রাতে কানার মতো অনেক পথ চলেছি—আর নয়।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আঙ্কেলের কাছে ফিরে যেতে চাই আমি,' বলল রোনা। 'ওভাবে ছুটে পালানর জন্যে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।'

'স্বাভাবিক—তবে তোমার দোষ নেই, তুমি অন্য পরিবেশে মানুষ হয়েছ। গুহাটা এখান থেকে বেশি দূরে হওয়ার কথা না—আমরা ঠিক খুঁজে বের করব।'

'মনে হয় ওরা ওখানেই থাকবে ?'

'আমার তাই ধারণা। ক্রনো মুখ না খোলা পর্যন্ত ওদের থাকতেই হবে। আর জলদি ওর মুখ খোলার সম্ভাবনাও নেই।'

'কিন্তু মামা তো কথা বলেছে—অবশ্য সে যে বলেছে তা নিজেও জানে না। আমি মিস্টার উইলিয়ামকে জানিয়েছি সে কথা।'

'শয়তান!' এরফানের কঠিন চেহারা দেখে চমকে উঠল রোনা।

'ওই টাকাটা আঙ্কেলের খুব দরকার,' ব্যাখ্যা করল মেয়েটা। 'ওটা ডাউটিরও দরকার। তাছাড়া টাকাটা ন্যায্যত তারই। রেড রুফ বুড়ো ডাউটির আপন বড় ভাই।'

খবরটা শুনে রোনার ভিত নড়ে গেল। তবু নিজের পরিবারের প্রতি বিশ্বাস অটল রাখল।

'তাহলে আমি নিশ্চিত আঙ্কেল জনো ব্যাপারটা জানে না।'

'সেটা অস্বাভাবিক, শহরের সবাই এটা জানে।'

'আমার মামা অসৎ কোনো কাজ করতেই পারে না।' জোরাল প্রতিবাদ জানাল রোনা।

'সেটা যদি তার লোকজনের ব্যাপারেও সত্যি হয় তবে আর কথাটা তোমাকে বলে লাভ নেই—জনোকে পিছন থেকে গুলি করা হয়েছিল।'

রোনার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে আবোল-তাবোল বোঝাবার চেষ্টা করছ। আমি তোমার কাছে ঋণী বটে—'

'বিন্দুমাত্র না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল সে। 'বিশ্বাস না হলে ডাক্তার ম্যাকাচিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।' প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে এরফান আবার বলল, 'ওই দেখো, দেখার মতো একটা জিনিস।'

পুবের দিকে আকাশে, দিগন্তে লাল গোলাপের মতো মাথা তুলেছে সূর্য। সোনালী রোদ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে।

'সত্যিই চমৎকার,' মুগ্ধ স্বরে বলল রোনা।

'প্রকৃতির সুন্দর নির্মল ছোঁয়ায় মানুষও যে কেন সুন্দর হয়ে ওঠে না সেটাই ভাবি।'

'প্রকৃতির সবই কি সুন্দর? কিছু কুৎসিত জিনিসও পৃথিবীতে আছে।'

'মানুষের হাতে পড়েই কদাকার হয়—আসলে প্রাকৃতিক সব কিছুরই একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে।'

'রেইনবোতে আসার পথে আমাদের একটা মরুভূমি পার হতে হয়েছিল। ওখানে কেবল বালু, ক্যাকটাস আর নির্জনতা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'চাঁদের আলোয় মরুভূমি যে কি অপরূপ তা না দেখলে বুঝবে না। চলো, এবার ওঠা যাক—নিচের কুয়াশাটা প্রায় কেটে গেছে।'

পাশাপাশি ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। চওড়া ঘাস জন্মেছে, মাঝেমাঝে ছোটছোট এলাকা জুড়ে গ্রীজউড গাছ। মেসকাইট ক্যাকটাসের ঝোপ চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে দ্রুত এগোন অসম্ভব করে তুলেছে। বেশিদূর এগোয়নি, হঠাৎ কর্কশ র‍্যাটল-এর শব্দ করে রোনার ঠিক সামনেই ঝোপের ভিতর থেকে একটা চ্যাপ্টা-মাথা সাপ শূন্যে মাথা দুলিয়ে ছোবল মারার জন্যে তৈরি হলো। রোনা ভয়ে চিৎকার করে ওঠার আগেই আগুনের ঝিলিক দিয়ে গর্জে উঠল এরফানের পিস্তল। বুলেটের আঘাতে সাপের মাথাটা ছাতু হয়ে গেছে। খালি খোসাটা ফেলে আর একটা গুলি পুরে পিস্তল খাপে ভরল এরফান। অবাক চোখে সঙ্গীর দিকে চেয়ে আছে রোনা।

'তুমি—তুমি এত ফাস্ট!' বিড়বিড় করে যা ভাবছে সেটাই বলে ফেলল সে।

ওর দিকে চেয়ে হাসল এরফান। 'মিস্টার র‍্যাটলার যখন আক্রমণ করে তখন সময় নষ্ট করলেই বিপদ।'

'আবার তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে আমার।'

'ধ্যাৎ, আমিই বরং তোমাকে ঝামেলার মধ্যে টেনে এনেছি। এখন তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্বও আমারই।'

ল্যারির কথা মনে পড়ল রোনার। এই পশ্চিমের লোকগুলোকে সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। এদের কৃতজ্ঞতা জানাতে যাওয়াও বিপদ—ধন্যবাদ তো নেবেই না, মাঝেমাঝে রূঢ় ব্যবহারও করবে।

মাটির ওপর এখনও পাক খাচ্ছে সাপটা। ওটাকে হাতে তুলে নিল এরফান। 'বেশ বড় সাপ। ওর র‍্যাটলগুলো নেবে তুমি?'

'মোটেও না—সাপ একেবারেই সহ্য করতে পারি না আমি,' শিউরে উঠল রোনা। 'ওগুলো কোন কাজে আসবে?'

'ভার্জিনিয়ায় আদিবাসীরা এগুলো দিয়ে বালা বানায়—বলে, এতে নাকি ভূত আর বিপদ-আপদ দূরে থাকে।'

'অ্যারিজোনায় আসার আগে আমার ওই বালা নিয়ে আসা দরকার ছিল।'

আবার এগোনর সময়ে এবার এরফানই আগে আগে চলছে। কিন্তু আর কোনো বিপদ ঘটল না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা ক্যানিয়নের ধারে পৌঁছল ওরা। খাড়া নেমে গেছে ক্যানিয়নের দেয়াল। কয়েকশো ফুট নিচে তোলপাড় করে বয়ে চলেছে একটা অবাধ্য নদী। এরফানের মনে হলো গুহার ভিতরে ঝর্নাটাও এর সাথেই এসে মিশেছে। হয়ত রিসের বেঁতলান দেহটা ওই নদী দিয়ে রেইনবোর দিকেই এগোচ্ছে।

'এবার কোনদিকে?' প্রশ্ন করল রোনা।

'আমরা ক্যানিয়নের ধার ঘেঁষে পুব দিকে এগোব। তারপর একটু উত্তরে গেলেই গুহার কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে যাব।'

ধীর পায়ে এগিয়ে চলল ওরা। পথে একটা ঝর্না দেখতে পেয়ে ওখানে পানি খেলো। ক্যানিয়নের দেয়ালে উজ্জ্বল রঙের সুন্দর পাথরের স্তরগুলোর দিকে রোনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এরফান।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর,' ক্লান্তভাবে হেসে, জোরে শ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'কিন্তু এতে প্রমাণ হচ্ছে সুন্দর জিনিস দেখতে দেখতেও মানুষের বিরক্তি ধরে যেতে পারে। এই মুহূর্তে কিছু খাবারের পরিবর্তে আমি ওই সৌন্দর্য বিলিয়ে দিতে রাজি আছি।'

'শীঘ্রই আমরা নাস্তা খাব,' জানাল এরফান। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো—আমি কাছেই আছি।'

ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল এরফান। কিছুক্ষণ পরই একটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। পরক্ষণেই একটা খরগোস হাতে ফিরে এলো এরফান। কৌতূহলী চোখে লোকটাকে আগুন জ্বেলে খরগোসের ছাল ছাড়িয়ে কাঠির আগায় বিঁধিয়ে মাংস রোস্ট করতে দেখল রোনা। ওর দক্ষতা দেখে আর এক দফা অবাক হলো মেয়েটা। মাংসের স্বাদ অপূর্ব হয়েছে। এরপরে ঝর্নার ঠাণ্ডা পানি খেয়ে তৃপ্তির সাথে ভোজন পর্ব শেষ করল ওরা।

'এরকম তুমি আগেও নিশ্চয় করেছ,' প্রশংসার স্বরে বলল রোনা।

'বহুবার আমাকে দিনের পর দিন প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এভাবে বাঁচতে হয়েছে,' জানাল এরফান। 'ইচ্ছা করলে ওই সাপটাও আমরা খেতে পারতাম।'

শিউরে উঠল রোনা। 'মানুষে সাপও খায় নাকি?'

'সত্যিকার ক্ষুধা কাকে বলে জানলে তুমি ওই প্রশ্ন করতে না,' বলে হাসল সে। 'শুনেছি র‍্যাটল স্নেক নাকি খুব সুস্বাদু। ব্যাঙ, শামুক ঝিনুক, এসবও মানুষ খায়—চড়া দাম দিয়ে কিনেই খায়।'

অনেকক্ষণ থেকেই পাহাড় পেরিয়ে উত্তর দিকে যাবার একটা পথ বা ফাটল খুঁজছে এরফান। ওখান থেকে এখন ওল্ড ক্লাউডি পাহাড়-টাও আর দেখা যাচ্ছে না।

একটা চ্যাপ্টা পাথর দেখিয়ে রোনাকে বসতে বলল এরফান। 'আমি একটু ঘুরে দেখে আসছি কোনো হদিস পাওয়া যায় কি না—তুমি বসে বিশ্রাম নাও।'

ঠেলে ঘন ঝোপ সরিয়ে অদৃশ্য হলো এরফান। একটু দূরে পাথর বেয়ে ওকে পাহাড়ে চড়তে দেখল রোনা। মনে হচ্ছে লোকটা যেন ইস্পাতে গড়া। খাওয়ার পর কিছুটা নতুন শক্তি পেয়েছে বটে তবু ক্লান্তি বোধ করছে মেয়েটা। বসতে পেরে খুশিই হয়েছে সে। বসে বসে নানান কথাই মনে আসছে। গুহার গর্তে পড়ে একজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তার সেবা না পেয়ে এতক্ষণে মামাও হয়ত··· না, ওকথা ভাববে না সে। হঠাৎ পাথরের ওপর লোহার 'ক্লিক ক্লিক' শব্দে চমকে উঠল।

'ঈশ্বর! এ যে দেখছি রোনা!' পরিচিত একটা স্বর শুনতে পেল সে। ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে কাছে এলো ডাচ। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তুমি এখানে কেমন করে এলে? দেখেছ, লাম্পি, মিস বয়েড আবার জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছে।'

ঘোড়ার পিঠে ফোরম্যানের পিছন পিছন মাইকও এসে হাজির হলো। 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, মিস বয়েড,' বলল লাম্পি।

কিন্তু ওর স্বরে বা চেহারায় আনন্দের লেশমাত্র নেই। 'আমরা ভেবে-ছিলাম তোমাকে বুঝি চিরদিনের জন্যে হারালাম।'

'ঠিক তাই,' বলল ডাচ। 'তুমি বাঁচলে কিভাবে?'

সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল রোনা। শেষে বলল, 'আমরা গুহাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

'ওই লোকটা কোথায়?'

'কোনো পথ পাওয়া যায় কি না দেখতে গেছে।'

'তোমরা দুজন লুকিয়ে পড়ো; লোকটা ফেরার পথেই ওকে আমরা গুলিতে গেঁথে ফেলব,' আদেশ দিলো ডাচ উইলিয়াম।

দেরি হয়ে গেছে, রোনার মনে পড়ল এরফান ডাবল বারের লোক। 'কিন্তু সে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, ওর কোনো ক্ষতি করা চলবে না,' আপত্তি জানাল সে।

'লোকটা জোর করে তোমাকে ওর সাথে নিয়ে গেছিল আমাদের সাথে দরাদরি করার আশায়। সে তোমার মামার শত্রু, অতএব তোমারও।'

'তোমার কাছে কি আমার জীবনের মূল্য এতই কম?' জানতে চাইল রোনা।

'না, কিন্তু ভাবাবেগের কারণে সত্য ঢাকা পড়ুক এটা আমি চাই না। ওই লোকটা খুনী, সম্ভবত ক্রনোকেও ও-ই গুলি করেছে।'

চিৎকার করে প্রতিবাদ করল মেয়েটা। 'সত্যি কথা হচ্ছে মামাকে তার নিজের দলেরই কেউ গুলি করেছে, আর রেড রুফ হচ্ছে ডেভ ডাউটির আপন ভাই।'

'দুটোই মিথ্যে কথা,' একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলে চলল ডাচ। 'বুঝতে পারছি সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছে এর-

ফান। কিন্তু ওর আর রেহাই নেই।'

রোনা বুঝতে পারছে পরিস্থিতি এখন তার হাতের বাইরে। সে জিজ্ঞেস করল, 'আঙ্কেল ক্রনো কোথায়?'

'বেশি দূরে নয়; র‍্যাটক্লিফ ওর দেখাশোনা করছে।'

লাম্পি আর মাইক এরই মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। ওদের দলপতিও লুকাতে যাবে, এই সময়ে ঝোপের আড়াল থেকে এরফান বেরিয়ে এলো। আড়চোখে পরিস্থিতিটা একনজর দেখে নিয়েই দুহাতে দুটো পিস্তল বের করে ফেলল। একটা ডাচের দিকে তাক করে সে বলল, 'তোমার লোকজনকে বেরিয়ে আসতে বলো, ডাচ, নইলে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তোমার মৃত্যু হবে।'

কঠিন কালো চোখে এরফান চেয়ে আছে উইলিয়ামের দিকে। দেরি না করে চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকল ডাচ। মাথার উপরে হাত তুলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুজন।

'র‍্যাট কোথায়?' মেয়েটাকে প্রশ্ন করল এরফান।

'ওকে দেখিনি আমি। শুনলাম সে নাকি মামার দেখাশোনা করছে।'

'আর তাই তুমি বিশ্বাস করলে?'

এবারে ডাচ উইলিয়াম জবাব দিলো। 'নিশ্চয় বিশ্বাস করে। ক্রনো তার নিজের লোকজনের সাথে থাকবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'তাহলে নিজের সুবিধার জন্যে ক্রনোকে শত্রুর ক্যাম্পে থাকতে কেন দিয়েছিলে? যাকগে, মিস রয়েড, তুমি কি নিজের লোকের সাথেই থাকছ?'

'নিশ্চয় আমি আমার মামার কাছাকাছি থাকতে চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে একটু পিছিয়ে গেল এরফান। ওর পিস্তল দুটো এখনও তিনজনকে কাভার করে আছে। 'ডলারগুলো তোমরা চুরি করেছ বলেই আমার ধারণা—তবে এটা মনে রেখ খেলা এখনও শেষ হয়নি।'

বিশাল লোকটার চেহারা একটু বদলাল। 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক,' জবাব দিলো সে। 'ওকে আমি জীবন্ত চাই, র‍্যাট।'

ঠিক ওই মুহূর্তে মেয়েটার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। সে চিৎকার করে উঠল, 'তোমার পিছনে।'

ঘুরেই গুলি চালাল এরফান। অলক্ষ্যে পিছন থেকে এগিয়ে আসছিল র‍্যাট। পিস্তল বের করে ট্রিগার টিপল; গুলিটা ওর সামনেই মাটির ভিতর গিয়ে ঢুকল। এরফানের গুলিতে ওর কনুই চুর হয়ে গেছে। বিকট চিৎকার করে কনুই চেপে ধরে বসে পড়ল র‍্যাট।

ডাচের দিকে পিস্তল ঘোরাল এরফান, কিন্তু ধূর্ত লোকটা রোনার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে—এখন গুলি করায় ঝুঁকি আছে। ঘৃণার সাথে হেসে আহত লোকটার দিকে তেড়ে গেল জেনাপ। ভয় পেয়ে লাফিয়ে সরে গেল র‍্যাট—কিন্তু ওটাই ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। একটা বুলেটের আঘাতে ওর ঘিলু বেরিয়ে এলো। ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটে এগোল এরফান—কেউ ওকে অনুসরণ করল না।

'তুমি র‍্যাটকে কেন গুলি করলে?' রেগে উঠে কৈফিয়ত দাবি করল ডাচ।

'সে ই তো লাফিয়ে গুলির ওপর এসে পড়ল—আমি তো এরফানকেই গুলি করেছিলাম,' বলল লাম্পি।

'খুব কাঁচা কাজ—এরফান তো দুই গজ দূরে ছিল,' মন্তব্য করল মাইক। 'ভেবেছিলাম তুমি গুলি ছুঁড়তে জানো।'

'পারি কি না তার প্রমাণ চাও ?' হুমকি দিলো ল্যাম্পি।

ওর বাহাদুরি দাড়িওয়ালা লোকটার সহ্য হলো না। 'চাইলে এখনই হয়ে যাক,' পাল্টা জবাব দিলো মাইক।

বাদ সাধল ডাচ। 'ঝগড়াঝাটি রাখো, এমনিতেই আমরা সংখ্যায় কম।'

'হ্যাঁ, চারজনের বদলে তিনজনের মধ্যে ভাগ হবে,' উৎফুল্ল স্বরে বলল ফোরম্যান।

'পাঁচজনের জায়গায় চারজন। মিস বয়েড তার মামার অংশটা পাবে,' সংশোধন করল ডাচ। ওদের দুজনের মধ্যে যে দৃষ্টি বিনিময় হলো সেটা উইলিয়ামের চোখ এড়াল না। 'ক্রনোকে আর এখন পুরোনো ক্যাম্পে রাখা যাবে না। তোমরা দুজন গিয়ে ওকে নিয়ে এসো।'

'মাথায় দোষ হয়েছে তোমার ?' তেতে উঠল ল্যাম্পি। 'আমরা যাই, আর তুমি টাকা নিয়ে কেটে পড়ো। তা হবে না।'

'কিন্তু তাড়াতাড়ি রেইনবোতে পৌঁছতে না পারলে আমাদের সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবে। তাছাড়া এরফান মুক্ত থাকায় আমাদের যেটুকু সুবিধা ছিল সেটাও হয়ত হারাব। অবশ্য ক্রনো যদি মরে গিয়ে থাকে তবে তোমরা চট করে আমাদের ধরে ফেলতে পারবে।'

ইঙ্গিতটা গুণ্ডা দুজন ঠিকই বুঝে নিল। কিন্তু এতগুলো টাকা সহ ওকে একা ছেড়ে যেতেও ভরসা পাচ্ছে না। তবে একদিক দিয়ে ওরা কিছুটা নিশ্চিন্ত—সাহসের অভাবে ডাচ হয়ত ওদের ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবে না। ওরা রাজি হলো। রোনার কাছে ফিরে এলো ডাচ উইলিয়াম। স্বভাবতই মামার কথা জানতে চাইল মেয়েটা।

'দুর্বল শরীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাকে বিশ্রাম নিতে সময়

দেয়া হয়েছে,' ব্যাখ্যা করল ডাচ। র‍্যাটও ওর সাথে ছিল, সন্দেহ নেই রিপোর্ট করার জন্যেই এখানে এসে বেচারা এরফানের হাতে খুন হলো।'

'এরফান মাত্র একটাই গুলি করেছিল, তাতে ওর হাত জখম হয়,' বলল রোনা। 'পরের গুলিটা ল্যাম্পি করেছে।'

'তাই নাকি ?' গলার স্বরে কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে চিৎকার করে উঠল ডাচ। 'অবশ্য ল্যাম্পি নিশ্চয় এরফানকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়েছিল—র‍্যাটেরই কপাল খারাপ। ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করিনি, আমি তোমার নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।'

'সেটা খেয়াল করেছি আমি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রোনা। 'হ্যাঁ, কি বলছিলে ?'

'তোমার মামাকে নিয়ে আসার জন্যে ওদের পাঠাচ্ছি।'

'ওদের সাথে আমরাও যাচ্ছি না কেন ?'

'না, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' রোনার উঁচান চিবুক আর দুই চোখে বিদ্রোহের ভাব লক্ষ্য করল ডাচ। 'ক্রনোর জন্যে ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী—তার ইচ্ছাতেই আমাদের যত জলদি সম্ভব রেইনবো পৌঁছান দরকার। আমার সাথে দু' একদিন বনে-জঙ্গলে কাটানতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি নেই ?'

'কিন্তু মামার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে আলাদা থাকা আমি মোটেও সহ্য করব না,' জানাল সে।

'কিন্তু উপায় নেই,' দৃঢ় স্বরে বলল ডাচ। 'ক্রনোর কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে, আর সেটা আমাকে পুরো করতেই হবে।'

ওই সুরে কথা বলায় যতটা কাজ হবে মনে করেছিল তার এক কণাও হলো না। তবে জবাবে রোনাও আর কিছু বলল না। ক্লান্তি

আর মানসিক দুশ্চিন্তায় ওর আর কিছুই ভালো লাগছে না। যার হাতে নিজেকে সঁপে দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছিল, সেই লোকটাই ওকে দারুণভাবে হতাশ করেছে—সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

মৃত লোকটাকে কবর দিয়ে মাইক আর ল্যাম্পি যাত্রার জন্য তৈরি হলো। অস্থিরভাবে ওদের লক্ষ্য করছে মেয়েটা। মনের শান্তির জন্যে, ওরা কি বলছে শুনতে না পাওয়াটাই রোনার পক্ষে ভালো হলো।

'ওকে বিশ্বাস করাটা কি আমাদের ঠিক হবে?' মাইক জিজ্ঞেস করল।

'বিশ্বাস ঠিক করা যায় না, কিন্তু ধাপ্পা দিতে চাইলে ওকে আমরা ধরতে পারব,' বলল ফোরম্যান। 'হয়ত রেইনবো পৌঁছানর আগেই ধরে ফেলব।'

'অসুস্থ একজনকে সাথে নিয়ে?'

'আমি তা বলি নি।'

মনেমনে কথাটা বুঝে দেখল মাইক। 'তা হলেও ওরা অনেক এগিয়ে থাকবে।'

'আরে রাখো,' মুখ বাঁকিয়ে বলল ল্যাম্পি। 'ডাচ আর মেয়েটা দুজনেই পুবের মানুষ, পশ্চিমে কতক্ষণ ওরা পথ না হারিয়ে চলতে পারবে?'

'সেইসাথে আমাদের টাকাও যাবে।'

'ওদের ট্রেইল করব আমরা, তারপর টাকার মাত্র দুটো ভাগ হবে—তোমার আর আমার। তারপর ডাবল বার আর ল্যাডার ফাইভ জাহান্নামে যাক, আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় যাব। সত্তর হাজার ডলার

নিয়ে আমি—মানে আমরা দুজনে অনেক আমোদ করব।'

আধ-বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে ল্যাম্পিকে যাচাই করে দেখল মাইক। ল্যাম্পির কথার মাঝখানে নিজেকে সামলে নেয়ার ব্যাপারটা মাইক খেয়াল করেছে। কিন্তু মুখে শুধু বলল, 'আমার কাছে প্রস্তাবটা ভালোই ঠেকছে।'

ওরা রওনা হবার আগে ল্যাম্পি ডাচকে ভালো করে পথের নির্দেশ বুঝিয়ে দিয়ে গেল। বেশ ভালো মুডে আছে ডাচ। রোনার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'যাক, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমি আগুন জ্বালাচ্ছি, আশা করি রান্না জানো তুমি? খাবার আমাদের নিজেদেরই তৈরি করতে হবে। যেভাবে সংসার আরম্ভ করব ভেবেছিলাম তা হলো না বটে—তবু কোনোমতে চালিয়ে নেব আমরা।'

স্থূল রসিকতায় সাড়া দিলো না রোনা। খাবার তৈরির সময়ে আনাড়ি ডাচের সাহায্যের চেষ্টা বাধারই সৃষ্টি করল। কাজের ফাঁকে বারবার কেন যেন ল্যারির কথাই ওর মনে পড়ছে। রোনা বেঁচে আছে জানলে সে কি খুশি হবে? সে বয়েড পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ল্যারি খুশি হবে কি? জোর করে মন থেকে ওই ভাবনা তাড়িয়ে কফি তৈরিতে মন দিলো ও।

বাইশ

ল্যাডার ফাইভের ওরা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডাবল বারের লোকজন হাত পা বাঁধা অসহায় অবস্থায় দেখছে। আহত ক্রনোকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে প্রতিবাদ করল ল্যারি—কিন্তু ডাচ উইলিয়াম ওর কথায় কান দিলো না। যাবার আগে সে ল্যারিকে বলল, 'তুমি তো সবই হারালে, গুপ্তধন, ডাবল বারের ভরসা এরফান, আর সেই সাথে র‍্যাঞ্চ—সব। কেবল জীবনটাই হারাতে বাকি। যাক, আমি ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী না বলে তুমি বেঁচে গেলে।'

নাটকীয় কায়দায় ঘুরে ইয়কির দিকে চাইল উইলিয়াম। প্রতিটি মুহূর্ত সে খুব উপভোগ করছে। 'শহুরে ইঁদুরের রেইনবোতে জায়গা নেই—যে নর্দমা থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।'

'ইঁদুরেরও দাঁত থাকে, কামড়ে দিতে পারে,' জবাব দিলো ইয়কি। ডাচের মুড ভালো আছে বলে প্রত্যাশিত লাথিটা আর এবার পাঁজরের ওপর পড়ল না।

'রেইনবো থেকে দূরে থেক, ল্যারি। ফিরে তোমার কোনো লাভ হবে না। ওখানে গিয়ে গোলমাল পাকানর চেষ্টা করলে আমি ব্যবস্থা নেব,' বলে শাসিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল ডাচ।

ওরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সন্তর্পণে গুহায় ঢুকল ম্যালাচি। 'তাহলে মড়াথেকো লোকগুলো শেষ পর্যন্ত গেল? রুগী কয়জন রেখে গেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'একজন কম—ক্রনোকে ওরা নিয়ে গেছে,' জবাব দিল ল্যারি।

'সর্বনাশ! এতে হয়ত শেষই হয়ে যাবে ও,' উদ্বিগ্ন স্বরে মন্তব্য করে সবার বাঁধন খুলে আহতদের ব্যাণ্ডেজ করায় ব্যস্ত হলো ডাক্তার।

'ওরা আমাদের সব খাবার আর অস্ত্রগুলোও নিয়ে গেছে,' জানাল ল্যারি।

লাকিকে পরীক্ষা করে ফিরে ম্যালাচি নিচু স্বরে ল্যারিকে বলল, 'মাথায় আঘাত পেয়ে ওর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আবারও?'

'হ্যাঁ, একটু আগে আমাকে চিনতেই পারল না। ডাবল বার, বা সে কিভাবে ওখানে পৌঁছল, কিছুই ওর মনে নেই।'

'টাইনি একটু ভালো হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমাদের এখানেই কাটাতে হবে। ইয়কি, তুমি কাঠ জোগাড় করে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করো—আমি দেখছি ফাঁদ পেতে বা লাঠির ঘায়ে কিছু শিকার করা যায় কি না।'

'এরফান ফিরে এলে আর আমাদের চিন্তা থাকবে না,' অভয় দিলো ইয়কি। 'ওর কাছে পিস্তল রয়েছে।'

যার সম্পর্কে কথা হচ্ছে সে ওদের থেকে বেশি দূরে নেই। ল্যাডার ফাইভের লোকগুলোর সাথে যেখানে দেখা হয়েছিল সেই উপত্যকাটা ছিল বেশ কিছুটা পুবে। এখন আবার ওল্ড ক্লাউডি পাহাড় দেখতে

পাচ্ছে এরফান, ওটা দেখেই পথ চিনে এগোচ্ছে। তাড়া খাবার ভয় ওর নেই। টাকা যখন হাতে পেয়ে গেছে ওর পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করবে না ওরা। কিন্তু ক্রনো কোথায়? ওকে কিভাবে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে এরফান। দুপুরের দিকে বেলে-মাটির ওপর খুরের ছাপ ওর চোখে পড়ল। পাঁচটা ঘোড়ার ছাপ আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। কিন্তু এক নজরেই বুঝল ওগুলোর মধ্যে ব্ল্যাকির পায়ের ছাপ নেই।

আবার চলতে শুরু করল এরফান বেশ কিছুদূর চলার পর দেখল ক্রিকের ধারে একটা তাঁবু খাটান রয়েছে। আগুনের ছাই ঠাণ্ডা। গাছের ডালে একটা সদ্য কাটা হরিণের অর্ধেক দেহ ঝুলছে। তাঁবুর ভিতর উঁকি দিলো সে। কম্বলের ওপর মাটিতে শুয়ে আছে একটা লোক। এক নজরেই বুঝল লোকটা ক্রনো।

'খুনি শুয়োরের দল,' বিড়বিড় করে বলল এরফান। 'গাছে লটকান কাটা হরিণের রক্তের গন্ধে পাহাড়ী সিংহ এসে ক্রনোকে খাবে।' ঝুঁকে নিচু হয়ে সে বলল, 'ক্রনো, আমি এরফান জেসাপ।'

র‍্যাঙ্কারের চোখ দুটো বোজা, একটু নড়লও না সে। ওর বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত ধরে পালস দেখল এরফান। ক্ষীণ পালসের সাড়ায় বুঝল লোকটা এখনও বেঁচে আছে। তাঁবুর ভিতরে ময়দা, মাংস, কফি আর অন্যান্য খাবার ওর চোখে পড়ল। প্যাকেটগুলো চেনা-চেনা লাগছে। ওগুলোর পাশে স্তূপ করে রাখা রয়েছে কয়েকটা রাইফেল আর পিস্তল। একটা রাইফেল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল এরফান। ইয়র্কির রাইফেল ওটা। গুহা থেকে এসব লুট করে আনা হয়েছে। কিন্তু গুহার লোকজনের কি অবস্থা?

জানার একটাই উপায়। আবার রওনা হয়ে গেল এরফান। দুটো রাইফেল সাথে নিয়েছে—একটা তার নিজের, অন্যটা ইয়র্কির। ইণ্ডিয়ানদের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে সে। গুহার কাছে পৌঁছে আশঙ্কায় দুলছে ওর মন।

'ভিতরে কেউ আছ?' হাঁকল এরফান।

'এরফান এসে গেছে!' ইয়র্কির চিৎকার শুনতে পেল সে। 'বলিনি ও ঠিকই আসবে?'

ছেলেটাই প্রথম এরফানের কাছে পৌঁছল। ওর পিছনে ল্যারি আর ম্যালাচি। পুবের মাপকাঠিতে হয়ত ওকে ফিরে পেয়ে যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়ার কথা ততটা হলো না কেউ—কিন্তু এরফান নিজেও পশ্চিমের মানুষ—সে বুঝল।

'এরফান, তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে,' মুখে শুধু এটুকুই বলল ল্যারি। কিন্তু হাত মেলানর সময়ে এরফানের হাতটা যেভাবে চেপে ধরল তাতেই অনেক বলা হলো। অন্যদের বেলাতেও একই ঘটল। সবাই জানতে চায় কিভাবে কি ঘটল।

'আমরা পালাতে পেরেছি—'

'আমরা?' উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল ল্যারি। 'তাহলে রোনা—মানে মিস বয়েড—বেঁচে আছে?'

'নিশ্চয়,' বলতে বলতে হাসল এরফান। 'পথ খুঁজে এখানে আসার পথে ডাচের সাথে আমাদের দেখা—মেয়েটা ওখানেই থেকে গেল। তবে ওখানে গোলাগুলিতে র‍্যাট মারা পড়েছে।'

পথে ল্যাডার ফাইভের ক্যাম্পে ক্রনোকে কি অবস্থায় দেখেছে সেটাও বলল এরফান।

'এখনও বেঁচে আছে?' ডাক্তার প্রশ্ন করল।

'কোনোমতে।'

ল্যারির মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'ওদের মতলব হাসিল করতে আমরা দেবো না – ওকে এখানে নিয়ে আসব,' বলল সে।

'ওখানে আমাদের খাবার আর অস্ত্রগুলোও রয়েছে – কিন্তু কোনো ঘোড়া দেখতে পেলাম না।'

ঘোড়াগুলোর কি হয়েছে জানাল, ল্যারি।

'যাক, তাহলে আমাদের হেঁটেই যেতে হবে।' টাইনির দিকে চেয়ে এরফান আবার বলল, 'আমার রাইফেলটা রেখে গেলে আক্রমণ এলে ঠেকাতে পারবে ?'

ঘাড় কাত করে সে জানাল পারবে।

'কিছু বলবে ইয়কি ?'

'আমার রাইফেলটা ওদের ক্যাম্পে আছে ?'

মাথা নাড়ল এরফান। একেবারে চুপসে গেল ইয়কির মুখ। ওকে আর কষ্ট না দিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখা রাইফেলটা দেখাল। 'জানতাম ওটার শোকে তোমার ঘুম হচ্ছে না, তাই সাথে করেই নিয়ে এলাম।'

ছুটে গিয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ইয়কি। খুশিতে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর।

ল্যাডার ফাইভ ক্যাম্পে যাওয়ার পথে এটা ওটা প্রশ্ন করে খুঁটিনাটি আরও অনেক কথা জেনে নিল ল্যারি।

'তাহলে ক্রনোকে যে ওদের দলেরই কেউ গুলি করেছে কথাটা ওই মেয়ে বিশ্বাস করেনি ?'

'আমাকে মিথ্যুক বলেনি বটে—তবে পক্ষান্তরে তাই দাঁড়ায়।'

'বয়েডরা ওইরকমই হয়, ওরা যুক্তি মানতে নারাজ,' বলল ল্যারি।

কিন্তু ওর স্বরে আগের মতো ঘৃণা প্রকাশ পেল না। 'ওর মতো পুবে মানুষ হওয়া নরম মেয়ের জন্যে এতসব অভিজ্ঞতা একটু কঠিনই হয়েছে বলতে হবে।'

'বাইরে থেকে নরম দেখালেও মেয়েটা কঠিন আছে—একবারও নালিশ জানায়নি। তবে সে র‍্যাটল স্নেক মোটেও পছন্দ করে না।'

'আশ্চর্য ব্যাপার,' বলে দাঁত বের করে হাসল ল্যারি।

ওরা নীরব হলো। পিছন থেকে ইয়কির উত্তেজিত স্বরে কথা বলার আওয়াজ আসছে। ডাক্তার তার স্বভাবসিদ্ধ ধারাল মন্তব্য করছে।

'ছেলেটা সবকিছু দারুণ উপভোগ করছে,' বলল র‍্যাঙ্কার। 'আর আমার জন্যে এটা জীবনের সব চেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সময়। তোমাকেও এর সাথে জড়িয়েছি বলে খারাপ লাগছে।'

'ওসব ভুলে যাও, আমাকে পিকনিকের লোভ দেখিয়ে আননি তুমি।'

'কিন্তু আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম। আঙ্কেল রুকের টাকাগুলোই ছিল আমার শেষ ভরসা। এখন আর ডাবল বার—'

'এখনও কিছুই বদলায়নি। জানি না ডাচের কি মতলব, কিন্তু সে নিশ্চিত ক্রনো মারা যাবে। আমরা যদি ক্রনোকে জীবন্ত ফেরত নিয়ে যেতে পারি তবে ওর প্ল্যান ভেস্তে যাবে।'

'ঠিক বলেছ, এরফান,' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল ল্যারি। 'আমি কখনও ভাবিনি ক্রনোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই একদিন আমাকে উতলা হতে হবে। আমাদের বেশি দেরি হয়ে না গেলেই বাঁচি।'

ক্যাম্পটা এরফান যেমন রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনি আছে।

কিন্তু যাওয়ার সময়ে তাঁবুর মুখটা বেঁধেছিল বলে মনে পড়ছে না। এগিয়ে বাঁধন খুলে ভিতরে উঁকি দিয়ে চমকে উঠল সে। ক্রনো এখনও ওখানেই রয়েছে, কিন্তু তার কয়েক ফুট দূরে হাত ছড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে পড়ে আছে দাড়িওয়ালা একটা লোক—মাইক। ক্রনোর হাতের কাছে পড়ে আছে একটা পিস্তল।

'তাহলে ওরা আবার ফিরে এসেছিল,' বলল ল্যারি।

মৃত লোকটার দিকে একবার চেয়ে ক্রনোকে পরীক্ষা করায় মন দিলো ম্যালাচি। 'বেঁচেই আছে—অবস্থা বরং আগের চেয়ে কিছুটা ভালোই—পালস এখন অনেকটা সবল হয়েছে,' জানাল সে।

সবকিছু খুঁটিয়ে দেখায় ব্যস্ত এরফান। 'মাইককে এখানে মারা হয়নি, ওকে টেনে এনে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে ক্রনোই ওকে গুলি করেছে। আমার মনে হয় মেয়েটা জেদ ধরায় লাম্পি আর মাইক আসতে বাধ্য হয়েছে।'

'ওই হারামী ফোরম্যানটা যদি আশেপাশে থাকে তবে ক্রনোকে যত জলদি আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো,' মন্তব্য করল ল্যারি। 'এই হতচ্ছাড়াকে কি কবর দেবো আমরা?'

এরফান বলল, 'শকুনের প্রতি অবিচার হয়ে গেলেও কোদাল যখন হাতের কাছেই রয়েছে, কবর দেবো।'

মাইককে কবর দেয়া হলো। গাছের শক্ত ডাল আর কম্বল দিয়ে অসুস্থ লোকটার জন্য স্ট্রেচার তৈরি হলো। এরফান আর ল্যারি ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার নিল। ইয়ংকি আর ম্যালাচি অস্ত্র, খাবার আর হরিণের মাংস নিয়ে ওদের অনুসরণ করল।

নির্বিঘ্নেই গুহায় ফিরে এলো ওরা। টাইনি উৎফুল্ল হয়ে ওদের স্বাগত জানাল। তবে খাবার না ওদের দেখে সে বেশি খুশি হয়েছে

ঠিক বোঝা গেল না।

'খাবার!' চেঁচিয়ে উঠল টাইনি। 'জলদি রান্নার ব্যবস্থা করো, ইয়ংকি, এদিকে আমার পেটে-পিঠে লেগে যাওয়ার অবস্থা।'

ক্রনোকে যতটা সম্ভব আরামের বিছানা করে দিয়ে সবাই এক-সাথে খেতে বসল। আধ পাউণ্ড মাংস একবারে মুখে পুরে ইয়ংকির পিছনে লাগল টাইনি। 'চমৎকার রান্না হয়েছে, ইয়ংকি। প্র্যাকটিস বজায় রাখলে একশো বছর বয়সে তুমি প্যাডির মতো রাঁধতে পারবে।' হাসতে গিয়ে হড়কে গেল টাইনি। পিঠে থাপড় দিয়ে গলা দিয়ে খাবার নামাতে হলো।

'মুখ ভরা খাবার নিয়ে কথা বলার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে,' ম্যালাচি বলল।

'ভরা? কি বলছ, ডাক্তার, ভরা হলে আমাদের জন্যে কিছু অবশিষ্ট থাকত না,' ঠাট্টা করল ইয়ংকি।

এরপর কি করা হবে, ল্যারি সেই প্রশ্ন তোলায় জরুরী আলাপ আলোচনার দিকে কথার মোড় ঘুরল।

'আহত মানুষ নিয়ে ঘোড়া ছাড়া আমাদের হাত পা একেবারে বাঁধা হয়ে গেল,' ল্যারি বলল।

'আমাদের একজনের ডাবল বার পৌঁছতে কত সময় লাগবে?' জানতে চাইল ম্যালাচি।

'পথ-ঘাট চেনা থাকলে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে এক সপ্তাহ লাগবে।'

অনেক আলোচনা করেও প্রস্তাবটা ল্যারির কাছে ঠিক গ্রহণ-যোগ্য মনে হলো না। 'কি লাভ?' বলল সে, 'আমরা হেরে গেছি, ডাবল বারকে আর বাঁচান যাবে না। তার চেয়ে এখানেই থেকে

আহতদের একটু ভালো হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়া ভালো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ইংকি ছাড়া আর সবাই শুয়ে পড়ল। প্রথম পাহারার ভার ইংকির ওপর পড়েছে। গুহার মুখে হাঁটুর ওপর রাইফেল রেখে পাহারা দিচ্ছে ইংকি। লাম্পির মতো খুনী আশপাশে থাকলে ঝুঁকি নেয়া যায় না।

সকালে রুগী পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হলো ম্যালাচি। ক্রনোর জ্ঞান ফিরেছে, কথা বলতে পারছে।

'কে, ম্যালাচি? আমি কোথায়?' প্রশ্ন করল ক্রনো।

'আমাদের ক্যাম্পে। কিন্তু তোমার এখন কথা বলা ঠিক না। বিশ্রাম নাও।'

'আমাকে—কথা—বলতেই—হবে,' দুর্বল স্বরে বলল ক্রনো। 'অনেক কথা বলার আছে আমার। লাম্পি আমাকে গুলি করার পর কি কি ঘটেছে?'

'আশ্চর্য! তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, জানি, ওর পিস্তল ধরা হাতটা আমি দেখেছি। কিন্তু তারপরে আর কিছু মনে নেই।'

'এখন থাক, ক্রনো। তুমি আগে ভালো হয়ে ওঠো—এখনও তোমার শরীর খুব দুর্বল।'

'না জানা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। শুনলে ক্ষতি হবে না।'

পাথরের মতো অনড় শুয়ে সব কথা শুনল ক্রনো। 'তোমার বন্ধু ডাচ উইলিয়াম এখন নিরাপদে রেইনবোর পথ ধরেছে। ওর সাথে রয়েছে রোনা আর গুহায় পাওয়া পুরো টাকা,' তিক্ত স্বরে কথা শেষ করল ম্যালাচি।

এতক্ষণে র‍্যাঙ্কারের মুখের ভাব বদলাল। গর্তে ঢোকা চোখ

দুটো দিয়ে আগুন ঝরছে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'আমার—বন্ধু—ডাচ। ডাক্তার, আমাকে তোমার ভালো করে তুলতেই হবে—রেইনবো পৌঁছানর মতো সুস্থ করে তোলো আমাকে। ওই বিশ্বাসঘাতক হারামজাদা আর লাম্পিকে আমি দেখে নেব।'

'ওসব চিন্তা এখন বাদ দাও,' হেসে বলল ডাক্তার। 'এখন তুমি আগের চেয়ে অনেক ভাল। এসব কথা বলে তোমার সেরে ওঠায় ব্যাঘাত ঘটালাম কি না জানি না।'

'এখন আমি কিছুটা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারব। সবই যে আমার অজানা ছিল তা নয়। এরফান যখন তাঁবুতে পৌঁছায় তখন আমি জেগেই ছিলাম। ও কি চায় জানতাম না বলে মড়ার মতো পড়ে ছিলাম। পরে যখন লাম্পি আর মাইক পৌঁছাল তখনও একই চালাকি করলাম। লাম্পির হাতে ছিল খোলা পিস্তল। আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল সে। তারপর ঠাণ্ডা হাতটা তুলে নিয়ে আবার ছেড়ে দিলো।

'ওকে বলতে শুনলাম, "ব্যাটা মরে গেছে।"

'ওরা বাইরে গেল। মাইক আমাকে কবর দেয়ার প্রস্তাব দিলো—লাম্পি রাজি নয়। এই নিয়ে ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি হলো। একটা গুলির শব্দ শুনলাম, তারপর লাম্পি মাইকের লাশটা টেনে ভিতরে এনে ফেলে গেল।' কথা শেষ করে একটা বড় শ্বাস ফেলে চোখ বুজল ক্রনো।

তেইশ

ডাচ ভেবেছিল ক্রনোকে আনতে দুজন লোককে পাঠানোই রোনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু তা হলো না। রওনা হওয়ার কথা তুলতেই মেয়েটা বেঁকে বসল। বলল সে খুব ক্লান্ত—বিশ্রাম দরকার।

'কিন্তু তুমি তো ঘোড়ায় চড়ে যাবে,' বোঝাতে চেষ্টা করল ডাচ।

'এসব পাহাড়ী এলাকায় সেটাও সহজ কাজ নয়। তাছাড়া মামা না পৌঁছান পর্যন্ত আমি তার জন্যে অপেক্ষা করতে চাই।'

কোনোমতে নিজের রাগ চাপল উইলিয়াম। সে ভালো করেই জানে ক্রনোকে আনতে নয়, শেষ করতে গেছে ওরা। ডাচ এবার অন্য পথ ধরল। 'এতে আমাদের মূল্যবান সময়ই কেবল নষ্ট হবে, কাজের কাজ কিছু হবে না। আমাদের দ্রুত চলা দরকার, দুর্বল শরীরে ক্রনোর পক্ষে সমান তালে এগোন অসম্ভব।'

'মামা ভালো হয়ে উঠছে নিশ্চিত না জেনে আমি যেতে পারব না।'

'জানোই তো ক্রনোর কিরকম রাগ—সে যদি এসে দেখে আমরা

এখনও এখানেই বসে আছি, ভীষণ রেগে যাবে। এতে সেরে ওঠায় বরং বাধাই পড়বে।'

ক্রনোর প্রচণ্ড রাগের কথা রোনার অজানা নেই। সে জিজ্ঞেস করল 'রেইনবোতে জলদি পৌঁছানর এত তাড়া কিসের?'

'তোমার মনে নেই টাকার খোঁজ কেন এসেছিলাম? ডাবল বার আর ল্যাডার ফাইভ, দুটো র‍্যাঞ্চই ব্যাঙ্কের কাছে দেনায় ডুবে আছে। সময় মতো শোধ না করলে ব্যাঙ্ক র‍্যাঞ্চগুলো নিলাম করে দেবে। মর্টগেজের সময় শেষ।'

'বুঝলাম তাহলে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছ?'

'আরে, তোমাকে বলাই হয়নি, একদম ভুলে গেছি,' হাসল ডাচ। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। প্রশংসাটা অবশ্য তোমারই প্রাপ্য। আমার জিনের সাথে বাঁধা আছে সব—মোট সত্তর হাজার ডলারের কাছাকাছি। ওই টাকায় ল্যাডার ফাইভ তো ঋণমুক্ত হবেই, ক্রনোর ডাবল বার কেনার সাধটাও মিটবে।

'মিস্টার ডাউটি বিক্রি করতে নাও চাইতে পারে।'

'না চাইলেও তার উপায় নেই—টাকা শোধ করতে না পারলে ব্যাঙ্কই ওটা বিক্রি করবে। দুর্মুখ ছেলেটার এবার ফাটা বাঁশে লেজ ফেঁসে গেছে।'

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল রোনা। ওর যে কেন খারাপ লাগছে তা নিজেও বুঝতে পারছে না। রূঢ় ব্যবহার সত্ত্বেও ওই লাল চুলের তরুণ র‍্যাঞ্চারের ওপর তার রাগ নেই। ওকে চোখের সামনে অপদস্থ হতে বা সব হারাতে দেখলে পুলকিত হবে না সে।

'মামা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে,' বলল রোনা।

'অবশ্য এতে শুধু ক্রনোর নয়, নিজের স্বার্থও দেখছি। আমার বা

কিছু সঞ্চয় ছিল, সব ল্যাডার ফাইভে ঢেলে, র‍্যাঞ্চের এক তৃতীয়াংশ শেয়ার কিনে নিয়েছি। এখন রেইনবোতে পৌঁছতে দেরি হলে পথে বসতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল রোনা। 'চলো, তাহলে এখনই রওনা হওয়া যাক। আমি আগে বুঝিনি আমাদের ওপর এতটা দায়িত্ব রয়েছে।'

'আর্থিক সমস্যার কথা বলে তোমাকে বিব্রত করতে চাইনি বলেই এসব আগে জানাইনি। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে তোমার মধ্যে সত্যিকার বয়েড স্পিরিট আছে।'

রওনা হয়ে গেল ওরা।

রোনাকে গুহায় ফিরিয়ে আনার দু'দিন পর এরফান আর ইয়কি ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে শিকার করে ফিরছে। একটা হরিণ শিকার করেছে ইয়কি।

'এরফান, আমার মনে হচ্ছে এটাই জীবন,' উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করল ইয়কি। এরফানের নির্দেশ মতো গুলি ছুঁড়ে আজই প্রথম একটা হরিণ শিকার করেছে সে। 'আহত লোকজনের সেরে উঠতে যত দেরিই হোক আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'তুমি খুব স্বার্থপরের মতো কথা বলছ, ইয়কি,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল এরফান। ছেলেটা মুক্ত আকাশের তলায় সময় কাটানকে ভালোবাসুক, এটাই চেয়েছিল এরফান। 'তাহলে তুমি চাও, ল্যারি তার র‍্যাঞ্চ হারাক, আর ওই পাজি ঠগী লোকগুলোরই জয় হোক?'

'না! আমি না ভেবেই ওকথা বলেছি,' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করল ইয়কি।

ওর কথায় এরফানের কান নেই। কাছেই কোথাও একটা ঘোড়ার ডাক ওর কানে এসেছে। নিচু সুরে লম্বা করে একটা শিস্ দিলো সে। ঝোপের ভিতর আলোড়ন তুলে বেরিয়ে এলো ওর ঘোড়া—ব্ল্যাকি। এক মুহূর্ত এরফানের দিকে চেয়ে থেকে খুশিতে হ্রেষা ধ্বনি করে এগিয়ে এসে কোটের হাতায় নাক ঘষল। এরফান আদর করে হাল্কাভাবে ব্ল্যাকির কান টেনে দিলো।

'চলো, তোমার ছুটি শেষ। তোমার খেলার সাথীদেরও শীঘ্রি ধরে আনার ব্যবস্থা করছি।' প্রভুভক্ত কুকুরের মতো এরফানকে অনুসরণ করল ব্ল্যাকি।

ব্ল্যাকিকে ফিরে পাওয়ায় ডাবল বারের লোকজনের অবস্থা বেশ কিছুটা পালটে গেল। বিকেলের মধ্যেই আরও তিনটে ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো এরফান। ল্যারি, ইয়কি আর টাইনির ঘোড়া ওগুলো।

পরদিন সকালে ল্যারি বেসিনের অন্যধারে তন্নতন্ন করে খুঁজে আরও দুটো ঘোড়া নিয়ে ফিরল। একটা ক্রনোর টাট্টু, অন্যটা সম্ভবত মাইকের। ওটার পিঠে তখনও জিন রয়েছে। ফেরার পথে ল্যাডার ফাইভের তাঁবুতে ঢুকল সে। সব কিছুই নেয়া হয়েছে। চলে আসছে, এমন সময়ে একটা চকচকে জিনিস ওর চোখে পড়ল। হাতে তুলে দেখল ওটা একটা সোনার লকেট। ভিতরে একটা ছবি—পরিচিত চেহারা, কিন্তু একটু যেন বয়স্ক—আত্মীয় হবে, সন্দেহ নেই।

লকেটটা পকেটে ঢুকাল ল্যারি। পরে মেয়েটার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু পাঠানোর সময়ে রোনা বয়েডকে হয়ত অন্য আর একটা নামে সম্বোধন করতে হবে ভেবে ওর বুকের ভিতরটা একটু মোচড় দিয়ে উঠল।

ক্যাম্পে ফিরে রাতে খেতে বসে ওরা করে রেইনবোতে ফেরা

যায় সেটা নিয়েই আলোচনা করল। ম্যালাচির রিপোর্টের ওপর সব নির্ভর করছে।

'তুমি তো সুস্থই আছ, তাই না, লাকি?' প্রশ্ন করল ডাক্তার।

বুড়ো মাথা তুলে তাকিয়ে নড করে সম্মতি জানাল। লোকটা এখন তাদের কাউকেই চেনে না। যে কুঠারটা তার কাছে এত প্রিয় ছিল সেটায় এখন অযত্নে মরচে ধরেছে।

'হয়ত টাইনিও ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারবে,' বলল ডাক্তার। কিন্তু ওর স্বরে সন্দেহের সুর।

সাথেসাথে প্রতিবাদ করে উঠল টাইনি। 'হাঁটতে শেখার আগে আমি ঘোড়া চড়া শিখেছি। পারব না মানে? এখনও আমার একটা পা আর দুটো হাত ভালো আছে।'

'কিন্তু ক্রুনোর কি অবস্থা?' প্রশ্ন করল ল্যারি।

'চমৎকারভাবে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। রওনা হবার জন্যে ও অস্থির হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় এখানে থাকলেই বরং ওর সেরে উঠতে দেরি হবে। আমরা একেবারে অল্প দূর এগিয়ে ওকে বিশ্রাম নিতে দিলে হয়ত ম্যানেজ করা যাবে।'

'রেইনবোতে পৌঁছানর সহজ কোনো পথ নেই?' জানতে চাইল এরফান।

ল্যারি জবাব দিলো, 'হ্যাঁ আছে। আসার পথে ল্যাডার ফাইভ-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য আমরা অনেক ঘোরা পথে এসেছি।'

ঠিক হলো, ক্রুনোর অবস্থা খারাপের দিকে না গেলে পরদিন সকালেই রওনা হবে ওরা।

চব্বিশ

ল্যাডার ফাইভের ফোরম্যানের কপাল মন্দ। তার প্রতি ভাগ্যদেবী সদয় নয়। মাইককে খুন করে ডাচের পিছু নিয়েছিল সে। বেশ দ্রুতই এগোচ্ছিল—হঠাৎ পাথরের ফাঁকে পা আটকে হোঁচট খেল ঘোড়া। লাম্পি ছিটকে মাটিতে আছড়ে পড়ল। ভীষণ বেগে উঠে দাঁড়াল ফোরম্যান—লাগাম ধরে প্রচণ্ড জোরে হ্যাঁচকা টান দিলো। ঘোড়াটা ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু ওর পা ভেঙে গেছে—উঠতে পারল না। পিস্তল বের করে ঘোড়ার মাথায় গুলি করল লাম্পি।

এবার পায়ে হেঁটে এগোন ছাড়া আর উপায় নেই। চিহ্ন দেখে অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না লাম্পির। ট্র্যাক লুকানর কৌশল ডাচের মোটেও জানা নেই। ইচ্ছা করেই ওকে ঘোরা পথের নির্দেশ দিয়েছিল লাম্পি—কিন্তু তাতেই অতি চালাকের গলায় দড়ি হয়েছে। পায়ে হেঁটে অনেক পথ চলতে হবে।

চারদিন পার হয়ে গেল। দুপুরের দিকে ট্র্যাক হারিয়ে ফেলল লাম্পি। সোজা পথে রেইনবোতে পৌঁছে ওখানেই ডাচের সাথে বোঝাপড়া করার সিদ্ধান্ত নিল সে। খাওয়া সেরে কম্বল আর রাইফেল তুলে নিয়ে রওনা হলো।

বিকেল হয়ে এলো—নিচে রেইনবো ক্যানিয়ন। নামতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল লাম্পি। বাঁক নিয়ে একটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে। ঝোপের আড়ালে লুকাল ফোরম্যান। ঘোড়ার পিঠে ল্যারি। ওর পিছনে একেএকে টাইনি, লাকি, ইয়র্কিকে দেখা গেল। একটু পরে ম্যালাচি—ওর সাথে আরও একজন।

'ক্রনো বয়েড।' ফিসফিস করে সভয়ে উচ্চারণ করল লাম্পি—যেন ওরা এক হাজার গজ দূর থেকেও শুনে না ফেলে। ওকে মৃত মনে করে তাঁবুতে ছেড়ে এসেছিল। লাম্পির মাইককে হত্যা করার কথা ক্রনো জানে। নিজের ব্যাপারটাও হয়ত জানে। সব ওলট-পালট হয়ে গেল। রেইনবোতে এসব কথা জানাজানি হলে লাম্পিকে ওরা ফাঁসিতে ঝোলাবে। এত ঝুঁকি নেয়া চলবে না—যেভাবেই হোক ক্রনোকে তার সরাতে হবে।

রাইফেল হাতে ক্যানিয়নের ভিতর কিছুটা নেমে পজিশন নিল লাম্পি। ভুল করলে চলবে না—নিশানা অব্যর্থ হতে হবে। ক্যানিয়নের ভিতর একটা জায়গায় পথটা অস্বাভাবিক সরু হয়ে এসেছে। ওখান দিয়ে ওদের এক এক করে পার হতে হবে। ক্রনোকে সবার শেষে পার হতে দেখে খুশি হয়ে উঠল লাম্পি। এটাই সে মনেমনে চেয়েছিল কুঁজো হয়ে বসে সাবধানে রাইফেল তাক করে ট্রিগার টেনে দিলো। রাইফেলের ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে র‍্যাঙ্কারকে ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়তে দেখল সে। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ঘোড়াটা লাফিয়ে আগে বাড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে লাম্পি বলল, 'কিস্‌সা খতম।'

কথাটা বলেও শেষ করতে পারেনি, তার মাথার উপরে ক্যানিয়নে ধার থেকে পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো। প্রথমটা লাম্পির

কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল—দ্বিতীয়টা রাইফেলের পিছনে লেগে ওটাকে অকেজো করে দিলো। রাইফেল ফেলে দিয়ে মুখ তুলে দেখল একটা কালো ঘোড়া ওর দিকেই ছুটে আসছে। রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে আরোহী তার দিকে গুলি ছুঁড়ছে।

এদিকে কিছু শিকার পাওয়া যায় কি না দেখতে এসেছিল এরফান। লাম্পি যখন গুলি ছোঁড়ে তখনই মাত্র ওই এলাকায় পৌঁছেছে সে।

শিউরে উঠল ফোরম্যান। লোকটা নির্মমভাবে পিটিয়েছিল বলে ওকে ঘৃণা করলেও সেই সাথে ভয়ও করে সে। সাফল্য প্রায় হাতের মুঠোয় এসেও ছুটে যেতে চলেছে। একটা কিছু করা দরকার—কিন্তু ঝোপের ভিতর দিয়ে পালানোর চেষ্টা বৃথা। ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষেই মারা পড়বে। এখনও বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে এরফান। চট করে চারপাশে চেয়ে বাঁচার একটাই পথ দেখতে পেল লাম্পি। কোনোমতে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল বেয়ে খানিকটা উঠে ওপরের স্তরে পৌঁছে গেল সে। ঘোড়া নিয়ে এরফান ওখানে উঠতে পারবে না। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের জন্যে উপর থেকেও তাকে গুলি করতে পারবে না কেউ। কিছুটা নিরাপদ হয়েছে সে। এখন আর এরফানের বাড়তি কোনো সুবিধা রইল না। লাম্পিকে ধরতে হলে তাকে ঘোড়া রেখে পাহাড়ে উঠতে হবে।

পুরো ঘটনাটাই অত্যন্ত দ্রুত ঘটেছে। আরও কিছুটা সরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে লাম্পি দেখল এতক্ষণে ওরা ধরাধরি করে র‍্যাঙ্কারকে নিচে নামাচ্ছে। ক্যানিয়নের দেয়ালে একটা গুলি লাগায় বুঝল তার অবস্থান নিচে থেকে দেখে ফেলেছে ওরা। এতে এরফানও জেনে গেছে সে কোথায় আছে। পিস্তল বের করল লাম্পি। ভাবছে, এর-

ফান যদি তাকে অনুসরণ করে, তবে গুলি করে ওকে শেষ করে কালো ঘোড়াটা নিয়ে পালাবে।

কিন্তু পিস্তলে এরফানের দক্ষতার কথা তার অজানা নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। পিস্তলটা বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে একটা বড় পাথর তুলে নিল। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যেন পাথরটা না দেখা যায়। উপরে পাথরের ওপর বুটের ঘষা খাওয়ার শব্দে বুঝল এরফান নেমে আসছে। একটু পরেই লাম্পির দিকে তাক করা একটা পিস্তলের পিছনে এরফানকে দেখা গেল।

'গুলি করো না!' অসহায় ভাবে চিৎকার করে উঠল লাম্পি। 'আমি হার মানছি।'

'তোমার পিস্তলটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে হাত তুলে দাঁড়াও,' কঠিন স্বরে আদেশ দিলো এরফান।

নির্দেশ মেনে কেবল বাম হাত উপরে তুলল লাম্পি। 'অন্য হাত ওঠাতে পারছি না—পা ভেঙে ঘোড়া আছাড় খাওয়ায় আমার কলার-বোন ভেঙে গেছে। ঘোড়াটাকে শেষে গুলি করে মারতে হয়েছে।'

লোকটার সাথে ঘোড়া নেই—এসব ভাঙাচোরা অঞ্চলে অমন ঘটনা বিরল নয়। তবু ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না এরফানের। একটু এগিয়ে মাটি থেকে পিস্তলটা তুলে নেয়ার জন্যে ঝুঁকল। মুহূর্তে বিদ্যুত গতিতে ডান হাত তুলে প্রচণ্ড বেগে পাথরটা ছুঁড়ে মারল লাম্পি। দেরি হয়ে গেছে—নড়াচড়া লক্ষ্য করে সোজা হলো এরফান। পাথরটা মাথায় না লেগে ওর বুকে এসে লাগল। পিছিল ঢালের ওপর পা ফস্কে খাদের ভিতর অদৃশ্য হলো সে।

লাম্পির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। দূরের দর্শকদের ক্রুদ্ধ চিৎকার ওর কানে এলো। কিন্তু গুলি করল না ওরা। এতে অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের পিস্তলটা সংগ্রহ করল সে। সন্তর্পণে খাদের কিনারায় এসে উঁকি দিলো। যা দেখল তাতে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল—বিশ ফুট নিচে একটা ছোট মেসকাইট গাছ ধরে ঝুলছে এরফান। পাথরের ভাঁজে জন্মেছে গাছটা। অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে আড়ষ্ট হয়ে গেছে লাম্পি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শেষ আঘাত হানার জন্যে তৈরি হলো। পিস্তলের নলটা দেখতে পেল এরফান। মরতে যখন হবেই—মেরেই মরবে ঠিক করল।

কোমরের বাম দিকে ঝোলান পিস্তলটা এখনও খাপে রয়েছে। ডান হাতে ঝুলে থেকে পিস্তল বের করে লাম্পির মুখ লক্ষ্য করে গুলি চালাল এরফান। লাম্পিও একই সাথে গুলি করেছে। গুলিটা মুখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বাতাসের ধাক্কা গালের ওপর টের পেল। পর মুহূর্তেই লাম্পির দেহটা ওর পাশ দিয়ে নিচে নেমে যেতে দেখল। গুলি করার সময়ে ধাক্কায় গাছের শিকড়টা আলগা হয়ে আসছে। এরফানের ভার আর রাখতে পারছে না। নিচের দিকে চেয়ে দেখল অল্প একটু নিচে একই লাইনে আর একটা গাছ রয়েছে। পড়ার সময়ে যদি ওটা ধরে ফেলতে পারে...অনেক নিচে কাদা-মাটি রঙের নদীটা চোখা দাঁতের মতো পাথরের ওপর পড়ে তোলপাড় করে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিস্ময়ে প্রায় উপড়ে আসা গাছটা ছেড়ে দিলো এরফান। ওর কানের পাশ দিয়ে শিস তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। নিচের গাছে বাড়ি খেয়ে ওটার ডাল ধরে ফেলল সে। গাছটা ওর ওজনের ধাক্কা সামলে নিয়েছে। হাত দুটো ব্যথায় ধরে আসছে—মনে হচ্ছে

বুঝি টানের চোটে হাত ছুটো কাঁধ থেকে ছুটে যাবে। সাহায্যের অপেক্ষায় শূন্যে ঝুলছে ও। পরে জেনেছে দ্বিতীয়বার ঝাঁপ দেয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই ইয়ুকি, ল্যারি আর ল্যাকি ক্লিফের মাথায় পৌঁছে গিয়েছিল। মাথা গলে ল্যারিয়েটের ফাঁসটা ঢোকায় এরফান ওদের উপস্থিতি টের পেল। অবসন্ন হাত ছুটো ফাঁসের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো। টেনে উঠানর সময় দু'এক জায়গায় ছিলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয়নি ওর।

'নিশ্চয়, সুস্থ আছি আমি' ইয়ুকির উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে জানাল এরফান। 'ইন্ডিয়ানরা মেসকাইট গাছকে অনেক দাম দেয়—ওদের সাথে আমিও একমত। ল্যাম্পি কি ক্রনোকে মেরে ফেলেছে ?'

'না' ক্রনো বেশি পরিশ্রমে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়তেই গুলি চলেছে। ঘোড়ায় চড়ে এতদূর পথ চলতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা,' বলল ল্যারি। 'আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে বুঝি হারালাম—কি হয়েছিল ?'

'আমাকে বোকা বানিয়েছে ব্যাটা,' স্বীকার করল এরফান। তার-পর সব ঘটনা বলল।

সঙ্গীদের কাছে ফিরে দেখল ক্রনো ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। দেরি হচ্ছে দেখে বিরক্ত হচ্ছে। এরফানকে দেখে মুখ বাঁকাল সে। 'তুমি তাহলে ল্যাম্পিকে শেষ করে দিয়েছ ? কাজটা আমিই নিজের হাতে করতে চেয়েছিলাম—তাই ধন্যবাদ জানাতে পারছি না।'

'তোমার ধন্যবাদ কে চেয়েছে ?' বলে ঘোড়া নিয়ে এগোল এর-ফান।

'খোদার কসম,' খেপে উঠল টাইনি। 'পরেরবার কেউ তোমাকে

গুলি করার চেষ্টা করলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এরফান। সেটাই ভালো হবে।'

বুঝতে না পেরে ক্রনো প্রশ্ন করল। টাইনি ঘটনা খুলে বলল।

আবার প্রশ্ন এলো। 'এরফানই তো আরও ছুজন লোক নিয়ে খামোকা একবার ল্যাম্পিকে পিটিয়েছিল ?'

'এরফান একাই ওকে মেরেছিল ইয়ুকির সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্যে। দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ইয়ুকিকে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ফেলে ওর রাইফেল কেড়ে নিয়েছিল ল্যাম্পি। তারপর ওর ঘোড়াটাকে গুলি করে হত্যা করে রাতের বেলা পায়ে হেঁটে বেণ্ডের দিকে যেতে বাধ্য করেছিল—এগুলোকে বলছ বিনা কারণে ?'

'এসব সত্যি ?'

বিশাল কাউবয়ের মুখটা গম্ভীর হলো। 'আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে হলে ভালো হয়ে উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

টাইনির হুমকি উপেক্ষা করে র‍্যাঞ্চার প্রশ্ন করল, 'এরফানকে কয়দিন হয় চেনো তুমি ?'

'তোমাকে অনেক আগে থেকে চিনলেও ওকে তোমার চেয়ে বেশি পছন্দ করি।'

ওখানেই কথা শেষ হলো।

আরও ছুদিন পথ চলার পর ওরা রেইনবোর এক মাইলের ভিতর পৌঁছল। একটা জায়গা বেছে নিয়ে ওখানেই রাতের জন্যে ক্যাম্প করল ওরা।

'এরপর কি করা হবে ঠিক করার আগে রেইনবোতে গিয়ে বিল উইলমোর সাথে আমি একটু আলাপ করে আসতে চাই,' বলল ল্যারি। 'পারলারে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে কেউ যেন আমাকে

দেখে না ফেলে সেদিকে নজর রাখব আমি।'

রেইনবো থেকে ফিরে উত্তেজিত স্বরে ল্যারি জানাল, 'আমরা সময় মতোই পৌঁছেছি। আগামীকাল সকাল এগারটায় শেপার্ড র‍্যাঞ্চ দুটো নিলাম করার ব্যবস্থা নিয়েছে। আশপাশের সব র‍্যাঞ্চারকেই খবর দেয়া হয়েছে। আগামীকালই আমার মর্টগেজ শেষ হবার তারিখ।'

'আমারও,' বলল ক্রনো।

'যাক, ওকে চমকে দেবো আমরা। বিলের সাথে আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি, পিছনের দরজা দিয়ে পার্লারে ঢুকে আমরা বারের পাশের ঘরটায় অপেক্ষা করব—ডাচের কি বলার আছে সব শোনার পরে আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।'

সবাই একমত হলো। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কেবল প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছায় অসুস্থ হয়েও টিকে রয়েছে ক্রনো। সে জানতে চাইল, 'উইলিয়াম বা রোনাকে কেউ দেখেছে? ওরা কোথায়?'

'না, কেউ দেখেনি। তবে আমার বিশ্বাস ওরা সোজা তোমার র‍্যাঞ্চেই ফিরেছে।'

ল্যারির ধারণাই ঠিক। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই ওরা পৌঁছেছে। রেইনবোতে দেখা দিতে রাজি হয়নি রোনা। বহুবার পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখা দেয়ার মতো চেহারা ওদের ছিল না।

'আমরা সময় মতোই এসে পৌঁছেছি। আগামীকালই র‍্যাঞ্চ নিলামে উঠবে বলে চিঠি দিয়েছে শেপার্ড। আমরা ওখানে উপস্থিত হয়ে ওকে চমকে দেবো।'

'আমরা? আমার ওখানে উপস্থিত থাকার কি দরকার?' প্রশ্ন করল রোনা।

'তোমার থাকাটা একান্ত প্রয়োজন, কারণ ক্রনোর অবর্তমানে তুমিই র‍্যাঞ্চের মালিক।'

'আমাদের কি করতে হবে?'

'ল্যাডার ফাইভকে ঋণ মুক্ত করে ডাবল বার কিনে নিতে হবে। দুটো মিলে একটা চমৎকার র‍্যাঞ্চ হবে—তোমার আর আমার। ওই লাল চুলের শুয়োরটাকে মাটিতে মিশিয়ে দেবো আমি।' বিষ ঝরল ডাচের কণ্ঠে।

'মিস্টার ডাউটির সর্বনাশ আমি দেখতে চাই না,' জোর দিয়ে বলল রোনা।

এবার সত্যিই অবাক হলো ডাচ। 'তোমার পরিবারের চিরশত্রুর ওপর হঠাৎ এই দয়া?'

'অন্তত একবার সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে,' মনে করিয়ে দিলো রোনা।

কাঁধ ঝাঁকাল ডাচ। 'আমার মনে হয় না গরুগুলো তোমার কোনো ক্ষতি করত। 'যাক, ডাউটিকে না হয় ডাবল বারের ফোরম্যান করে দেয়া যাবে।'

'এতে তাকে আরও বেশি ছোট করা হবে।'

মেয়েটার একগুঁয়েমিতে খেপে উঠল ডাচ। 'না, ওর রেইনবোতে থাকাই চলবে না—গোলমাল পাকাবে। ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা আমি করব।'

রোনার চোখে ঝড়ের পূর্বাভাস। 'অর্থাৎ তুমি আর কাউকে দিয়ে কাজটা করাবে নিশ্চয়,' তিক্ত স্বরে বলল সে। 'এই ঘৃণা আর দাঙ্গায় আমার মন বিষিয়ে গেছে। এতে আমি কিছুতেই অংশ নেব না।'

রাগের মাথায় নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে

বাইরের সুন্দর শান্ত দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইল। কিছু একটা হয়েছে ওর; যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। এখনও ডাচকে সম্মতি দেয়নি সে—এখন বুঝতে পারছে ওর সাথে বিয়েতে কিছুতেই আর রাজি হতে পারবে না।

রোনার রাগ দেখে ডাচ মোটেও চিন্তিত নয়। ওকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারবে সে। পুরো ব্যাপারটাই এখন তার হাতের মুঠোয়। টাকাটা তার কাছেই রয়েছে, ক্রনোও যে মারা গেছে এতে তার কোনো সন্দেহ নেই। তবে লাম্পি আর মাইকের দেখা না পেয়ে একটু চিন্তা হচ্ছে। একবারে দু'দুটো ব্যাঙ্কের মালিক হতে চলেছে। তৈরি হবার জন্যে ক্রনোর অফিসে ঢুকল সে।

পঁচিশ

ডাবল বারের লোকজন সকালে উঠে লাকিকে কোথাও দেখতে পেল না। কেউ ওকে যেতে দেখেনি। ওর ঘোড়াটাও ক্যাম্পেই রয়েছে।

'হয়ত আবার বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে,' মন্তব্য করল ল্যারি। 'ওখানেই থাকতে পছন্দ করে লোকটা।'

সকালের নাস্তার পরে সবাই ক্ষুর নিয়ে বসল। শেভ করে যতটা সম্ভব ফিটফাট হওয়ার চেষ্টা। 'হেরে গেছি বলে চেহারায় সেটা

প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখি না,' বলল ম্যালাচি।

সাড়ে দশটার মধ্যেই পিছনের দরজা দিয়ে পারলারে ঢুকল ওরা। নাচের জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়েছে—রেইনবোর সব লোকই জড় হয়েছে ওখানে। দূরের র‍্যাঞ্চগুলো থেকে কিছু অপরিচিত লোকও এসেছে। আরও দু'একজন রয়েছে যাদের পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা পশ্চিমের লোক নয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিরস মুখে দাঁড়িয়ে আছে মার্ভিন। ওর সাথে ডাবল বারের আর সবাইকেও দেখা যাচ্ছে।

পিয়ানোটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে কয়েকটা চেয়ার পাতা হয়েছে। ওখানে বসেছে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার। পাশেই তার মেয়ে মলি। ঠিক এগারটায় উঠে দাঁড়াল শেপার্ড। অল্প কয়েক কথায় মিটিঙের কারণ ব্যাখ্যা করে বলল, 'কেউ কেউ হয়ত ভাবছে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এটা একটা অমানবিক কাজ হচ্ছে—কিন্তু ব্যবসা ব্যবসাই—টাকা পয়সার ব্যাপারে সব সময়ে দয়া দাক্ষিণ্য দেখান চলে না।'

গুঞ্জন থামার অপেক্ষায় একটু চুপ করে থেকে সে আবার মুখ খুলতে যাবে, এই সময়ে দরজার কাছে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি হলো। ডাচ আর রোনা ভিতরে ঢুকল। প্ল্যাটফরম থেকে নেমে শেপার্ড ওদের স্বাগত জানাতে এগোল।

'তোমাদের দেখে খুব খুশি হলাম। র‍্যাঞ্চে খোঁজ করে তোমাদের কাউকে পাইনি আমি। মিস্টার বয়েড সুস্থ আছেন আশা করি?'

ম্যানেজারকে পাশে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে নিচু গলায় ওর সাথে আলাপ করল ডাচ। অত্যন্ত বিনীত ভাব শেপার্ডের। 'নিশ্চয়, বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে এটা তুমি বুঝবে যে এছাড়া আমার

কোনো উপায় ছিল না। আমার হেড অফিস –'

কথার মাঝখানেই ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলো ডাচ। তারপর রোনার পাশাপাশি প্লাটফর্মে উঠে বগলের তলা থেকে থলেটা টেবিলের ওপর রাখল। আবার কথা শুরু করল ম্যানেজার।

'ল্যাডার ফাইভের পক্ষ থেকে ডাচ উইলিয়াম ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করার জন্যে টাকা নিয়ে এসেছে – ডাবল বারের পক্ষের কেউ উপস্থিত আছে এখানে?'

'হ্যাঁ, আমি,' মার্ভিন জবাব দিলো। 'আর আমি এটাও জানাতে চাই যে ল্যারির অনুপস্থিতিতে তার র‍্যাঞ্চ নিলাম করা খুবই অবিচার হচ্ছে।'

স্পষ্ট কথায় উপস্থিত সবাইকে প্রচণ্ড হাততালি দিতে দেখে অপ্রস্তুত হলো শেপার্ড। 'তুমি কি মর্টগেজের ঋণ শোধ করার জন্যে টাকা এনেছ?'

'তুমি ভালো করেই জানো টাকা আনতে পারিনি আমি,' জবাব দিলো ফোরম্যান। 'ল্যারি টাকা আনতে গেছে, যেকোনো সময়ে এসে হাজির হতে পারে ও।'

রোনা বয়েড উঠে দাঁড়াল। 'মিস্টার শেপার্ড, ল্যাডার ফাইভ ডাবল বারের টাকাটা ধার হিসেবে শোধ দেবে।'

রাগে ভীষণ হয়ে উঠল ডাচের চেহারা। মেয়েটার হাত ধরে জোর করে ওকে বসিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বোকামি করো না, রোনা।' তারপর ব্যাঙ্কারের দিকে ফিরে বলল, 'ল্যাডার ফাইভ সেরকম কিছুই করবে না। ওর মন নরম বলেই ওকথা বলেছে। ওদের দেনা কত?'

'চল্লিশ হাজার ডলার।'

'কেউ যদি বেশি দিতে রাজি না হয় তবে ওই দামেই ডাবল বার আমি কিনলাম।'

আর কোনো প্রস্তাব এলো না। ব্যাঙ্কের টাকা মার যায়নি এতেই শেপার্ড খুশি। মিটিঙের শেষ যে ঘোষণা করার জন্যে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু ডাচ ফিসফিস করে ওকে কি যেন বলল।

'মিস্টার উইলিয়াম এবারে তোমাদের কিছু বলবে,' জানাল ব্যাঙ্কার

বিশাল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডাচ। চমৎকার স্মার্ট দেখাচ্ছে ওকে। ভণিতা না করে সোজা কাজের কথায় এলো সে।

'রুনো বয়েড কেন আজ এখানে অনুপস্থিত সেকথাই বলতে চাই আমি। সে এক বিরাট গল্প। তোমরা সবাই রেড রুফের গুপ্তধনের কথা শুনেছ—কয়েক সপ্তাহ আগে রুনো তার ভাগনী আর আমি ল্যাডার ফাইভের কিছু লোক নিয়ে ওই টাকার খোঁজে বেরোই।' কেউ একজন দর্শক মুখ দিয়ে অসম্মানজনক শব্দ করল। 'হ্যাঁ, আমি জানি আগেও অনেকেই চেষ্টা করে পায়নি কিন্তু আমরা সফল হয়েছি। সামনেই রাখা রয়েছে ওটা –' আঙুল দিয়ে টেবিলে রাখা ব্যাগটা দেখাল ডাচ – 'ওতে প্রায় সত্তর হাজার ডলার রয়েছে।'

এবার আর কেউ শব্দ করল না। সবার চোখ ওই থলেটার ওপর। ওরা যে কেউ ওটা পেতে পারত।

'কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাবল বারের গুণ্ডারা –'

'মুখ সামলে কথা বলো ডাচ,' আপত্তি জানাল মার্ভিন। ডাবল বারের আর সবাই ওর সাথে সুর মেলাল।

'ওরাও ওই টাকার খোঁজ করছিল,' বলে চলল ডাচ। 'ওরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, কিন্তু ওদের আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি।

আমাদের দুজন লোক, র‍্যাট আর রিস এতে মারা পড়ে, ক্রনোও এতে মারাত্মকভাবে আহত হয় – ওকে আমাদের লাম্পি আর মাইকের হাতে ছেড়ে আসতে হয়েছে। আজকের মধ্যেই এখানে পৌঁছান খুব জরুরী বলে মিস বয়েড আর আমি আগেই চলে এসেছি। অবশ্য পথে আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গী পেয়ে সময়টা আমার ভালোই কেটেছে।'

এই তোষামোদে রোনার চেহারায় কোনো পরিবর্তন এলো না। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে এটা লক্ষ্য করল না ডাচ।

'হয়ত তোমরা জেনে সুখী হবে যে আমি ল্যাডার ফাইভের এক-তৃতীয়াংশের মালিক। যদি ক্রনো সুস্থ হয়ে না ওঠে তবে বাকি দুই-তৃতীয়াংশের মালিক হবে রোনা বয়েড। তোমরা শুনে আরও সুখী হবে যে রোনা বয়েড আমাকে বিয়ে করায় তার সম্মতি জানিয়েছে।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে আশা করে দর্শকরা নিরাশ হলো। মেয়েটা লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'মিথ্যে কথা। ওর বাকি কথার মতে এটাও মিথ্যে। পৃথিবীতে কোনোকিছুর লোভেই আমি ওর মতো একজন ঠগীকে বিয়ে করতে রাজি হব না। রিস দুর্ঘটনায় মারা পড়েছে। র‍্যাট মরেছে লাম্পির গুলিতে। আমার মামা—'

'নিজের কথা নিজে বলার জন্যে সে হাজির,' দুর্বল হলেও স্পষ্ট গলায় বলল ক্রনো।

প্লাটফরমের কাছে একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বয়েড। ওর পিছনে ল্যারি, ডাক্তার, টাইনি, এরফান আর ইয়কিও ঢুকেছে। ডাচ উইলিয়ামের চেহারা দ্রুত বদলে রাগ থেকে খুশিতে পরিণত হলো। সে-ই সবার আগে র‍্যাঙ্কারের পাশে পৌঁছল।

'আরে, ক্রনো। তাহলে ওরা দুজন শেষ পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে

আসতে পেরেছে? খুব খুশি হয়েছি আমি। টান দিয়ে একটা চেয়ার নামিয়ে আনল ডাচ। 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, ডাবল বার এখন আমাদের—সব বুঝিয়ে বলছি আমি।'

ক্রনো কোনো কথা বলল না। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে সেলুনে উপস্থিত সবার দিকে চাইল, তারপর আঙুল তুলে ডাচের দিকে দেখাল।

'ওই লোকটা একটা মিথ্যুক এবং জোচ্চর। পাহাড়ে যা ঘটেছে, তার যে গল্প সে শুনিয়েছে, তা ডাহা মিথ্যে। আমরাই ডাবল বারের লোকদের আক্রমণ করেছিলাম—আর আমাকে গুলি করেছিল আমারই ফোরম্যান, লাম্পি। টাকা খুঁজে পাওয়ার পর ওই ভোঁদড়টা আমাকে একা মরণের মুখে ফেলে টাকা নিয়ে সরে পড়ে। পরে লাম্পি আর মাইক আমাকে শেষ করার জন্যে ফিরে আসে। ভেবেছিল আমি আগেই মারা গেছি—নিজেদের মধ্যে ওদের কথাবার্তা আমি শুনেছি। আমাকে কবর দেয়া নিয়ে ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। মাইককে গুলি করে মেরে তাঁবুর ভিতর টেনে এনে আমার হাতের কাছে একটা পিস্তল রেখে যায় লাম্পি। কেউ দেখে ফেললে মনে করবে বুঝি আমিই ওকে গুলি করেছি। ডাবল বারের লোকজন আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে। পথে লাম্পি আবার আমাকে মারার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এরফান ওকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে।'

জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে ক্রনো এতক্ষণ নির্বিকারভাবে ওর কথা শুনছিল ডাচ। এবার সে ডাক্তারের উদ্দেশে বলে উঠল, 'লোকটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। জ্বরের ঘোরে ওর মাথায় বিকৃতি ঘটেছে।'

'না,' তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলো ম্যালাচি। 'মানসিকভাবে সে

তোমার চেয়ে সুস্থ।'

আবার মুখ খুলল ক্রনো। 'আর একটা কথা, আমার ব্যাংক এই ব্যাঙ্কেরটার কোনো শেয়ার নেই। যে উইলের কথা সে বলেছে সেটাও মিথ্যা।'

ঝট করে ঘুরে ক্রনোর মুখোমুখি দাঁড়াল ডাচ। 'তোমার তাহলে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে—অ্যাঁ? দলিলটা পাহাড়ে যাবার কয়েকদিন আগেই তুমি আমাকে দিয়েছিলে—সাক্ষী ছিল রিস আর র‍্যাট।'

'হ্যাঁ, তোমার খুব সুবিধা হয়েছে—ওরা দুজনেই মৃত,' বলল র‍্যাঙ্কার।

'কিন্তু আমার দাবি আমি ছাড়ছি না, র‍্যাঞ্চ এবং এই টাকারও এক-তৃতীয়াংশ আমার,' টাকার থলেটার ওপর বাড়ি দিয়ে বলল ডাচ।

'ওটা আমার,' শান্ত স্বরে বলল ল্যারি। 'আমরা ওই জায়গায় ক্যাম্প করে বসেছিলাম, এই সময়ে প্যাডার ফাইভের লোকজন আমাদের ওপর হামলা চালায়। তাছাড়া ওই টাকা আমার কাকা ওখানে রেখেছিল, সুতরাং—'

'ওটা আমার!' পিছন থেকে একজন জোর গলায় ঘোষণা করল।

সবার চোখ গিয়ে পড়ল বক্তার ওপর। এতক্ষণ লোকটা একপাশে বুকের ভিতর মাথা গুঁজে বসে ছিল। কথাবার্তায় তার মন আছে বলেও মনে হয়নি। এবার উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা পিছনে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'আমাকে চিনতে পারো, ক্রনো?'

অবাক চোখে চেয়ে আছে ক্রনো। ঘরের প্রত্যেকটা লোক অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে ওর দিকে। দাড়ি না থাকলেও দাড়ির

শুকনো চেহারাটা চিনতে পারছে ওরা। কিন্তু এখন আর দাড়ির মধ্যে আধ-পাগলা ভেঁাতা ভাবটা নেই।

পুরো এক মিনিট পর জবাব এলো। 'ঈশ্বর! রুফাস ডাউটি!'

'হ্যাঁ, রুফাস ডাউটি, যাকে তুমি রেইনবো ছাড়তে বাধ্য করেছিলে।'

'আমার বাবাকে মেরেছিলে তুমি।'

'তা ঠিক, তবে সে আমার বাবাকে আড়াল থেকে গুলি করে মেরেছিল,' সতেজ গলায় জবাব দিলো রুফ। 'মারা যাওয়ার রাতে তোমার বাবার সাথে আমার দেখা হয়—সে আমাকে পিস্তল যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে আমি ওকে হারিয়ে দিই। পিস্তল বের করে গুলি ছোঁড়ার আগেই সে মারা পড়ে। কিন্তু কোনো সাক্ষী ছিল না তাই বাধ্য হয়ে আমাকে অদৃশ্য হতে হলো। একটা দুর্ধর্ষ দলের সাথে যোগ দিয়ে অনেক টাকা কামাই আমি। ভাইকে ওগুলো চিঠি লেখার পর আমার মাথায় একটা গাছ পড়ায় আমি স্মৃতি হারিয়ে ফেলি। ডেভ ডাউটিকেও আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু সে জানত এবং আমার সব রকম যত্ন নিয়েছে। সে আমাকে প্রথম চিঠিটা দেখিয়েছিল, কিন্তু আমি কিছুই মনে করতে পারিনি। দ্বিতীয় চিঠিটা ওর কাছে পৌঁছায়নি।' চোখ ফিরিয়ে শেরিফের দিকে তাকাল রুফ। শেপার্ডের পাশাপাশি বসে আছে চাপম্যান। 'কেন পায়নি সেটা চ্যাপের সব থেকে ভালো জানা আছে।'

আফসার কুঁকড়ে জামার ভিতর ঢুকে যেতে চাইছে। ওই চোখে বিপদ সঙ্কেত দেখতে পেয়েছে সে। 'আমি যখন ওকে দেখতে পাই তার আগেই সে মারা গেছে,' কাঁপা স্বরে জানাল শেরিফ। 'আমি শুধু—'

'চিঠিটা চুরি করে তোমার ওই টিন ব্যাজের বিনিময়ে ক্রনোর কাছে

বিক্রি করেছিলে,' কথাটা শেষ করল বুড়ো। 'আমার ভাইকে কে খুন করেছে?'

শিউরে উঠল চ্যাপম্যান। 'আমি—আমি জানি না।'

এরফান এগিয়ে এলো। 'ক্রনো, তোমার জিনে যে পয়েন্ট থ্রি-এইট রাইফেলটা ছিল, ওটা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

দ্বিধা না করেই জবাব দিলো র‍্যাঙ্কার। 'ওটা পাহাড়ে যাবার আগে লাম্পি আমাকে দিয়েছিল। আমার রাইফেলটা নষ্ট ছিল।'

শেরিফের দিকে চাইল এরফান। 'এবং তুমিই ওটা লাম্পিকে দিয়েছিলে। মিথ্যা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই—ওটার বাঁটে ছুরি দিয়ে কেটে "স্লাটার" নামটা লেখা আছে। ডাবল বারের স্লাটার মারা যাওয়ার পর ওর জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিলে দেনা শোধের অছিলায়। ডেভ ডাউটি থার্টি এইটের গুলিতে মারা পড়েছে। গুলির খোলের পাশে কিছু পাইপের তামাকও পাওয়া গেছে। তোমার পাইপ খাওয়ার অভ্যাস আছে না, ক্রনো? ইচ্ছা করেই তোমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিল লাম্পি। কে খুন করেছে সেটা শেরিফ জানত বলেই বুলেটটা ওজন করার ইচ্ছা ওর ছিল না।

'আমি জানতাম না,' প্রতিবাদ করল চ্যাপম্যান। 'লাম্পির কথা আমার মাথাতেই আসেনি। আমি ভেবেছিলাম—' ল্যাডার ফাইভের কর্তার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল শেরিফ।

ক্রনো আড়ষ্ট হলো। উত্তেজিত হয়ে মুঠো পাকাল সে। 'হারাম-জাদা, তুমি আমাকে সন্দেহ করেছিলে? কসম বলছি, আমার শক্তি থাকলে—'

কিন্তু চ্যাপম্যানের রেহাই নেই। দুই লাফে এগিয়ে গিয়ে ল্যারি ওর কলার চেপে ধরেছে। বুক পকেটের ওপর থেকে শেরিফের

আবার এরফান

টিনের ব্যাজটা ছিঁড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ওর দাঁত নড়িয়ে দিয়ে আছড়ে মাটিতে ফেলল।

'তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার আগেই এখান থেকে পালাও। একঘণ্টার মধ্যে রেইনবো ছেড়ে না গেলে তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাব,' হুমকি দিলো ল্যারি।

ল্যারি যে করবেও তাই এতে চ্যাপম্যানের মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি মেঝে থেকে উঠে দরজার দিকে এগোল সে। সবাই খুশি। দরজা দিয়ে বেরোবারপথে কয়েকটা চাঁটি পড়ল ওর মাথায়।

'ডেভ ডাউটিকে খুন করার অভিযোগ থেকে তুমি রেহাই পেলে, ক্রনো,' বলল রুক্লাস। একটা ব্যাপারে তোমার লোকজনের কাছে আমি ঋণী—ওরা মাথায় আঘাত করায় আমি আমার স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। তবে এটা না জানানর কারণ ছিল। তোমাকে বোকা বানানর জন্যে আমি দুঃখিত, ম্যালাচি।'

'তুমি বোকা বানাওনি—আমি ছিলামই তাই,' হেসে বলল ডাক্তার। 'কিন্তু এখন আর বোকা নেই।' ওর চোখ মলির ওপর গিয়ে পড়ল।

ব্যাঙ্কারকে সম্বোধন করল রুক। 'আমার টাকা আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না শেপার্ড। ক্রনোর দিকে চাইল সে। 'ওর টাকা ওকে দিয়ে দাও!' ধমকে উঠল র‍্যাঙ্কার।

শেপার্ডকে দুহাতে বেশ কষ্ট করে ব্যাগটা ওঠাতে হলো, কিন্তু রুক এক হাতেই অনায়াসে ওটা গ্রহণ করল। 'এখন তোমাকে আর একটা খবর আমি দিচ্ছি, ডাবল বার্‌ট'ও আমার—ডেভ ছিল আমার

আবার এরফান

ম্যানেজার। আমার ব্যাঙ্ক বন্ধক দিয়ে টাকা ধার নেয়ার অধিকার ওর ছিল না। সুতরাং তোমার মর্টগেজের এক পয়সা দামও নেই।' শেপার্ডের মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'কিন্তু আমি তোমার পদ্ধতি পছন্দ না করলেও, ডাউটিরা ঋণ সব সময়েই শোধ করে—তাই তোমার টাকা তুমি পাবে—কিন্তু একটা শর্তে।' ঝুঁকে ফিসফিস করে শেপার্ডকে কি যেন বলল রুফ।

'নিশ্চয়, মিস্টার ডাউটি, আপনি যা বলেন তাই হবে,' কথা দিলো ব্যাঙ্কার। ওর মুখে আবার রক্ত ফিরে আসছে।

ডাচ উইলিয়াম কপাল কুঁচকে হতাশভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে চুপ করে বসে আছে। তীরে এসে ওর তরী ডুবল। দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে ওর সমস্ত পরিকল্পনা। কিন্তু এখনও হয়ত কিছু হাতান সম্ভব হতে পারে। উঠে দাঁড়িয়ে ক্রনোর দিকে চাইল সে।

'ল্যাডার ফাইভের তিন ভাগের এক ভাগ শেয়ার আমি চাই।'

ব্যাঙ্কারের চেপে বসা ঠোঁট দুটো তিক্ত হাসিতে একটু ফাঁক হলো। 'তুমি বরং শেপার্ডের কাছে আপীল করো—সে হয়ত তোমার ভুয়া কাগজের দাম দেবে। ল্যাডার ফাইভ আর এখন আমার নয়।'

লোকটার যে খুব কষ্ট হচ্ছে তা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। রোনা এখন ক্রনোর পাশে বসে ওর কুঁজো কাঁধে সান্ত্বনা দিতে একটা হাত রেখেছে।

'ভেঙে পড়ো না, আঙ্কেল ক্রনো, সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল রোনা।

শেপার্ড প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়ার পর নিজেকে এখন অনেকটা সামলে নিয়েছে। সে শান্ত স্বরে বলল, 'উইলটা যে জাল নয় তার নিশ্চিত প্রমাণ আমার লাগবে।'

দুজন অপরিচিত লোক ইয়াকির সাথে কথা বলছিল। এবার ওদের একজন আগে বেড়ে এলো। তীক্ষ্ণ চোখ লোকটার, মুখে ভাবের কোনো পরিবর্তন নেই—জামা-কাপড়ে বোঝা যায় বড় শহরের বাসিন্দা।

'হাতের লেখার ব্যাপার যদি হয় তবে আমি সাহায্য করতে পারব,' বলল সে। 'আমি একজন হাতের লেখা বিশারদ।'

হাতে চাঁদ পেল ডাচ। 'আমি ঋণী থাকব,' বলল সে। ঋণী কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিলো বিশাল লোকটা।

কাগজটা হাতে নিয়ে অপরিচিত লোকটা শেপার্ডের দিকে ফিরল। 'তোমার কাছে এসব সইয়ের জানা নমুনা আছে?'

কাগজ-পত্র ঘেঁটে একটা নমুনা বের করল শেপার্ড। 'এটা একটা ড্রাফ্‌ট্‌, এতে ক্রনো আমার সামনে সই করেছে।'

কাগজটা নিয়ে মিলিয়ে দেখে সঙ্গীর সাথে নিচু স্বরে আলাপ করল লোকটা। তারপর বলল, 'আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।' শেপার্ডের কাগজটা ফেরত দিয়ে অন্যটা পকেটে ভরল সে।

'কি করছ?' চেঁচিয়ে উঠল ডাচ। 'ওটা আমি চাই।'

'নিউ ইয়র্ক পুলিশও ওটা চায়—সেই সাথে তোমাকেও,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলো লোকটা। 'তোমার কপাল খারাপ, ওরা তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে।'

রক্তশূন্য হয়ে গেল ডাচের মুখ। ভয় ঢাকার চেষ্টা করে সে বলে উঠল, 'তুমি ভুল করছ, আমি ডাচ উইলিয়াম।'

'হাঁ, বুঝলাম—আর একটা গল্প বলো,' বলে হাসল লোকটা। তারপর ইয়াকিকে জিজ্ঞেস করল, 'এর কথাই না তুমি আমাদের চিঠিতে জানিয়েছিলে? তুমিই ওর পরিচয়টা বলে দাও—মনে হচ্ছে

ও নিজেই ভুলে গেছে।'

'দেখ, দেখ,' দর্শকদের একজন বলে উঠল, 'ছেলেটার চোখমুখ কেমন চমকাচ্ছে এমন উপভোগ করার সুযোগ বোধহয় সে আর জীবনে পায়নি।'

সত্যিই তাই। রেডরুস্কের গুপ্তধনের বিনিময়েও সে এই মুহূর্তের আনন্দ বিসর্জন দিতে নারাজ। ডাচের দিকে আঙুল তুলে ইংকি চড়া গলায় চিৎকার করে বলল 'ওরই নাম পেনম্যান—বিগ ফ্রিটস। নকলবাজি এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতি ওর পেশা। ও-ই বার্লি ব্যাঙ্ক লুট করে যাওয়ার সময়ে রাতের পাহারাদারকে খুন করেছিল। ওকে আমি অনেকবার জেটির ধারে ওটুলের আড্ডায় দেখেছি।'

দর্শকরা শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। ওদের চোখের সামনে ডাচের বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেল। ওর স্বরটাও যেন অন্য রকম শোনাল।

'মিথ্যে কথা, নিউ ইয়র্কের জেটিতে আমি কখনও যাইনি। অলিভার ওটুল বলে কাউকে আমি চিনি না—'

অপরিচিত লোকটা হেসে ওঠায় থেমে গেল ডাচ। 'হয়ত, কিন্তু তোমাকে কে বলল ওটুলের ডাক নাম অলিভার? যাক, ভুল সবারই হয়—কিন্তু এবার তুমি ভালো মতোই ফেঁসেছ।'

'নিউ ইয়র্কের অপরাধের জন্য তুমি আমাকে এখানে গ্রেপ্তার করতে পারো না,' জোর আপত্তি জানাল ডাচ।

'সেটা আমার ব্যাপার,' দ্বিতীয় লোকটা বলল। কোট সরিয়ে শার্টের ওপর ডেপুটি শেরিফের ব্যাজ দেখাল সে। 'তোমাকে আমি টাকসনে নিয়ে যাব—সেখান থেকে নিউ ইয়র্কে যাবে তুমি।'

শিউরে উঠল ডাচ। পালাবার কোনো রাস্তা নেই। ওই লোক

ছুটো তাকে নিয়ে যাবে—ফাঁসি হবে তার। পাহাড়ের গুহায় শোনা একটা কথা বারবার তার কানে বাজছে: ইঁদুরেরও দাঁত আছে, ওরা কামড়াতে পারে। তাকে যদি মরতেই হয় তবে ওই বাচাল শয়তানটাকে নিয়ে মরবে। কোটের তলা থেকে পিস্তল বের করে ইংকির বুকের দিকে তাক করল সে।

'তুমিই আগে যাবে, নরকের কীট,' হিসহিসিয়ে উচ্চারণ করল ডাচ।

ওই কথা কয়টা বলাই ওর অন্তিম ভুল হলো। ট্রিগার টেপার আগেই একটা পিস্তল গর্জে উঠল। টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে প্ল্যাটফরম থেকে পাক খেয়ে পড়ে গেল ডাচ। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া সরিয়ে নিজের পিস্তল খাপে ভরল এরফান।

'উপায় ছিল না আমার, ওকে মেরে ফেলতে হলো।' অফিসারদের বলল জেসাপ। 'তোমাদের এতদূর আসাটাই বৃথা হলো।'

'না, ঠিক বৃথা যায়নি,' জবাব দিলো নিউ ইয়র্কের লোকটা। 'আমার নির্দেশ ছিল "জীবিত বা মৃত।" বাক্সের মধ্যে করে নিলে আমারই ঝামেলা কম হবে।' এরফান অন্য দিকে সরে যেতেই লোকটা তার সঙ্গীকে বলল, 'ব্যাপারটা কত দ্রুত ঘটে গেল দেখেছ? কপাল ভাল ওই লোককে নেয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়নি।'

উত্তেজনা আর ব্যস্ততার মধ্যে কেউ নিউ ইয়র্কের লোকটার কনুই ছুঁলো। ফ্যাকাসে মুখে থরথর করে কাঁপছে ইংকি।

'শোনো, মিস্টার, ডেরিক কি এর জন্যে চাকরিতে প্রমোশন পাবে?' প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'নিশ্চয়,' জবাব দিলো সে। 'তোমরা দুজনে এর জন্যে মোটা

পুরস্কারও পাবে।'

'আমি পুরস্কার চাই না, আমার অংশটা তুমি ডেরিককে পাইয়ে দিও।' তাড়াতাড়ি বলল ইয়ঙি। 'ওর বৌ ছেলেমেয়ে আছে—আমাকে খুব আদর করত ওরা। ওদের বলো আমি ভালো আছি—সুখেই আছি।'

'আমি নিজে তাকে ওকথা জানাব,' কথা দিলো ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। ইয়ঙি সরে গেলে সে তার সঙ্গীকে বলল, 'শুনেছিলাম ছেলেটার ফুসফুসের দোষ আছে, কিন্তু দেখে তো তেমন মনে হলো না। ভাবছি আমাদের বস্তির ছেলেরা কেন মুক্ত হাওয়ায় এসে সত্যিকার পুরুষ হবার সুযোগ নেয় না।'

ছাব্বিশ

দু সপ্তাহ পর ল্যাডার ফাইভ র‍্যাঞ্চের পথ ধরেছে ল্যারি - পথে দেখতে পেল দুটো জিন চাপান ঘোড়া মনের আনন্দে নদীর ধারে ঘাস খাচ্ছে। একটা ঘন উইলোর ঝোপ ঘুরতেই ঘোড়ার মালিক দুজনকে দেখা গেল। ম্যালাচি আর মলি ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে গল্প করছে। দুনিয়ার আর কোনোদিকেই ওদের খেয়াল নেই। এতই বিভোর রয়েছে যে ল্যারির আগমনও টের পেল না।

'এদিকে খোলা মাঠে জায়গার বড় অভাব, ঠাসাঠাসি করে না বসে উপায় নেই,' ওদেরকে শুনিয়ে মন্তব্য করল ল্যারি।

মেয়েটা চমকে উঠে রাঙা হয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার সঙ্গী আরও শক্ত করে কোমর জড়িয়ে ধরল। তারপর মুখ তুলে চেয়ে হাসল।

'জানো, ল্যারি, তোমার জন্য একটা নতুন সুখবর আছে,' বলল ম্যালাচি। 'আমরা দুজনে শিগগিরই বিয়ে করছি।'

হাসল র‍্যাঙ্কার। 'এটা একটা খবর হলো? তুমি ওল্ড ক্লাউডিথেকে ফেরার পর থেকেই ওই খবর রেইনবোর সবাই জানে। আমার একটাই কথা বলার আছে - ভাগ্যবান লোক তুমি।'

'হ্যাঁ, ওটাও আমার কাছে নতুন খবর নয়,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো ডাক্তার। 'কোনদিকে চলেছ?'

'ল্যাডার ফাইভে একটু কাজ আছে।'

ম্যালাচির চোখ দুটো দুষ্টুমিতে হেসে উঠল। 'ল্যারির ল্যাডার ফাইভে কাজ আছে,' মলিকে বলল সে। 'হয়ত ওখানকার মাঠগুলো আরও বড় - লোকজনকে এত ঘন হয়ে বসতে হবে না।'

ওরা দুজনেই সশব্দে হেসে উঠল। এবার ল্যারির মুখটা অল্প রাঙা হলো। 'Aw, go to Paradise,' বলে সে নিজের পথে এগোল।

একটু নৈরাশ্য, আর একটু স্বস্তির ভিতর ক্রনোর পুরোনো কাজের লোক ওকে দরজা খুলে দিলো। তারপর পথ দেখিয়ে অসুস্থ র‍্যাঞ্চারের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিছানায় উঠে বসে বিষণ্ণ মুখে ল্যারিকে অভ্যর্থনা জানাল সে।

'তাহলে এরই মধ্যে আমাকে র‍্যাঞ্চ ছাড়ার নোটিশ দিতে এসে

গেছ ?'

'না, দেখতে এলাম এটা ছিঁড়ে ফেলার মতো শক্তি তোমার গায়ে হয়েছে কি না,' বলে একটা কাগজ বিছানার ওপর রাখল ল্যারি। ওটা ল্যাডার ফাইভের মর্টগেজ।

'কি ব্যাপার ? তুমি কি র‍্যাঞ্চটা কেনোনি ?'

'ডাবল বার তোমার ব্যাঙ্কের ধারটা শোধ করেছে মাত্র—তুমি যখন পারো টাকা ফেরত দিও। আমার বিশ্বাস এখন থেকে গরুর ব্যবসা উন্নতি করবে,' জবাব দিলো ল্যারি। 'আমি তোমাদের লোকজনকে বলে দিয়েছি নদীর পাশের জমিটাও তোমাদের গরু ব্যবহার করতে পারবে। এটুকুই আমার বলার ছিল।' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল সে।

'এক মিনিট দাঁড়াও,' অনুরোধ করল ক্রনো। 'এক সপ্তাহ আগেই একজন আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছে—বলছে আমি না কি ঘাড় ট্যারা বুড়ো হাঁদা ; অবশ্য মেয়েটা ঠিক ওই ভাষায়—'

'মেয়েটা ?' জানতে চাইল ল্যারি।

'হ্যাঁ, আমার ভাগনী রোনাই বলেছে।' র‍্যাঞ্চারের রুক্ষ হাড্ডিসার চেহারাটা যেন এখন কিছুটা নরম দেখাচ্ছে, রক্তশূন্য ঠোঁটে রয়েছে একটু হাসির ছোঁয়া। 'ওর সৎ সাহস আছে বলতে হবে। সত্যি হলেও এমন কথা আমার মুখের ওপর বলতে কেউ সাহস পায়নি। এতে নতুন করে আমি ভাবতে বাধ্য হয়েছি—আজকের ঘটনায় আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। মেয়েটার আর আমার জীবন বাঁচানর পর আজ তুমি র‍্যাঞ্চটাও আমাকে ফিরিয়ে দিলে। আমার ব্যবহারের কথা মনে করে আজ লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। সব সময়েই বড়াই করেছি কোনোদিন কোনো ডাউটির কাছে কৃতজ্ঞ

থাকব না বা তাদের ধন্যবাদ জানাব না—কিন্তু আজ আমি তাই করছি, বাছা।'

তরুণ যুবক ক্রনোর বাড়ান হাতটা সাগ্রহে গ্রহণ করল। বয়েড-ডাউটি পারিবারিক কলহের সমাপ্তি ঘটল।

'তোমার এবং ডাবল বারের লোকজনের কাছে আমি অনেক দিক থেকে ঋণী—বিশেষ করে এরফানের কাছে,' বলে চলল ক্রনো। 'ওর ঋণ আমি শোধ করার সুযোগ পাব না—শুনলাম সে নাকি চলে যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ, আসলে এরফান নিজেও একজন র‍্যাঞ্চার। অনেকদিন তো এখানে কাটাল, এবার স্ত্রী আর ছেলের কাছে ফিরে যাবে ও।'

'ওর সাথে আমি খুব দুর্ব্যবহার করেছি—ওকে যাওয়ার আগে একবার আমার সাথে দেখা করতে বলো।'

এরফানকে বলবে বলে কথা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় লকেটটার কথা ল্যারির মনে পড়ল। পকেট থেকে ওটা বের করে বিছানার ওপর রাখল সে।

'মনে হয় এটা তোমার ভাগনীর জিনিস। আমি তাঁবুর ভিতর পেয়েছি।' বলে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো ল্যারি।

বাইরে এসেই রোনার সাথে দেখা হয়ে গেল। ল্যারিকে দেখে ওর মুখে হাসি ফুটল না। রোনার কথায় তার কারণ বোঝা গেল।

'র‍্যাঞ্চ কবে খালি করে দিতে হবে ?'

'তোমার মামার সাথে ওই ব্যাপারেই আলাপ করতে এসেছিলাম।'

'একটু সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তোমার কি এমন ক্ষতি হতো ?' রাগের সাথে বলল মেয়েটা। 'আমি মামার কাছে

যাচ্ছি।'

ল্যারিকে একা ফেলে ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকল রোনা। ল্যারি ডাউটির মুচকি হাসিটা সে দেখতে পেল না। ঘোড়ার পিঠে চেপে ধীর কদমে এগোল সে। পঞ্চাশ গজও যায়নি, পিছন থেকে মেয়েটার ডাক ওর কানে এলো।

'মিস্টার ডাউটি।'

হাসি ফুটে উঠল ল্যারির ঠোঁটে। কিন্তু না শোনার ভান করে আরও এগিয়ে গেল ও। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে রোনা। থেমে নেমে দাঁড়াল সে। ছুটে এগিয়ে আসছে তরুণী। মুখটা বেশ রাঙা—চোখ দুটো ভেজা।

'তোমার মতো পাজি লোক আর আমি দেখিনি,' আরম্ভ করল সে 'তুমি আমার জীবন বাঁচালে, এত কিছুর পরেও আমাদের র‍্যাঞ্চ ফিরিয়ে দিলে, এমন কি মায়ের ছবিওয়ালা আমার সাধের লকেটটাও দিয়ে গেলে—অথচ আমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবারও সুযোগ দেবে না? তুমি সব সময় আমাকে এতটা অপছন্দ করো কেন? বয়েজ হয়ে জন্মাইনি কি আমার দোষ হলো?'

রাগ আর কৃতজ্ঞতাবোধ, এই দু'এর সমন্বয়ে রোনাকে অপূর্ব মিষ্টি আর সুন্দর দেখাচ্ছে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ল্যারির বলতে ইচ্ছে করছে: রোনা, তুমি খোদ শয়তানের কন্যা হলেও আমি কেয়ার করি না—তোমাকেই আমি ভালোবাসি। তোমাকেই চাই।

'আমার ভয় ছিল তোমার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব, তাই দুজনের মাঝে একটা বেড়ার সৃষ্টি করে দূরে থাকতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু তাই বলে একেবারে কাঁটাতারের বেড়া?'

'হ্যাঁ, তবে টের পেয়েছি, মনকে বেড়া দিয়ে ঠেকান যায় না—

ওটা বারবার বেড়া পার হয়ে যেতে চায়, আর খোঁচা খায়।'

কালো চোখে স্বপ্নের আবেশ নিয়ে এক সেকেণ্ড ল্যারির দিকে চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল রোনা। 'আমিও সেটা টের পেয়েছি - ল্যারি,' মৃদু স্বরে বলল সে।

এবার বুকে টেনে নিয়ে রোনার ঠোঁটে ঠোঁট মেলাল ল্যারি।

কয়েক সেকেণ্ড পর ছাড়া পেয়ে চুল ঠিক করতে করতে একটা মেয়েলী মন্তব্য করল রোনা। 'আমাকে নিশ্চয়ই অগোছাল দেখাচ্ছে—তুমি কি ভাববে জানি না।'

'আমি ভাবছি সমস্ত অ্যারিজোনার সেরা সুন্দরী তুমি।'

'শুধু অ্যারিজোনার, ল্যারি?'

'অ্যারিজোনাই আমার পৃথিবী,' জবাব দিলো ল্যারি।

'আমারও,' ফিসফিস করে বলল রোনা। আবার কিছুক্ষণের জন্যে ওদের কথা বন্ধ হলো।

শেষবারের মতো পাইন ঘেরা পানিতে সাঁতার কাটতে এসেছে এরফান আর ইয়াকি। অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটল ওরা। ইয়াকির চেহারা বিষণ্ণ।

'তোমার অভাব আমি খুব বেশি অনুভব করব, এরফান,' সরল ভাবে স্বীকার করল সে 'তোমার সাথে যেতে পারলে আমি আর কিছু চাইতাম না।' কথাটা সকাল থেকে অন্তত বিশবার বলেছে ইয়াকি।

'তোমার কথা আমারও খুব মনে পড়বে, কিন্তু আপাতত তোমার এখানে থাকাই ভালো। একটা কাজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম, কাজ শেষ হলে আমি আবার আসব। দুজনে মিলে মজা করে শিকার

করব—হয়ত তখন তোমাকে সাথে করে নিয়েও যেতে পারি।'

খুশিতে চকচক করে উঠল ইয়ঙ্কির চোখ। 'ওহ, এরফান, তাহলে সত্যিই খুব মজা হবে।'

'আসি, বাছা, নিজেকে ঝামেলা থেকে দূরে রেখ। তবে ঝামেলা যদি যেচে আসে তবে ওটার শেষ দেখে ছেড়।'

কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে এরফানের দূরে মিলিয়ে যাওয়া দেখল ইয়ঙ্কি। চোখের পাতা দুটো ভিজে এলো—গলার কাছে কি যেন ঠেকে রয়েছে। 'এমন মানুষ হয় না,' পাইন গাছগুলোর উদ্দেশে বলল ছেলেটা।

—: শেষ :—

PRODDUT
07/8/86

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com